Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

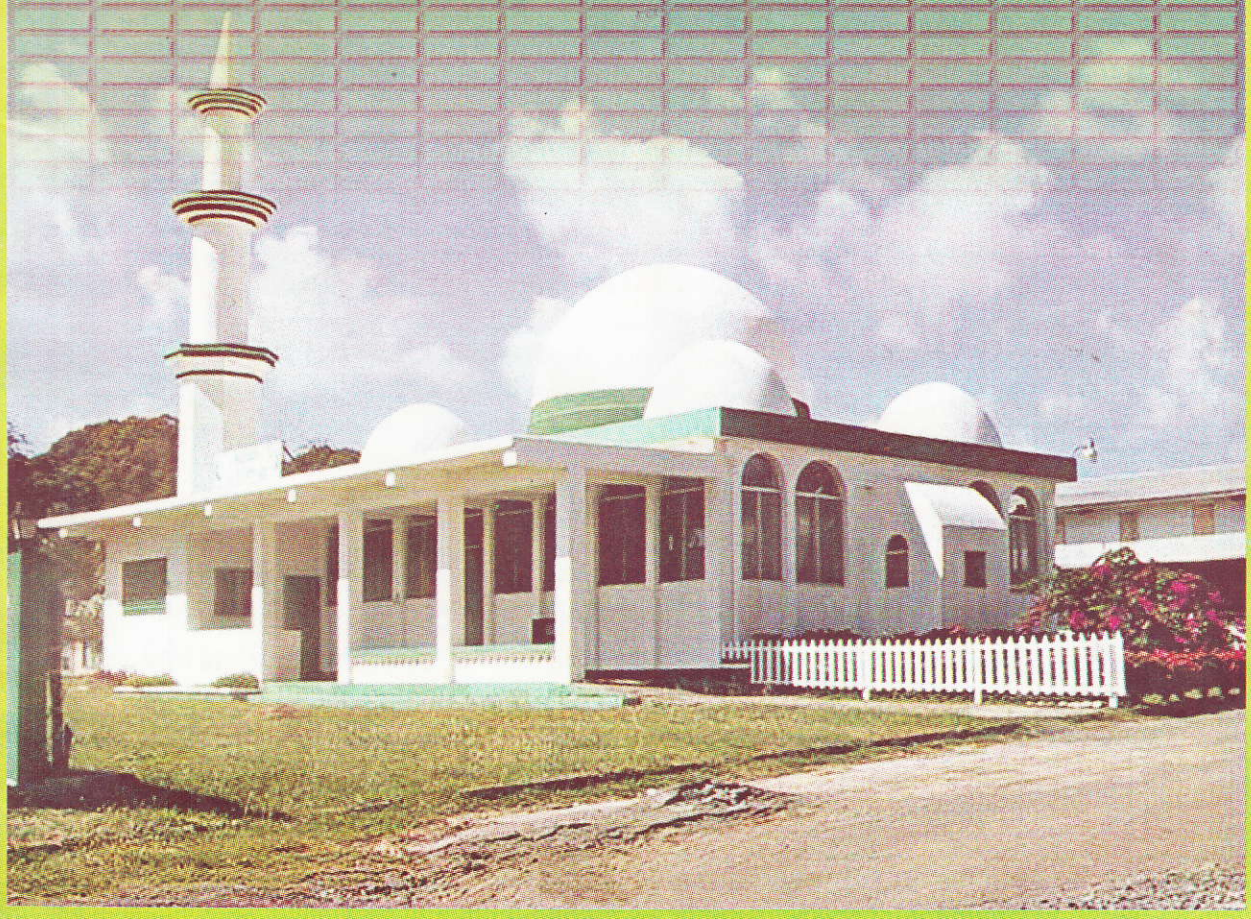

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

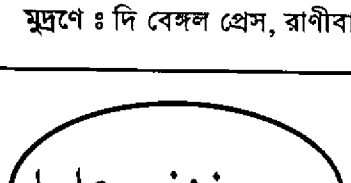

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٧ عدد:٨، ربيع الأول و ربيع الثانى ١٤٢٥هـ/مايو ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর একটি জামে মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	৮ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ ছানী	১৪২৫ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪১১ বাং
মে	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ ০৩
    - মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী
  - প্রসঙ্গঃ ছালাতে বুকের উপরে ও নাভির নিচে হাত বাঁধা *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১০
  - আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা ১৬
    - মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
  - সৃষ্টির রহস্য সন্ধানে ১৮
    - মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
  - বাংলা সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব ২০
    - কেশব লাল শীল
  - জিন, মায়াজম ও হ্যানিম্যান ২২
    - ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ২৪
  - ইরাক পরিস্থিতিঃ অজেয় গৌরব পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী *- মুযাফফর বিন মুহসিন*
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ২৭
  (ক) শ্রবণ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে জীন থেরাপী
  (খ) নিমগাছ চুলকানিসহ যে কোন চর্মরোগে উপকারী
  (গ) পুদিনা বাতব্যথা ও পেট ফাঁপা সারাবে
  (ঘ) মেহেদীঃ চুল ওঠা ও পাকা রোধে কার্যকরী
- **ক্ষেত-খামারঃ** ২৯
  (ক) মিষ্টি আলুর পুষ্টিগুণ
  (খ) ভুট্টাচাষ বদলে দিয়েছে ছবুর আলীর দুঃখের দিন
- **কবিতাঃ** ৩০
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩১
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৩
- **মুসলিম জাহান** ৩৮
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৯
- **সংগঠন সংবাদ** ৪০
- **পাঠকের মতামত** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু আত্মগর্বী, হিংসুক ও ঝগড়াটে ব্যক্তি সর্বত্র 'আহলেহাদীছ'-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। সংখ্যাগরিষ্টতার জোর দেখিয়ে তারা আহলেহাদীছকে পিষে মারতে চান। আহলেহাদীছকে 'বাতিল' আখ্যায়িত করে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে অশালীন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন লিফলেট ও বই-পুস্তিকা তারা বাজারে ছড়াচ্ছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিলে এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আহলেহাদীছকে টার্গেট করে বক্তব্য রাখা হচ্ছে ও জনগণকে ক্রমেই এদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। কোন কোন স্থানে তাদের মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদেরকে মারপিট করা হচ্ছে এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে। কেউ নতুন আহলেহাদীছ হ'লে তার বিরুদ্ধে রীতিমত অত্যাচার ও সামাজিক বয়কট শুরু করা হচ্ছে। এমনকি আহলেহাদীছ পাঠাগারে আগুন লাগিয়ে কুরআন-হাদীছ সহ কিতাবপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ শত শত লোক খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই। হাতে গণা কয়টি মাত্র ধর্মীয় বা ইসলামপন্থী পত্রিকার যেন বড় লক্ষ্য হয়েছে আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। আজকাল অনুরূপ একটি মাসিকের পক্ষ থেকে ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরে দেওয়াল লিখন দেখা যাচ্ছে। যেখানে তাদের মতানুযায়ী ফৎওয়া সমূহ লিখে তারা প্রচার করছেন বহু অর্থ ব্যয় করে। যার অধিকাংশ বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী। তাদের এইসব দেওয়াল লিখন পড়ে বহু লোক যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি আপোষে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এসব করে কেবল কিছু মানুষকে সাময়িকভাবে 'হক' থেকে দূরে রাখা যাবে, কিন্তু হক-এর দাওয়াতকে স্তব্ধ করা যাবে না। আল্লাহ্র পসন্দনীয় কোন না কোন বান্দার মাধ্যমে হক যাহির হয়ে যাবেই এবং তা কবুল করার জন্য তাঁরই নির্বাচিত বান্দারা ছুটে আসবেন চুম্বকের মত। কম থাক বেশী থাক ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ দল থাকবেই। নিন্দুকদের নিন্দাবাদকে তারা পরোয়া করবে না। 'তারা সর্বদা হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে...' *(মুসলিম)*। হাদীছে বিজয়ী বলতে আখেরাতে বিজয়ী বুঝানো হয়েছে। নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) কেউই দুনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী, হকপন্থী ও মানবতার আদর্শ পুরুষ।

উক্ত হক্বপন্থী ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা? এর জবাবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, তারা হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। চার ইমামের অন্যতম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানিনা তারা কারা'? ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আহলুলহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'। 'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) 'নাজী' দল হিসাবে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন, 'তাদের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। অতঃপর তিনি বলেন, বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলো সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় যিদ ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়'। ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন, আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদেরকে আমরা হক্বপন্থী বলেছি, তারা হ'লেন, (১) ছাহাবা (২) তাবেঈন (৩) আহলুল হাদীছগণ (৪) ফক্বীহগণের মধ্যে যারা তাদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (৫) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শুধুমাত্র মুহাদ্দিছগণ নন, বরং তাঁদের নীতির অনুসারী আম জনসাধারণও 'আহলুল হাদীছ' নামে সকল যুগে কথিত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে এবং তা রাসূলের জীবদ্দশাতেই এসেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬০১ হিজরী মোতাবেক ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশে সামরিক বিজয়ের অনেক পূর্বে এদেশে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা ছিল কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক মূল আরবীয় ইসলাম। আজও কোন কিছুর সন্ধান না পাওয়া গেলে বলা হয় 'বিষয়টির হদিস মিলছে না'। এ থেকে অনুমান করা চলে যে, এদেশের সমাজ জীবনে এক সময় ছিল হাদীছের অফুরন্ত প্রভাব। কিন্তু তুর্কী বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কী-ইরানী সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম থেকে বহুলাংশে পৃথক।

ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন ইমামের মাযহাবের তাক্বলীদের উপর সংঘবদ্ধ ছিল না'। তিনি দুঃখ করে বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে তুমি মুসলমানদের দেখবে যে, তারা বিগত কোন একজন মুজতাহিদের অনুসরণ করে থাকে। তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি ঐ বিদ্বানের তাক্বলীদ হ'তে সে বেরিয়ে আসে, তাহ'লে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত হ'তে খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে'। সুলায়মান নাদভী বলেন, 'আহলেহাদীছ'-এর নামে উপমহাদেশে যে আন্দোলন চলছে, বাস্তবে তা নূতন কোন বিষয় নয়। বরং পুরানো পদচিহ্নের অনুসরণ মাত্র'। তিনি বলেন, এ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ফলাফল এই যে, ইত্তেবায়ে নববীর যে জাযবা হারিয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। জিহাদের যে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, তা আবার জ্বলে উঠেছে'। আব্দুল মওদূদ বলেন, কালক্রমে বাঙালী জেহাদীরা আহলেহাদিস, লা-মযহাবী, মওয়াহেদ, মুহম্মদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল'। দরগাহ ও খানক্বাহ্র বিলাসী পীর-ফকীরেরা সেদিন বৃটিশ-ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ফৎওয়া দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই পরিষ্কারভাবে 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন'কে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের 'প্রথম মুক্তি সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ভারতবর্ষের জিহাদ আন্দোলন মূলতঃ আহলেহাদীছের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' অর্থে বুঝানো হ'ত। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী (মৃঃ ১৯২০) আহলেহাদীছ নিরীহ জনগণকে ইংরেজের জেল-যুলুমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজস্ব প্রচেষ্টায় 'ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয়'- সেকথা ইংরেজ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। একারণে সমস্ত আহলেহাদীছ জামা'আতকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার জন্য কোন কোন মহল থেকে যে ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তা ঐতিহাসিকভাবে ভুল প্রমাণিত।

অতএব বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুল্কা, সিত্তানা, পাঞ্জতার, আম্বেলা, চামারকান্দ, আম্ভামান্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বায়েযাফ্ত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী বাংলাদেশের অন্যূন আড়াই কোটি আহলেহাদীছ সহ উপমহাদেশের বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম। ইংরেজের কুফরী হুকুমত উৎখাতের পর ১৯৪৭ থেকে যা এখন সমাজ সংস্কারের জিহাদে রূপলাভ করেছে।

কেবল শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধেই আহলেহাদীছদের জিহাদ ছিল না, বরং শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত প্রচলিত লৌকিক ইসলামকে পরিশুদ্ধ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মূল ইসলামের প্রচলন ঘটানোর জন্যও তাদের জিহাদ ছিল আপোষহীন। যা তাদেরকে বিরোধীদের চক্ষুশূলে পরিণত করেছিল। আজও সেই বিদ্রূপবান ও অত্যাচার তাদেরকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে। তাই আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা সকল যুলুম বরদাশত করব, কিন্তু কোন অবস্থাতেই 'হক' ছাড়তে প্রস্তুত নই। উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা, আমল ও ইখলাছের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি ও সামাজিক পদমর্যাদার মধ্যে নয়। অতএব 'হে অকল্যাণের নিশাচররা পিছিয়ে যাও! হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা এগিয়ে চল'! জান্নাতের সুগন্ধি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পরিশেষে দেশের বিবেকবান জনগণের নিকটে বিষয়গুলি ভেবে দেখার ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন! (স. স.)।

প্রবন্ধ

সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

সীরাতুন্নবী অর্থ- নবী (ছাঃ)-এর জীবন চরিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, সীরাত অধ্যয়ন ও চর্চা করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা সকল মুসলমান নর-নারীর ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

সীরাত সম্পর্কে জানার জন্য কুরআন মাজীদ এবং ছহীহ হাদীছসমূহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে কোন প্রকার বানোয়াট বা কল্পকাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। মূলতঃ কুরআন মাজীদের বাস্তব রূপই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র তথা পবিত্র সীরাত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র তথা সীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে, উত্তরে তিনি বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ- 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন মাজীদ'।[১] এতদসত্ত্বেও অনেক বক্তা বিশেষ করে বিদ'আতীদেরকে দেখা যায় যে 'রবীউল আউয়াল' মাস শুরু হ'লেই 'ঈদে মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠানের নামে বিভিন্ন সভা-মজলিসে সীরাত বর্ণনার নামে অনেক বানোয়াট কল্পকাহিনী বলতে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীরাত কোন প্রকার মিথ্যা কাহিনীর আশ্রয় নেয়ার মুখাপেক্ষী নয়। তাই সীরাতুন্নবী সম্পর্কে রচিত বানোয়াট কাহিনী বা জাল হাদীছের প্রসিদ্ধ কিছু হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হ'ল, যেন সুধী পাঠক তা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলার ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র সীরাত যেন মিথ্যা ও জাল হাদীছের সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা পায়। বস্তুতঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর ছহীহ শুদ্ধ সীরাতকে সংরক্ষণ করা এবং নির্ভেজাল ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আলেম-ওলামার মহান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনার্থেই পাঠক সমীপে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সীরাতুন্নবী সম্পর্কে কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছঃ

(১) لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَكَ

(১) 'হে নবী! আপনি না হ'লে, আমি আসমান সমূহ সৃষ্টি করতাম না'।

হাফেয ছাগানী 'আল-আহাদীছুল মাওযূ'আহ' গ্রন্থে হাদীছটিকে মওযূ' তথা জাল বলেছেন। ইমাম ইবনুল জাওযী 'আল-মাওযূ'আত' গ্রন্থে হাদীছটিকে মাওযূ' বলেছেন। হাফেয সয়ূত্বী 'আল-লাআলী' গ্রন্থে একই মত ব্যক্ত করেছেন। মুহাদ্দিছ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফীও 'মাওযূ'আতে কবীর' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি 'মুসনাদে ফেরদাউস' কিতাবের একটি রেওয়ায়াতের বরাত দিয়ে হাদীছটির অর্থ সঠিক বলে ধারণা করেছেন। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেছেন, মুসনাদে ফেরদাউসের সে বর্ণনা সূত্র অত্যন্ত দুর্বল, যা প্রমাণযোগ্য নয়।[২]

(٢) كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَلاَ آدَمَ وَلاَمَاءَ وَلاَطِيْنَ-

(২) 'আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদার মধ্যখানে ছিলেন। আমি নবী ছিলাম যখন না ছিল আদম, না ছিল পানি, না ছিল কাদা'।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি মিথ্যা এবং জাল, এর অর্থও বাতিল। হাফেয জালালুদ্দীন সয়ূত্বী (রহঃ) 'আদ্দুরার' গ্রন্থে বলেছেন, 'এই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই'।[৩]

উল্লেখ্য যে, এ হাদীছের সমার্থবোধক অপর একটি ছহীহ হাদীছ রয়েছে, এ ক্ষেত্রে সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) আল-মুসনাদ গ্রন্থে (পৃঃ ১৫০৯, হা/২০৮৭২), ইমাম ইবনু আবী আছেম আস্-সুন্নাহ (হা/৪১০) গ্রন্থে, ইবনু সা'দ আত্-ত্বাবাকাত গ্রন্থে (৭/৬০), আবু নু'আইম আল-হিল্য়া গ্রন্থে (৯/৫৩), বুখারী আত-তারীখ (৪/১/৩৭৪) গ্রন্থে মায়সারা আল-ফজর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ-

'তখন থেকে আমার নাম নবী হিসাবে লিখা ছিল, যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরের মধ্যখানে ছিলেন'।[৪] কেউ কেউ এই হাদীছের অর্থকে বিকৃত করে একথা প্রমাণ করতে চায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন থেকেই সৃষ্ট এবং তাঁর সত্তাকে সকল সত্তার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ এ কথার পক্ষে ছহীহ সনদে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

* *খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

১. *ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৮১১।*

২. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, ২/৪১১, হা/১০১৩; সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ, ১/৪৫০, হা/২৮৩।*

৩. *আল-মাক্বাছীদুল হাসানাহ, পৃঃ ৩৮৬, হা/৮৩৭ ও ৮৪২; ইবনে তায়মিয়া, আল-আহাদীছুয যঈফাহ, পৃঃ ২৩, হা/২২; সিলসিলা যঈফাহ, ১/৪৭৩, হা/৩০২ ও ৩০৩।*

৪. *ছহীহ আল-জামিউছ ছাগীর, ২/৮৪০, হা/৪৫৮১।*

তাই হাদীছের অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়া এবং শেষ নবী হওয়া ইত্যাদি আল্লাহ্র কাছে তাক্বদীরে লিখা ছিল। ইমাম আহমাদ, ইবনু আবি আছেম ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ বর্ণিত হাদীছ এই কথার সাক্ষ্য বহন করে। মায়সারা ইবনু ফজর (রাঃ) বলেন, আমি বললাম,

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ وَآدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ-

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কখন আপনি নবী হিসাবে লিখিত হয়েছেন? তিনি বললেন, যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরের মধ্যখানে ছিলেন'।[৫] ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

إِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهِ-

'আমি উম্মুল কিতাবে (তাক্বদীরে) আল্লাহ্র বান্দা, অথচ তখন আদম (আঃ) মাটিতে লটকানো ছিলেন'।[৬] অর্থাৎ আদম (আঃ) সশরীরে সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আমি নবী।

(٣) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ-

(৩) 'হে জাবের! সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে'। এ হাদীছটি ভিত্তিহীন ও বাতিল। এই হাদীছের উপর ভিত্তি করে অনেকে বলে যে, নূরে মুহাম্মাদীকেই প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ সে কথা দলীল বিহীন এবং ভিত্তিহীন।[৭]

এই হাদীছের অর্থও অনেক ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি। অথচ দু'টি কথাই ছহীহ হাদীছ বিরোধী। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) অন্যসব বনু আদমের ন্যায় মাটির সৃষ্টি এবং সর্বপ্রথম সৃষ্টি হ'ল কলম। যেমন- আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ- وَخُلِقَ إِبْلِيْسُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ وَخُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ-

'ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে তা (অর্থাৎ মাটি) দ্বারা'।[৮]

উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ-

'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হ'ল কলম। অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লেখ, কলম বলল, কি লেখব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ক্বদর (তাক্বদীর) লেখ। সুতরাং কলম যা ছিল এবং যা অনন্তকাল পর্যন্ত হবে সব কিছুই লেখল'।[৯] হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়া এবং নূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়া উভয় কথাই ভ্রান্ত।

(٤) إِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهِ قَبْضَةً، نَظَرَ إِلَيْهَا فَعَرِفَتْ وَدَلَقَتْ، فَخَلَقَ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ نَبِيًّا، وَأَنَّ الْقَبْضَةَ كَانَتْ هِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ بَقِيَ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ-

(৪) 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চেহারার নূর থেকে এক মুষ্টি নূর নিলেন। অতঃপর তার দিকে তাকালেন সে আল্লাহকে চিনল এবং তার থেকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। তার প্রত্যেক টুকরা থেকে এক একজন নবী সৃষ্টি করলেন। নূরের সেই মুষ্টিটি ছিল বস্তুতঃ নবী করীম (ছাঃ)। তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিদ্যমান ছিলেন'। হাদীছ বিশারদগণের ঐক্যমতে হাদীছটি জাল।[১০]

(٥) قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ كُنْتَ وَآدَمُ فِى الْجَنَّةِ؟ قَالَ فِىْ صُلْبِهِ، وَأُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنَا فِىْ صُلْبِهِ، وَرَكِبْتُ السَّفِيْنَةَ فِىْ صُلْبِ أَبِىْ نُوْحٍ، وَقُذِفَ بِىْ فِى النَّارِ فِىْ صُلْبِ أَبِىْ إِبْرَاهِيْمَ، لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَانِ عَلَى سِفَاحٍ قَطُّ، لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِىْ مِنَ الْأَصْلاَبِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبًا، لاَتَنْشَعِبُ شَعْبَتَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِىْ خَيْرِهِمَا فَأَخَذَ اللّٰهُ لِىْ بِالنُّبُوَّةِ، وَفِى التَّوْرَاةِ بُشِّرَ بِىْ، وَفِى الْإِنْجِيْلِ شُهِرَ اسْمِىْ، تَشْرُقُ الْأَرْضُ لِوَجْهِىْ، وَالسَّمَاءُ لِرُؤْيَتِىْ، رُقِّىَ بِىْ فِى سَمَائِهِ،

৫. মুসনাদে আহমাদ হা/২০৮৭২।
৬. ইবনু আবী আছেম, কিতাবুস সুন্নাহ পৃঃ ১৭৯, হা/৪০৯।
৭. সিলসিলা ছহীহা, ১/১/২৫৭, ১/২/৮২০, হা/১৩৩, ৪৫৮।
৮. মুসলিম, 'কিতাবুয-যুহ্দ' পৃঃ ১১৯৯, হা/২৯৯৬।
৯. তিরমিযী, কিতাবুল ক্বদর, ৪/৩৯৮, হা/২১৫৫।
১০. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ১৮/৩৬৬, ৩৬৭; আল-আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ, পৃঃ ৫১।

وَشَقَّ لِي اسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ، فَذُوالْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَأَنَا مُحَمَّدٌ-

(৫) 'নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যখন আদম (আঃ) বেহেশতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? বললেন, আমি তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিলাম। যখন তাঁকে মাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তখনও আমি তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিলাম। আমার পিতা নূহের পৃষ্ঠদেশে করে নৌকায় আরোহন করেছি। আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আমার মধ্যে কখনো দুই পিতা ব্যভিচারে একত্রিত হয়নি। আমাকে সর্বদা পাক-পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে পরিচ্ছন্ন জরায়ুতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে সভ্যতার সহিত। যখনই দু'টি শাখা হ'ত, তখন আমি উভয় শাখার উত্তম শাখায় ছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে নবুঅত দান করেছেন। তাওরাতে আমার সুসংবাদ আছে এবং ইঞ্জীলে আমার নাম প্রকাশ করা হয়েছে। আমার চেহারা থেকেই আসমান যমীন আলো লাভ করে। আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানে নিয়ে যান এবং নিজের নামসমূহ থেকে আমার নাম নির্ধারণ করেন। অতএব আল্লাহ মাহমূদ আর আমি মুহাম্মাদ'। হাদীছটি জাল।[১১]

(٦) فُضِّلْتُ عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا فَأَعَانَنِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَكُنَّ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِيْ، وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ عَوْنًا لَهُ عَلَى خَطِيْئَتِهِ-

(৬) 'দু'টি বিষয়ে আদম (আঃ)-এর উপর আমার ফযীলত রয়েছে। আমার শয়তান কাফের ছিল, আল্লাহ পাক আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে। আর আমার স্ত্রীগণ আমার জন্য সহায়তাকারী ছিল। আদম (আঃ)-এর শয়তানও কাফের ছিল এবং তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভুলের মধ্যে সহযোগিতা করেছেন'।

ইমাম বায়হাক্বী দালায়িলুন্ নবুওয়াত গ্রন্থে এবং খত্বীব বাগদাদী তারীখু বাগদাদ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছের সনদে আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ নামক ব্যক্তিটি সম্পর্কে ইমাম যাহাবী আল-মীযান গ্রন্থে মুহাদ্দিছ ইবনে আদী ও আবু আরূবার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সে মিথ্যুক এবং হাদীছ জালকারী ছিল'। এছাড়া 'ইবনু ছিরমা' নামক ব্যক্তিটিকে অনেক মুহাদ্দিছ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং হাদীছটি জাল এবং বানোয়াট।[১২]

(٧) لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قَالَ يَارَبِّ! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللّٰهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ يَارَبِّ! لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُّوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَدَقْتَ يَا آدَمُ! إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ أُدْعُنِي بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلاَمُحَمَّدٌ مَاخَلَقْتُكَ-

(৭) 'যখন আদম (আঃ) ভুল করে ফেললেন, তখন বললেন, হে আমার প্রভু! আমি মুহাম্মাদের ওসীলায় প্রার্থনা করছি, আমায় ক্ষমা কর। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! মুহাম্মাদকে তুমি কিভাবে চিনেছ, অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রভু! যখন আপনি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি মাথা উঠালাম। অতঃপর আরশের স্তম্ভগুলিতে দেখলাম যে, তথায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ' লিখিত আছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনি সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নামটিই আপনার নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আদম! তুমি সত্য বলেছ। অবশ্যই মুহাম্মাদ আমার নিকটে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তার অসীলায় আমার কাছে দো'আ করো। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। যদি মুহাম্মাদ না হ'ত, তাহ'লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।

মুহাদ্দিছ হাকেম 'আল-মুসতাদরাক' (২/৬১৫) গ্রন্থে, ইবনে আসাকির 'তারীখ' (২/৩২৩/২) গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাক্বী 'দালায়িলুন নবুওয়াত' (৫/৪৮৮) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি জাল। হাফেয যাহাবী 'তালখীছুল মুস্তাদরাক' এবং 'মীযানুল ই'তেদাল' গ্রন্থে হাদীছটিকে জাল এবং বাতিল বলেছেন। ইমাম বায়হাক্বী এই হাদীছের এক রাবীকে 'দুর্বল' সাব্যস্ত করেছেন। হাফেয ইবনে কাছীর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার 'লিসান' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। মুহাদ্দিছ হায়সামী 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' (৮/২৫৩) গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম ত্বাবারানী 'আউসাত্ব' এবং 'ছাগীর' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তথায় দুর্বল রাবী আছে।[১৩]

(٨) كُنْتُ أَوَّلُ النَّبِيِّيْنَ فِيْ الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ-

(৮) 'সকল নবীর পূর্বে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং

---

১১. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ২/৪০৫, হা/৯৯৭।*

১২. *যঈফুল জামে' ছাগীর, পৃঃ ৫৮০, হা/৩৯৮৪; আল্লামা মুনাবী, ফয়যুল ক্বাদীর, ৪/৪৪০; আল-কাশফুল ইলাহী, ২/৫১৩, হা/৫৯৮; সিলসিলা যঈফাহ, ৩/২২০, হা/১১০০।*

১৩. *সিলসিলা যঈফাহ, ১/৮৮, হা/২৫।*

সবার পরে পাঠানো হয়েছে'।

হাদীছটি যঈফ, গ্রহণযোগ্য নয়। এর সনদে সাঈদ ইবনে বাশীর নামক ব্যক্তিটি দুর্বল।[১৪]

এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লিখিত হাদীছ 'আমি নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরের মধ্যখানে ছিল' আমাদের জন্য যথেষ্ট, তবে সেই হাদীছে বা অন্য কোন ছহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ ধারণাটিই ভ্রান্ত।

(٩) وُلِدْتُ فِىْ زَمَانِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ-

(৯) 'আমি ন্যায়াচারী বাদশাহের যামানায় জন্মগ্রহণ করেছি'। (অর্থাৎ ন্যায় বিচারক নামে খ্যাত আনোশীরওয়ান বাদশাহের সময় কালে আমার জন্ম হয়েছে)।

মুহাদ্দিছ হাকেম, মুহাদ্দিছ হুলাইমী এবং ইমাম বায়হাক্বী সবাই এই হাদীছকে ভিত্তিহীন এবং বাতিল বলেছেন। ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান (৪/৩০৫) গ্রন্থে এই হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি সুন্দর ঘটনা বলেছেন। তাহ'ল 'কাযী আবুবকর আল-হীরীকে এক বুযর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শুনেছি, আপনি ন্যায়বিচারক বাদশাহের যামানায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে যখন আমি হাফেয আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকেমকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, এটি মিথ্যা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ কথা বলেননি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবু আব্দিল্লাহ্র কথা সত্য' (অর্থাৎ হাদীছটি মিথ্যা)।

হাফেয সাখাবী 'আল-মাক্বাছীদুল হাসানাহ' গ্রন্থে, মুহাদ্দিছ পাট্টানী 'তাযকিরা' গ্রন্থে, হাফেয সুয়ূতী 'আদ্দুরার' গ্রন্থে মুহাদ্দিছ মোল্লা আলী আল-ক্বারী 'আল-মাছনূ' ও 'আল-আসরারুল মারফু'আহ' গ্রন্থে, আল্লামা শাওকানী 'আল-ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থে এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও একই কথা উল্লেখ করে হাদীছটিকে বাতিল ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করেছেন।[১৫]

(١٠) أَنَا إِبْنُ الذَّبِيْحَيْنِ-

(১০) 'আমি দুই 'যবীহ' (আল্লাহ্র নামে যবহকৃত) ব্যক্তির পুত্র। অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ)-এর পিতা মহোদয়দের মধ্যে কালক্রমে দু'জনকে আল্লাহ্র নামে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। উভয়ই পরে ফিদ্য়ার বিনিময়ে মুক্তি পেয়েছেন। প্রথমঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ), যাঁর ফিদ্য়া রূপে আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্ত থেকে দুম্বা পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ঃ আব্দুল্লাহ (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন পিতা)। আব্দুল মুত্তালিব যমযম কূপ খনন সম্পর্কে ছেলে কুরবানী দেওয়ার যে নযর করেছিলেন, তা পালনার্থে লটারী করলে তথায় আব্দুল্লাহকে কুরবানী করার জন্য মনস্থ করেন। কিন্তু তার মাতুল সম্পর্কীয় গোত্র বণী মাখযুম এতে বাধা সৃষ্টি করে। তখন আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল্লাহ্র পরিবর্তে ১০০ উট কুরবানী করেন। এ হিসাবে নবী করীম (ছাঃ) দু'যবীহ পিতার পুত্র হন'।

হাদীছটি উল্লিখিত শব্দে কোথাও পাওয়া যায়না। মুহাদ্দিছ যায়লাঈ ও ইবনু হাজার 'তাখরীজুল কাশশাফ' গ্রন্থে বলেছেন, এই শব্দে উক্ত হাদীছটি আমরা পাইনি। মুহাদ্দিছ হাকেম 'আল-মুস্তাদ্রাক' (২/৫৫১) গ্রন্থে একই অর্থের একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যাহাবী সেই হাদীছের সনদ ভ্রান্ত বলে মন্তব্য করেছেন। হাফেয ইবনে কাছীর তাঁর বিখ্যাত 'তাফসীর' (৪/১৮) গ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে বলেছেন, হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল। আলবানী বলেন, 'কাশফুল খাফা' কিতাবের লেখক উক্ত হাদীছকে 'হাসান' বরং 'ছহীহ' বলে বড় ভুল করেছেন।[১৬]

(١١) أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ، لِأَنِّىْ عَرَبِىٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِىٌّ وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِىٌّ-

(১১) 'তিনটি কারণে তোমরা আরবকে ভালবাস, কারণ আমি আরবী, কুরআন মাজীদ আরবী এবং বেহেশতীদের ভাষাও আরবী'।

হাকিম 'আল-মুস্তাদরাক' (৪/৮৭) গ্রন্থে, উকাইলী 'আয-যু'আফা (৩২৭) গ্রন্থে, ত্বাবারাণী 'আল-কাবীর' ও 'আল-আউসাত' গ্রন্থে, মুহাদ্দিছ তাম্মাম 'আল-ফাওয়ায়িদ' গ্রন্থে, বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে একই সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সম্পর্কে আলবানী বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, সনদটি জাল। আল্লামা যাহাবীও হাদীছটিকে জাল বলেছেন। এমনিভাবে মুহাদ্দিছ আবু হাতেম, মুহাদ্দিছ উকাইলী, হাফেয ইরাকী, ইবনুল জাওযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও জাল বলেছেন। এই হাদীছটি আবার অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে-

أَنَا عَرَبِىٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِىٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِىٌّ-

'আমি আরবী, কুরআন আরবী, জান্নাতীদের ভাষা আরবী'। হাদীছটি ইমাম ত্বাবারাণী 'আল-আউসাত্ব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটিও জাল। কারণ এর সনদে দু'জন রাবী অত্যন্ত দুর্বল। মুহাদ্দিছ হায়ছামী 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে, হাফেয ইরাকী 'আল-মাহাজ্জাহ' গ্রন্থে এবং ইবনে আররাক তাঁর 'তানযীহুশ শরী'আহ' গ্রন্থে দুর্বল রাবীর কারণে হাদীছটিকে অত্যন্ত দুর্বল বা মাওযূ' সাব্যস্ত

১৪. *সিলসিলা যঈফাহ, ২/১১৫, হা/৬৬১।*

১৫. *আল-মাছনূ'আহ, পৃঃ ৫৩১, হা/১২৭১; আল-ফাওয়ায়িদ, ২/৪১৪, হা/১০২৫; আল-কাশফুল ইলাহী, ২/৭৭৩, হা/১১১৬; সিলসিলা যঈফাহ, হা/৯৯৭, ২০৯৫।*

১৬. *সিলসিলা যাঈফাহ, ১/৫০০, হা/৩৩১।*

করেছেন।[১৭]

এই হাদীছ বলে অনেকে শুধু আরবী হওয়ার কারণে অনারবের উপর আরবের ফযীলত বর্ণনা করতে চান। কিন্তু তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। কারণ কুরআন মাজীদ এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ফযীলত এবং প্রধান্যতার মানদণ্ড হচ্ছে তাক্বওয়া তথা আল্লাহ্র ভয়। বর্ণ, ভাষা, জাতি ইত্যাদি ভিত্তিক কোন তারতম্য ইসলাম স্বীকার করে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেযগার' *(হুজুরাত ১৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى-

'হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের বাপ এক। স্মরণ রাখ, অনারবের উপরে কোন আরবীর প্রধান্য নেই, কোন আরবীর উপর অনারবের প্রধান্য নেই, কোন কালো বর্ণের উপর লাল বর্ণের ফযীলত নেই, কোন লাল বর্ণের উপর কালোর ফযীলত নেই, শুধুমাত্র তাক্বওয়া ব্যতীত। অর্থাৎ আরব, অনারব, সাদা, কালো নির্বিশেষে শুধুমাত্র তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হয় এবং একের উপর অন্যের ফযীলত হয়। যে যত বেশী তাক্বওয়া অর্জন করবে, সে তত বেশী মর্যাদা লাভ করতে পারবে এবং আল্লাহ্র প্রিয় হবে'।[১৮]

(١٢) أَنَا جَدُّ كُلِّ تَقِيٍّ-

(১২) 'আমি প্রত্যেক পরহেযগার ব্যক্তির দাদা'। হাফেয সয়ূতী 'আল-হাবী লিল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২/৮৯) বলেছেন, 'হাদীছটি আমি চিনি না'। মুহাদ্দিছ আলবানী বলেন, 'হাদীছটি ভিত্তিহীন'।[১৯]

(١٣) أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَنَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ-

(১৩) 'আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই, কিন্তু আল্লাহ চাইলে আরো নবী আসবে'।[২০]

এ হাদীছের প্রথম অংশ ছহীহ, পরের অংশ অর্থাৎ 'কিন্তু আল্লাহ চাইলে...' কথাটি জাল। কিছু সংখ্যক কুমতলবী কাফের যিন্দীক এটা জাল করে হাদীছের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। বর্তমান যামানার কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীরা তাদের ভণ্ড নবী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুঅত তথা ভণ্ডামী প্রমাণ করার জন্য এই হাদীছের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু হাদীছটি তাদের মত ভণ্ডরাই গড়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন মাজীদের প্রায় শতাধিক আয়াত এবং দেড় শতাধিক হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ নবী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন নবী আসবেন না, কোন নতুন কিতাব আসবে না এবং কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন হবে না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত, সর্বশেষ উম্মত উম্মতে মুহাম্মাদী, সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ এবং সর্বশেষ ধর্ম ইসলামই একমাত্র বিরাজমান থাকবে। ইবনু আবী আছেম 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمْ-

'আমার পরে কোন নবী হবে না, আর তোমাদের পরে কোন উম্মত হবে না'।[২১] খতমে নবুঅতের আক্বীদা সম্পর্কে জানার জন্য মাওলানা মুফতী শফী (রহঃ) কৃত 'খতমে নবুঅত' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

(١٤) إِنَّهُ هَبَطَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ حَبِيْبِيْ إِنِّي كَسَوْتُ حُسْنَ يُوْسُفَ مِنْ نُوْرِ الْكُرْسِي، وَكَسَوْتُ حُسْنَ وَجْهِكَ مِنْ نُوْرِ عَرْشِيْ، وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْكَ يَا مُحَمَّدُ،

(১৪) 'একদা জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, বন্ধু আমার! আমি কুরসির আলো দিয়ে ইউসুফের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছি, তোমার চেহারার সৌন্দর্য্য আমার আরশের জ্যোতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার চেয়ে বেশী সুন্দর কোন বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি'।

খত্বীব আল-বাগদাদী জাবের (রাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আল্লামা শাওকানী বলেন, হাদীছটি জাল।[২২]

১৭. *সিলসিলায়ে যঈফাহ, ১/২৯৩-২৯৯, হা/১৬০, ১৬১; আল-মাক্বাছীদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪২, হা/৩১; যঈফুল জামে', হা/১৭৩; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ' ৪১৩; আল-কাশফুল ইলাহী, ১/৭৪, হা/১২।*

১৮. *মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১; সিলসিলা ছহীহাহ, ৬/১/৪৪৯, হা/২৭০০।*

১৯. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৬৫, হা/৯।*

২০. *আল-ফাওয়ায়িদ, ২/৪০৫, হা/৯৯৬।*

২১. *কিতাবুস সুন্নাহ, পৃঃ ৪৯১, হা/১০৬১।*

২২. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, ২/৪০৮, হা/১০০৩।*

(١٥) هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَيَقُوْلُ إِنِّيْ حَرَّمْتُ النَّارَ عَلَى صُلْبٍ أَنْزَلَكَ، وَبَطْنٍ حَمَلَكَ، وَحُجْرٍ كَفَلَكَ، أَمَّا الصُّلْبُ فَعَبْدُ اللّٰهِ وَأَمَّا الْبَطْنُ فَآمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ، وَأَمَّا الْحُجْرُ فَعَبْدُ يَعْنِيْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ،

(১৫) 'আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আমি সেই পিঠের উপর জাহান্নামকে হারাম করেছি, যা তোমাকে বহন করেছে, আর সেই পেটের উপর, যা তোমাকে ধারণ করেছে এবং সেই কোলের উপর, যা তোমার লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়েছে। পিঠ অর্থ আব্দুল্লাহ, পেট অর্থ আমেনা বিনতু ওয়াহাব, কোল অর্থ আব্দুল মুত্তালিব এবং ফাতেমা বিনতু আসাদ'।হাদীছটি জাল।[২৩]

এ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাতা-পিতা, চাচা জান্নাতে যাবেন। কিন্তু হাদীছটি যেহেতু জাল তাই এর দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না। এরূপ আরো একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়, যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা পুনরায় যিন্দা হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনার কথা উল্লেখ আছে।

(١٦) ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّيْ فَسَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ يُّحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِيْ، وَرَدَّهَا اللّٰهُ تَعَالَى-

(১৬) 'আমি আমার মায়ের কবরে গেলাম এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁকে যিন্দা করার জন্য প্রার্থনা করলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যিন্দা করে দিলেন এবং তিনি আমার উপর ঈমান আনলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিয়ে গেলেন'।

হাদীছটি মুহাদ্দিছ ইবনে শাহীন, খত্বীব বাগদাদী, দারা কুৎনী ও ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে দুর্বল। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, ইবনু দেহ্ইয়া হাদীছটিকে জাল বলেছেন। হাফেয ইবনে কাছীর বলেন, হাদীছটি ভিত্তিহীন। আল্লামা শাওকানী বলেন, মুহাদ্দিছ ইবনে নাছিরের কথা মতে হাদীছটি জাল। জালালুদ্দীন সয়ূত্বী (রহঃ) 'আল-লাআলী' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে হাদীছটির দুর্বলতা সাব্যস্ত করেছেন। মুহাদ্দিছ সুহাইলী হাদীছটি ভিন্ন শব্দে এভাবে বর্ণনা করেন-

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللّٰهَ أَنْ يُّحْيِيَ أَبَوَيْهِ فَأَحْيَاهُمَا لَهُ ثُمَّ آمَنَا ثُمَّ أَمَاتَهُمَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁর পিতা-মাতাকে যিন্দা করে দেন। আল্লাহ পাক যিন্দা করে দিলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনলেন। অতঃপর তাদেরকে পুনরায় মৃত্যু দান করলেন'। মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে হাদীছটি জাল।

পক্ষান্তরে ছহীহ হাদীছ দ্বারা এর বিপরীত অর্থ বুঝা যায়। যেমন- ছহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيْنَ أَبِيْ؟ قَالَ فِي النَّارِ، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ وَأَبَاكَ فِي النَّارِ-

'এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নামে। যখন লোকটি যেতে লাগল তখন ডাকলেন এবং বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে'।[২৪] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ-

'আমি আমার পরওয়ারদিগারের কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম, তখন তিনি আমাকে তার অনুমতি দিলেন'।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাতা-পিতা নাজাতপ্রাপ্ত হবেন কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিছ এ বিষয়ে বিশেষ বই লিখেছেন। যেমন, হাফেয সাখাবী (রহঃ) ও হাফেয সয়ূতী (রহঃ) দু'টি বই রচনা করেছেন। বই দু'টিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, বাস্তবে নিরাপদ চিন্তা ভাবনা হ'ল, এ বিষয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন রকমের মন্তব্য না করা। হাফেয সাখাবী (রহঃ) বলেন,

وَالَّذِيْ أَرَاهُ الْكَفُّ عَنِ التَّعَرُّضِ لِهٰذَا إِثْبَاتًا وَنَفْيًا،

'আমি ভাল মনে করি এ বিষয়ে হাঁ না কিছু বলা থেকে বিরত থাকা'।[২৬]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা স্বীয় কৃত্রিম নবী প্রেম দেখাতে গিয়ে এই জাল হাদীছকে আঁকড়ে ধরে অনেক ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করে থাকে এবং ছহীহ হাদীছের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী আলেম-ওলামাকে ওহাবী, নবীর শত্রু ইত্যাদি অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে

২৩. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ' ২/৪০৬, হা/৯৯৯।*

২৪. *ছহীহ মুসলিম, পৃঃ ১১৩, হা/২০৩, 'কিতাবুল ঈমান'।*

২৫. *ছহীহ মুসলিম, পৃঃ ৩৭৭, হা/৯৭৬, 'কিতাবুল জানায়িয'।*

২৬. *আল-মাক্বাছীদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪৫, হা/৩৭; আল্-ফাওয়ায়িদ ২/৪০৭, হা/১০০০; আল-কাশফুল ইলাহী ১/১৫১, হা/১২৪।*

থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা নাজাত প্রাপ্ত হওয়ার কথাটি সম্পূর্ণ আক্বীদার বিষয়। আর সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমতে আক্বীদার ক্ষেত্রে জাল তো দূরের কথা কোন রকমের যঈফ হাদীছ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং মতান্তরে এরূপ একটি অত্যন্ত দুর্বল তথা জাল হাদীছ দ্বারা এরূপ একটি মহান আক্বীদা কোন মতেই প্রমাণিত হয় না। উপরন্তু বাস্তব ও প্রকৃত নবী প্রেম হ'ল ছহীহ সনদে নবী করীম (ছাঃ) থেকে যা কিছু প্রমাণিত আছে, সেসব খালেছ মনে বিশ্বাস করে জীবনে বাস্তবায়ন করা। নিছক মুখের দাবী দ্বারা কেউ নবী প্রেমিক হয়ে যায় না।

(١٧) أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَّطَقَ بِالضَّادِ-

(১৭) 'যারা 'যোয়াদ' অক্ষর দ্বারা (অর্থাৎ আরবী ভাষায়) কথা বলে, তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে উত্তম ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন'। হাদীছটি ভিত্তিহীন। কিন্তু এর অর্থ সঠিক। অর্থাৎ বাস্তব পক্ষে আরবীর ভাষাজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য নবী করীম (ছাঃ)-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উল্লিখিত শব্দে এই অর্থের বর্ণনা কোন ছহীহ সনদে পাওয়া যায় না। হাফেয ইবনে কাছীর উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, 'এর কোন ভিত্তি নেই'। হাফেয সাখাবী বলেন, 'হাদীছটি ভিত্তিহীন কিন্তু অর্থ সঠিক'। আল্লামা শাওকানী বলেন, 'হাদীছ ভিত্তিহীন, অর্থ ছহীহ'। এছাড়া মুহাদ্দিছ যারাকশী 'আল-আসরারুল মারফূ'আহ' (পৃঃ ১৬১) গ্রন্থে, হাফেয সুয়ূত্বী 'আদ্দুরার' (৩৭) গ্রন্থে, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী 'আল-মাসনূ (৪১) এবং 'আল-আসরারুল মারফূ'আহ' (২৪৬) গ্রন্থে, আল্লামা মুহাম্মাদ হুসাইনী সন্দ্রোসী 'আল-কাশফুল ইলাহী' (১/২২৪, হা/২৩৮) গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিছ আজলোনী 'কাশফুল খাফা' (৬০৯) গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।[২৭]

উল্লেখ্য যে, উক্ত অর্থে আরো কিছু জাল হাদীছ বর্ণনা করা হয়। সাধারণের জ্ঞাতার্থে তা এখানে উল্লিখিত হ'ল, আবুল হাসান ইবনুয্ যাহ্হাক 'আশ্-শামায়িল' গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিছ ইবনুল জাওযী 'আল-ওয়াফা' গ্রন্থে বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم من أَفْصَحَ الْعَرَبِ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلَامِ لَايَدْرُوْنَ مَا هُوَ حَتَّى يُخْبِرُهُمْ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরবের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। যখন কথা বলতেন, তখন লোকদেরকে বলে না দেওয়া পর্যন্ত তারা বুঝত না'। ইমাম ত্বাবারাণী 'আল-কবীর' গ্রন্থে আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِىْ قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ فِى بَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَأَنَّى يَأْتِيْنِى اللَّحْنُ؟

'আমি খালেছ আরাবী, কুরাইশ বংশে আমার জন্ম, বনী সা'দ গোত্রে আমার লালন-পালন। সুতরাং আমার মধ্যে ভাষাগত ত্রুটি হবে কি করে?[২৮]

মুহাদ্দিছ ইবনে সা'দ ইয়াহয়া ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَا أَعْرَبُكُمْ أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ وَلِسَانِىْ لِسَانُ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ-

'আমি আরবী ভাষায় তোমাদের চেয়ে উত্তম, আমি কুরাইশ বংশের এবং আমার ভাষা সা'দ গোত্রের ভাষা'।[২৯]

বস্তুতঃ আরবী ভাষার ফাছাহাত-বালাগাত তথা ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সবচেয়ে বেশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রধান্যের কথা বলতে গিয়ে আমাদেরকে এসব দুর্বল ও জাল হাদীছের আশ্রয় নিতে হয় না। অনেক ছহীহ হাদীছে এই অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ-

'আমি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি'।[৩০]

এ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অন্যান্য সব বিষয়ে সকল উম্মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন সেখানে ভাষাগত জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতেও সবার শীর্ষে রেখেছেন।

(١٨) سَأَلْتُ اللّٰه أَنْ يَجْعَلَ حِسَابَ أُمَّتِى إِلَىَّ، لِئَلاَّ تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَىَّ يَا مُحَمَّدُ! بَلْ أَنَا أُحَاسِبُهُمْ، فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ زِلَّةٌ سَتَرْتُهَا عَنْكَ لِئَلاَّ تَفْتَضِحَ عِنْدَكَ-

(১৮) 'আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আমার উম্মতের হিসাব আমার দায়িত্বে দেওয়ার জন্য, যেন তারা অন্য উম্মতের সামনে লজ্জিত না হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা অহি পাঠালেন, হে মুহাম্মাদ! বরং আমিই তাদের হিসাব নিকাশ করব। যদি তাদের কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, তা তোমার থেকে লুকিয়ে রাখব, যেন তারা তোমার সামনে লজ্জিত না হয়'।

---

২৭. *আল-মাক্বাছীদুল হাসানাহ, পৃঃ ১১২, হা/১৮৫; আল-ফাওয়ায়িদ ২/৪১৩, হা/১০২১; আল-কাশফুল ইলাহী ১/২২৪, হা/২৩৮।*

২৮. *যঈফুল জামে' পৃঃ ১৮৮, হা/১৩০৭।*

২৯. *যঈফুল জামে' পৃঃ ১৮৭, হা/১৩০৩; সিলসিলা যঈফাহ, ৪/১৮৫, হা/১৬৮৯।*

৩০. *ছহীহ বুখারী, ৩/১৫৪, হা/২৭৫৬।*

মুহাদ্দিছ দায়লামী তাঁর 'মুসনাদ' (২/১০১) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছের সনদে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এর কারণে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে জাল বলেছেন। হাফেয সয়ূত্বী 'যায়লুল মাওযূ'আহ' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করে তার সনদের কড়া সমালোচনা করেছেন। মুহাদ্দিছ ইবনে অররাক 'তানযীহুশ শরী'আহ' গ্রন্থে হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[৩১]

(١٩) سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَّيُدْخِلَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِى النَّارَ فَأَعْطَانِيْهَا،

(১৯) 'আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছি, যেন আমার পরিবারের কাউকেও জাহান্নামে প্রবেশ না করান। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা দান করেছেন'।

মুহাদ্দিছ ইবনে বুশরান 'আল-আমালী' (১/৫৬) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এর সনদে হাদীছ জালকারী রাবী আছে। আলবানী হাদীছটি জাল বলেছেন।[৩২]

(٢٠) مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَرَأَ وَ كَتَبَ-

(২০) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে পড়া এবং লেখা শিখেছেন'।

মুহাদ্দিছ আবুল আব্বাস আল-আছাম্ম ও ত্বাবারাণী হাদীছটি স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ত্বাবারাণী নিজেই হাদীছটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মুনকার, যঈফ এবং কুরআন বিরোধী ইত্যাদি বলেছেন। হাফেয সয়ূত্বী 'যায়লুল মওযূ'আত' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং মুনকার-যঈফ হওয়া সাব্যস্ত করেছেন। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে মওযূ' তথা জাল বলেছেন।

(٢١) إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِىْ الدُّنْيَا، فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّى هَذِهِ، جَلِيَانًا مِنْ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَلاَهُ لِنَبِيِّهِ كَمَا جَلاَهُ لِلنَّبِيِّيْنَ قَبْلَهُ-

(২১) 'আল্লাহ পাক আমার জন্য সম্পূর্ণ পৃথিবীকে উঠিয়ে সামনে নিয়ে আসলেন। আমি পৃথিবী ও তাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কি কি ঘটবে তা সব এমনভাবে দেখলাম, যেন আমি আমার হাতের তালু দেখে থাকি। এটি আল্লাহ্র আদেশে আমার সামনে স্পষ্ট হয়েছিল, যেমন আমার পূর্বের নবীদের জন্যও হয়েছিল'। হাদীছটি যঈফ।[৩৩]

[চলবে]

৩১. *যঈফুল জামে' পৃঃ ৪৭২, হা/৩২১৬; সিলসিলা যঈফাহ, ১/৫০০ হা/৩৩০।*
৩২. *যঈফুল জামে' পৃঃ ৪৭৩, হা/৩২২৩, সিলসিলা যঈফাহ ১/৪৯৪, হা/৩২২।*
৩৩. *সিলসিলা, ২/৩৭৪, হা/৯৫৭)।*

প্রসঙ্গঃ ছালাতে বুকের উপরে ও নাভির নিচে হাত বাঁধা

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

১৯৯৮ সালের গোড়ার কথা। জনৈক বন্ধু একদিন 'রাসূলুল্লাহ্র নামায' নামে একটি বইয়ের কথা বললেন। আমি নাম শুনে বইটা পেতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। স্থানীয় 'জামায়াত' কার্যালয়ে তখন বই বিক্রয় চলছিল। সেখানেই বইটা পাওয়া গেল। আমরা বেশ ক'জন বইটা কিনলাম। লেখক, নাছিরুদ্দীন আলবানী। জগদ্বিখ্যাত আলেম, হাদীছ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। বইটি আগাগোড়া পড়লাম। দেখলাম ছালাতে আমাদের অনেক আমল উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত নিয়ম হ'তে পৃথক। আমাদের সেই আমলগুলি ছহীহ হাদীছ বিরুদ্ধ। এদিকে মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় প্রত্যেকেই হাদীছ ছহীহ হ'লে সেটাকে তাঁর মাযহাব ও উহার বিপরীতে তাঁর দেয় সিদ্ধান্ত বাতিলযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে গেছেন। সে কথা ঐ বইতে ভালভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই নিজের আমল যথাসাধ্য হাদীছ মুতাবেক শুধরাতে সচেষ্ট হ'লাম। বাধা এল প্রতিষ্ঠিত মাযহাবপন্থীদের তরফ থেকে। তারা এটাকে হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণ বলে রায় দিলেন। ইমামগণ হাদীছ ছহীহ হ'লে সেটাকেই তাঁদের মাযহাব বললেও তাঁদের অনুসারীরা ছহীহ হাদীছ ফেলে রেখে ইমামের ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী কথার সমর্থনে যঈফ হাদীছকে ঢাল হিসাবে ব্যবহারে পিছপা হয় না। ফলে কুরআন ও অবিসংবাদিত ছহীহ হাদীছের আঙ্গিনায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা স্ব স্ব দলীয় মতে অটল থেকে শতধা বিভক্ত হয়ে গেছে।

আমরা কিছু ভাই হাদীছের অনুসরণে ছালাতে বুকে হাত বাঁধা, রুকূতে যাওয়ার মুহূর্তে ও রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় হাত উত্তোলন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত বিশিষ্ট ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' সরবে পড়তে শুরু করি। স্থানীয় এক বাড়িতে আমাদের এ ধরনের ক'জন ভাইয়ের সাপ্তাহিক শিক্ষা বৈঠক হ'ত। সে বৈঠকে একজন অধ্যাপকও প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশী, যিনি হাদীছ শাস্ত্রে এ দেশে প্রথম এম,এ, করেছেন। তিনি শিক্ষকতাও করেন হাদীছ বিভাগে। ফলে হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান-গরিমা অনস্বীকার্য। একদিন ঐ মাহফিলে তিনি হাদীছের কিতাব হ'তে প্রমাণ করেন যে, ছালাতে মুছল্লী নাভির নিচে হাত বাঁধবে, নাভির উপরে বা বুকে নয়। এতদসঙ্গে তিনি এও দাবী করেন যে, তিনি নাভির উপর বা বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত কোন হাদীছ পাননি। আমি সেদিন বৈঠকে হাযির ছিলাম না। পরে সব কথা জেনে পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ত একটি লেখা উপস্থাপন করি। তিনি হাদীছ গুলি

* *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।*

শুনলেন এবং বুকে হাত বাঁধার যে হাদীছ আছে তা মেনে নিলেন, কিন্তু গোল বাধালেন হাতের সংজ্ঞা নিয়ে। আমরা বললাম, কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত অঙ্গের নাম হাত। কিন্তু তিনি বললেন, 'তা কিছুতেই নয়'। কেননা তিনি দীর্ঘদিন সঊদী আবর থেকেছেন। সেখানে তিনি চোরের হাত কাটা দেখেছেন। কুরআনে চুরির শাস্তি স্বরূপ চোরের হাত কেটে দেওয়ার কথা রয়েছে। তদানুযায়ী তারা চোরের কব্জি থেকে হাত কেটে দেয়। সুতরাং কব্জি থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত অঙ্গের নাম হাত। আর এই হাতের উপরই হাত রাখার কথা আছে। এভাবে হাতের উপর হাত রাখলে নাভির নিচে হাত বাঁধায় কোন সমস্যা নেই।

হাদীছে হাতের বর্ণনা কিরূপ এসেছে এবং অভিধানে কি বলা হয়েছে, তা ভালমত জেনে আগামী বৈঠকে বিষয়টি আবার আলোচনা হবে বলে আমরা চলে আসি। পরবর্তী বৈঠকে অধ্যাপক ছাহেব গোড়াতেই তার ভুল স্বীকার করে স্কন্ধদেশ থেকে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্যন্ত গোটা অঙ্গই যে হাত বলে অভিধানে উল্লিখিত হয়ছে তা তিনি বললেন। আমরাও তাই বলি। তবে অংশ বিশেষের উপরও যে হাত শব্দ প্রয়োগ হ'তে পারে তা আমরা অস্বীকার করি না।

হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে, না নাভির নিচে বাঁধতে হবে, এ সম্পর্কে আমার কলম চালনার এই ছিল পটভূমি। আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পর্কে সচেতন। তবুও সংখ্যা গরিষ্ঠদের মাঝে আমাদের এ আমল কখনও বিষ সদৃশ এবং কখনও উদ্ভট মনে করে অনেক ভাই প্রশ্ন করে বসেন। অনেকে পেছন থেকে বাঁকা মন্তব্য, এমনকি এদের পেছনে ছালাত আদায় পর্যন্ত অবৈধ বলে উক্তি করে থাকেন। তাই আমাদের স্বল্প জ্ঞানে বিষয়টির অবতারণা করতে হয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে সংখ্যাধিক্য সত্যের মাপকাঠি নয়। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে যে বিষয়টি প্রমাণিত হবে সেটাই সঠিক, তার সপক্ষে আমলকারীর সংখ্যা কম না বেশি তা ধর্তব্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ- فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূল ও তোমাদের কার্যনির্বাহীর। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতানৈক্য হয়, তাহ'লে মীমাংসার জন্য তা আল্লাহ ও রাসূলের পানে প্রত্যার্পণ কর' *(নিসা ৫৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মানার কথা বলা হয়েছে। এজন্যই নির্বাহী ক্ষমতাধিকারীর আনুগত্যের কথা বলতে গিয়ে 'আনুগত্য কর' ক্রিয়া পদের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। সেই সঙ্গে আয়াতে বিশেষ একটি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম সমাজে যেকোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তার মীমাংসা আল্লাহ ও রাসূল তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

আমরা ছালাতে হাত নাভির নিচে বাঁধব, না উপরাংশে অর্থাৎ বুকের উপরে বাঁধব, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাই বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের পানে ফিরাতে হবে।

বুকের উপরে হাত বাঁধার বর্ণনাঃ

ছহীহ বুখারীতে এসেছেঃ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِى الصَّلٰوةِ-

'সাহ্ল বিন সা'দ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, লোকেরা তাদের ডান হাত বাম যিরা' বা কনুইয়ের উপর রাখতে আদিষ্ট হ'তেন'।[১]

উল্লেখ্য, ছহীহ বুখারীতে নাভির নিচে হাত বাঁধার কোন হাদীছ নেই।

ছহীহ মুসলিমে এসেছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ إِلَى أَنْ قَالَ... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى-

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি দেখেছেন, নবী করীম (ছাঃ) ছালাত শুরুর মহূর্তে তাঁর দু'হাত তোলেন..' অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখেন।[২]

ছহীহ ইবনু খুযায়মা গ্রন্থে এসেছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ-

'ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তিনি তাঁর বুকের উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলেন'।[৩]

---

১. *ছহীহ বুখারী ১/১০২ পৃঃ।*
২. *মুসলিম, ১/১৭৩ পৃঃ।*
৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩০; ছহীহ মুসলিম নববীসহ ১/১৭৩ পৃঃ।*

মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে এসেছে-

عَنْ هُلْبٍ الطَّائِى قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ فَوْقَ الْمَفْصِلِ-

'হুলব তাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপরে দু'পাশের হাড্ডির সংযোগস্থলে রাখতে দেখেছি'।

সুনানু নাসাঈতে উক্ত হয়েছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ- فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ-

'ওয়ায়েল বিন হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে ছালাত আদায় করতেন, তা আমি অবশ্যই দেখব। তাই আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে কান পর্যন্ত দু'হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালু,কব্জি ও কনুই অবধি হাতের নলা পেঁচিয়ে রাখলেন'।[৪]

নাভির নিচে হাত বাঁধার বর্ণনাঃ

ইবনু আবি শায়বার 'মুছান্নাফ' গ্রন্থের বরাতে-

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

'আলক্বামা বিন ওয়ায়েল বিন হুজর তদীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে নাভির নিচে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি।[৫]

সুনান আবিদাঊদ-এ বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَلِّى بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

আলী বিন আবু ত্বালিব হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ছালাতে নাভির নিচে হস্ততালুর উপর হস্ততালু রাখা সুন্নাত'।

৪. নাসাঈ, ১/১৪১ পৃঃ।
৫. তানযীমুল আশতাত, প্রাগুক্ত ২/৬৪ পৃঃ।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه ثَلٰثٌ مِّنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَ وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি কাজ নবুঅতী চরিত্রের অন্তর্গত। ইফতার দ্রুত সম্পন্ন করা, সাহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ছালাতে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা'।

আমরা দেখতে পাচ্ছি আক্ষরিকভাবে বুকের উপরে ও নাভির নিচে উভয় ক্ষেত্রে হাত বাঁধার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এখন কোনটি সঠিক হবে সে সম্পর্কে হাদীছের শব্দমালা ও সনদ উভয়ই আমাদের দেখতে হবে।

প্রথমেই সাহল বিন সা'আদের হাদীছ। এ হাদীছের সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু হাদীছটিতে হাত কোথায় বাঁধতে হবে তাও সরাসরি বলা হয়নি। তবে উহাতে উল্লিখিত ذراع ও يد শব্দদ্বয় প্রমাণ করে যে, নাভির উপরে হাত বাঁধতে হবে। يَدٌ এর বাংলা অর্থ-হাত। আরবীতে يد এর পরিচয়ে আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব অভিধানে বলা হয়েছে,

اَلْيَدُ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ وَهِىَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ-

'হাত দেহের একটি অঙ্গ। উহা কাঁধ হ'তে আঙ্গুলের মাথা অবধি দেহাংশ'।[৬]

A.T. Dev এর Students favourit Dictonary ৬০৪ পৃষ্ঠায় hand এর অর্থে বলা হয়েছে The end of the arm below the wrist. অর্থাৎ 'বাহুর শেষ থেকে কব্জির নিচ পর্যন্ত'।

অনুরূপভাবে বাংলা অভিধানগুলিতেও হাতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

ই.ফা.বা. প্রকাশিত আধুনিক বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, 'কাঁধ হইতে আঙ্গুল পর্যন্ত অংগ, ভুজ, বাহু, কনুই হইতে আংগুলের ডগা পর্যন্ত মাপ'।[৭]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে হাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মনিবন্ধ কনুই অথবা বগল হইতে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশ'। ব্যবহারিক শব্দকোষ গ্রন্থেও কব্জি থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশকে হাত বলা হয়েছে।

৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃঃ ১০৬৩।
৭. আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃ. ৮৩৪।

হাদীছে বর্ণিত অপর শব্দ ذراع -এর অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

اَلذِّرَاعُ اَلْيَدُ مِنْ كُلِّ حَيْوَانٍ لَكِنَّهَا مِنَ الْإِنْسَانِ مِنْ طَرْفِ الْمِرْفَقِ إِلَى طَرْفِ الْإِصْبَاعِ الْوُسْطَى-

'যিরা' হ'ল প্রত্যেক প্রাণীর হাত। কিন্তু মানুষের বেলায় উহা কনুইয়ের প্রান্ত হ'তে মধ্যমা আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত'।[৮]

হেদায়া প্রভৃতি ফিক্বহ গ্রন্থে ১৮ ইঞ্চি বা ২৪ আঙ্গুল পরিমিত কনুই হ'তে মধ্যমার মাথা পর্যন্ত 'যিরা' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৯]

ذراع (যিরা') বলতে যখন কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত বোঝায় এবং হাত (يد) বলতেও তা বোঝায়, তখন কনুই পর্যন্ত বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে হাত বাঁধলে কোনক্রমেই নাভির নিচে যাবে না।

অত্র হাদীছে ذراع ও يد অর্থ কব্জি থেকে হাতের নিম্নাংশ করা গেলে নাভির নিচে হাত-বাঁধা যেত। কিন্তু তা কি সম্ভব? এ অর্থ সম্ভব নয়। কেননা ذراع (যিরা') কখনই কেবল কব্জি থেকে হাতের তালুর দিকটাকে বুঝায় না; বরং কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত অংশকে তা জোরালোভাবে বুঝায়। হাদীছ থেকেই এটা প্রমাণ করা সম্ভব।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ-

'তোমরা সিজদায় প্রশান্তি অবলম্বন কর এবং তোমাদের কেউ যেন তার যিরা'দ্বয় কুকুরের যিরা'র ন্যায় মাটিতে বিছিয়ে না দেয়'।[১০]

كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهى أَنْ يَّفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছালাতে) কারো দুই যিরা' হিংস্র প্রাণীর ন্যায় বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন'।[১১]

এই হাদীছ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'যিরা' বা দুই হাতের নলা সিজদার সময় মাটিতে কুকুর ও হিংস্র পশুর ন্যায় বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন'। তিনি অন্য হাদীছে বলেছেন,

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ-

'যখন তুমি সিজদা করবে তখন তোমার দুই তালু মাটিতে রাখ এবং তোমার দুই কনুই মাটি হ'তে উঁচু রাখ'।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- ذراع যিরা' অর্থ যদি كَفٌّ তথা তালুসহ কব্জি হয় আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ যিরা'কে মাটিতে রাখতে নিষেধ করেন, তাহ'লে শেষোক্ত হাদীছের সাথে তা সাংঘর্ষিক হয় কি-না? আবার كَفٌّ ও ذِرَاعٌ (যিরা' ও হাতের তালু) সমার্থক হ'লে নিষেধের হাদীছের ভিত্তিতে হাতের তালু যদি মাটিতে না রাখা যায়, তাহ'লে সিজদায় কি হাত মাটিতে মোটেও রাখতে হবে না? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাত অঙ্গে সিজদার কথা বলেছেন, যার মধ্যে হাত অন্যতম।

সুতরাং হাত মাটিতে রাখতেই হবে এবং হাদীছে তাকেই كف বা তালু নামে বলে দেওয়া হয়েছে। আর ذِرَاعٌ বা হাতের নলাকে মাটিতে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যা কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত অংশ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

অতএব যিরা'-এর উপর হাত রাখা বলতে কনুই পর্যন্ত বাম হাতের উপর কনুই পর্যন্ত ডান হাত রাখা বুঝায়; তালুর উপর তালু রাখা নয়। সুতরাং এ হাদীছ নাভির নিচে হাত বাঁধা কখনই প্রমাণ করে না।

হাত বাঁধা সম্পর্কে বেশির ভাগ হাদীছ গ্রন্থকার ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি তিনভাবে বর্ণিত হ'তে দেখা যাচ্ছে। মুসলিম আহমাদ, নাসাঈ, আবুদাউদ ও ইবনু মাজার বেশ কয়েকটি সনদে উক্ত হাদীছে কেবল হাতের উপর হাত রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে; নাভির উপরে, না নিচে তা কিছু বলা হয়নি।

ছহীহ ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় বুকের উপরে ও মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বায় নাভির নিচের কথা উল্লেখ আছে।

মুফতী আব্দুর রঊফ বলেছেন, মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বাতে 'বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা' অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে ৪২৬ পৃষ্ঠা হ'তে এবং শেষ হয়েছে ৪২৮ পৃষ্ঠায়। কিন্তু এখানে মুসলিমের অনুরূপ বর্ণনাই কেবল আছে। নাভির নিচে হাত বাঁধার কোন কথা নেই।[১২]

হাদীছের শব্দাবলী লক্ষ্য করলে ওয়ায়েল (রাঃ)-এর বর্ণনাগুলিও বুকে হাত বাঁধা সমর্থন করে। এ সম্পর্কে নাসাঈর বর্ণনাটি খুবই পরিষ্কার। এখানে বলা হয়েছে,

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ-

---

৮. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব।*
৯. *হিদায়া, 'বেচাকেনা' অধ্যায় দ্রঃ।*
১০. *মুসলিম ১/১৯৩ পৃঃ, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত।*
১১. *মুসলিম ১/১৯৫ পৃঃ, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত।*
১২. *দ্বীনে ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ, পৃঃ ১৩।*

এখানে يَدٌ ও سَاعِدٌ، رُسْغٌ، كَفٌّ শব্দগুলি এসেছে। يد (ইয়াদ-হাত)-এর অর্থ আগেই বলা হয়েছে। كَفٌّ (কাফ-তালু) অর্থ আঙ্গুলসহ হাতের তালু (اَلْكَفُّ اَلرَّاحَةُ مَعَ الْأَصَابِعِ)[১৩]

اَلرُّسْغُ শব্দের অর্থ কব্জি। হাতের তালু ও নলার সংযোগ ক্ষেত্র। আরবীতে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতের নলাকে زندان বলা হয়। এটি زَنْدٌ -এর দ্বিবচন। زَنْدَانِ অর্থ ذِرَاعٌ (যিরা') ও سَاعِدٌ (সা'এদ)। হাতের নলার কনুইয়ের দিকের অর্ধাংশকে বলে سَاعِدٌ এবং কব্জির দিকের অংশকে বলে ذراع (যিরা')। আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব অভিধানে বলা হয়েছে,

اَلزَّنْدَانِ السَّاعِدُ وَ الذِّرَاعُ وَالْأَعْلَى مِنْهُمَا هُوَ السَّاعِدُ وَالْأَسْفَلُ مِنْهُمَا هُوَ الذِّرَاعُ وَالرُّسْغُ مُجْتَمَعُ الزَّنْدَيْنِ مِنْ أَسْفَلَ وَالْمِرْفَقُ مُجْتَمَعُهُمَا مِنْ أَعْلَى-

'যানদান' অর্থ হাতের ساعد ও ذراع । উপর অংশ سَاعِدٌ এবং নিচের অংশ ذِرَاعٌ । কব্জি বলা হয় যানদানের নিম্নাংশের সংযোগ স্থলকে এবং কনুই বলা হয় যানদানের উপরিভাগের সংযোগ স্থলকে'।[১৪]

একই অভিধানে الساعد -এর পরিচয়ে বলা হয়েছে,

اَلسَّاعِدُ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ وَالْكَفُّ مِنْ أَعْلَى-

'কনুই ও তালুর মধ্যবর্তী অঙ্গ উপরিভাগ হ'তে اَلسَّاعِدُ (সায়িদ) নামে পরিচিত'।[১৫]

শব্দগুলির অর্থ অনুধাবনের পর নাসাঈর বর্ণনায় লক্ষ্য করুন, ডান হাতকে বাম হাতের তালু (كَفٌّ), কব্জি (رسغ) ও কনুইয়ের দিকে হাতের নলার উপরিভাগ (الساعد) পর্যন্ত স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। এভাবে হাত বাঁধলে এবং কোমর সোজা রাখলে হাত নাভির উপরে ছাড়া নিচে বাঁধা যায় না। এখানে কব্জির জন্য رسغ (রুসগ) ছাড়াও যে ساعد (সা'এদ) শব্দ আছে আমরা কেবল কব্জি ধরলে কি (ساعد) সা'এদের উপর হাত রাখা হবে? আর সা'এদের উপর হাত রাখতে গেলে ডান হাত ও বাম হাত উভয়ই কনুই পর্যন্ত প্রসারিত করে বাঁধতে হবে, যা নাভির উপরে হাত বাঁধাকেই সাব্যস্ত করে।

আর আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি খুবই দুর্বল। ইমাম নববী বলেন,

وَأَمَّا حَدِيْثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلوةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ اَلسُّرَّةِ ضَعِيْفٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيْفِهِ- رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِى وَالْبَيْهَقِى مِنْ رِوَايَةِ أَبِىْ شَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِىْ وَهُوَ ضَعِيْفٌ بِالْاِتِّفَاقِ-

'হাতের তালুর উপর তালু নাভির নিচে রাখা সংক্রান্ত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি দুর্বল। এর দুর্বলতা সম্পর্কে সবাই একমত। এটি দারা কুৎনী ও বায়হাক্বী উহাকে আবু শায়বা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক ওয়াসিত্বীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর সে সবার মতেই দুর্বল'।[১৬]

হাদীছটির ভাষ্য লক্ষ করলে দেখা যায়, ছহীহ রেওয়াত গুলিতে যেখানে হাতের উপর হাত রাখার কথা এসেছে, সেখানে এই দুর্বল হাদীছটিতে তালুর উপর তালু রাখার কথা এসেছে। হাদীছের উছূল অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীতে দুর্বল বর্ণনা পাওয়া গেলে দুর্বল বর্ণনাটি مَرْدُوْدٌ বা প্রত্যাখ্যাত হবে। সে হিসাবে এই হাদীছ আমলযোগ্য নয়। যারা নাভির নিচে হাত বাঁধেন, তারাও কিন্তু বাম কব্জির উপর ডান হাতের তালু রাখেন; তালুর উপর তালু রাখেন না।

নাভির নিচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনাটি উল্লিখিত হ'লেও সেখানে এর সনদ বর্ণনা করা হয়নি। আল্লামা আইনী বলেছেন, হাদীছটি ইবনু হাযম বর্ণনা করেছেন ঠিক, তবে এর সূত্রটি অজ্ঞাত। 'দেরায়া'র লেখক বলেন, একাধিক মুহাদ্দিছ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে নাভির নিচে হাত বাঁধার কথা নেই। ইবনু নু'আইম 'বাহরুর রায়েক' এ উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেছেন, আমি এ হাদীছের সনদ বা সূত্র জানতে পারিনি।

সুতরাং একটি অজ্ঞাত সূত্রের বর্ণনা কখনই প্রমাণ হ'তে পারে না। এভাবে হাদীছের বর্ণনাগুলি নাভির নিচে নয় বরং উহার উপরিভাগে বুক সন্নিহিত স্থানে বাম হাতের কনুই বরাবর ডান হাতের আঙ্গুল রেখে দু'হাত বাঁধার কথা সমর্থন করে।

আল-কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী মন্তব্য করেছেন, বুকের উপরে কিংবা নাভির নিচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত কোন বিশুদ্ধ

---

১৩. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব পৃঃ ৭৯২।*
১৪. *ঐ, পৃঃ ৪০৩।*
১৫. *ঐ, ৩০ পৃঃ।*
১৬. *মুসলিম, নববীর ব্যাখ্যাসহ ১/১৭৩ পৃঃ।*

হাদীছ নেই। হানাফীরা নাভির নিচে ও শাফেঈরা বুকের নিচে হাত বাঁধে, এটা তাদের চিরাচরিত নিয়ম। এতদসঙ্গে ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য উল্লেখের পর ফিক্বহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেছেন,

وَلَكِنْ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَاتٌ تُفِيْدُ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ-

'কিন্তু অনেক হাদীছ এসেছে, যা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর দু'হাত তাঁর বুকের উপরে রাখতেন'।[১৭] এরপর তিনি হুলব আত-তায়ী ও ওয়ায়েল বিন হুজর বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনুল হুমামের উপরোক্ত উক্তি আসলে যথার্থ নয়। সরাসরি হাদীছে যেমন বুকের উপরে হাত বাঁধার কথা আছে, তেমনি হাতের উপর হাত রাখার ব্যাখ্যাও তা প্রমাণ করে। আর তিনি যে বলেছেন 'হানাফীরা চিরাচরিত ভাবে নাভির নিচে হাত বাঁধে' তাও আংশিক সত্য। কেননা হানাফী মহিলারা বুকের উপর হাত বাঁধেন। এ হিসাবে অর্ধেক হানাফী নাভির নিচে হাত বাঁধেন না।

হাত বাঁধা নিয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেছেন, বুকের নিচে নাভির উপরে হাত বাঁধার কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা, ছাওরী, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ ও আবু ইসহাক মারূযী বলেছেন, নাভির নিচে হাত বাঁধতে হবে।[১৮]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, ছাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী কালের আলিমগণ ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধার পক্ষে কেউ কেউ ছিলেন। তবে তাদের মধ্যকার কিছু নাভির উপরে ও কিছু নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের মতে সবগুলিই ঠিক আছে। ইবনুল হুমাম বলেছেন, হানাফীদের মধ্যে নাভির নিচে ও শাফেঈদের মধ্যে নাভির উপরে হাত বাঁধার নিয়ম প্রচলিত। আহমাদের উপরোক্ত দুই মতের ন্যায় দু'টি মত রয়েছে।[১৯]

ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন, ইমাম মালেক (রহঃ) মুওয়াত্তায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমৃত্যু ঐভাবে হাত বেঁধে গেছেন।[২০]

তবে ইবনুল কাসেম ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। এটাই মালেকীদের আমল।[২১]

আইনী ও তা'লীকুছ ছুবীহ গ্রন্থে এসেছে, ইমাম শাফেঈর মতে ও আহমাদের এক বর্ণনায় বুকের সঙ্গে সমতা করে নাভির উপরে হাত বাঁধবে। হেদায়া গ্রন্থে শাফেঈ থেকে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বর্ণিত আছে।[২২] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ও আহমাদের এক বর্ণনায় নাভির নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা সুন্নাত।[২৩]

শ্রদ্ধেয় ইমামগণের মতামত উল্লেখ করার পর আমরা বলতে চাই যে, বুকের উপরে হাত বাঁধার কথা, নাভির নিচে হাত বাঁধার কথা থেকে বেশী শক্তিশালী। এটা যেমন হাদীছ অনুসারে জোরালো তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের আমল হিসাবেও জোরালো। হানাফীগণও নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন। বেহেশতী জেওর সহ ফিক্বহের কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, মহিলারা বুকের উপর হাত বাঁধবে।[২৪]

পৃথিবীতে নর-নারীর সংখ্যা অর্ধেক অর্ধেক হ'লে হানাফীদের কমবেশী অর্ধেক মানুষ যে বুকে হাত বাঁধার পক্ষে তা প্রমাণিত। এখন তারা যদি বলেন যে, বুকের উপর হাত বাঁধার কোন হাদীছ নেই তাহ'লে প্রশ্ন দাঁড়ায়, হানাফী মহিলারা তবে কিসের ভিত্তিতে বুকের উপর হাত বাঁধেন। তাদের কথা অনুযায়ী নাভির নিচে হাত বাঁধার দলীল থাকার পর এবং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) স্বয়ং এ মত প্রকাশের পর তাদের মহিলারা হাদীছ বিরোধী একটি মাসআলার উপর আমল করবেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং যারা বুকের উপর বা কাছাকাছি হাত বাঁধেন, তারা যেমন হাদীছ থেকে তাদের কথা প্রমাণ করতে বাধ্য, হানাফীরাও তেমনি তাদের মহিলাদের ক্ষেত্রে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা হাদীছ থেকে প্রমাণে সমানভাবে বাধ্য।

আর যদি তারা বলেন, বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীছ দুর্বল এবং নাভির নিচে বাঁধার হাদীছ সবল, তাহ'লেও প্রশ্ন দেখা দেয়, পুরুষরা সবল হাদীছ নিয়ে নারীদের ভাগে দুর্বল হাদীছ দিলেন কেন? কিংবা বিপরীতভাবে যদি নাভির উপর হাত বাঁধার হাদীছ সবল ও নিচে বাঁধার হাদীছ দুর্বল হয়, তাহ'লে তারা কেন নারীদের সবল হাদীছের উপর আমল করতে দিয়ে নিজেরা দুর্বল হাদীছের উপর আমল করছেন? মহিলাদের বুকে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে ক্বিয়াসের দোহাই দেওয়া হ'লে, তাদের কথামত নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীছ থাকার পর ইবাদতের ক্ষেত্রে কি ক্বিয়াসের কোন সুযোগ আদৌ আছে?

পরিশেষে এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদীছ দলীলের দিক দিয়ে সবল। সুতরাং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমান মাত্রেই বুকে হাত বাঁধবে।।

---

১৭. *তিরমিযী, ১/১৩০ পৃঃ।*
১৮. *ছহীহ মুসলিম (মুখতার এণ্ড কোং, দেওবন্দ, ইণ্ডিয়া) ১/১৭৩।*
১৯. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩০ পৃঃ।*
২০. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩০ পৃঃ।*
২১. *তানযীম ২/৬২ পৃঃ।*
২২. *তানযীম ১/৬৪ পৃঃ।*
২৩. *প্রাগুক্ত।*
২৪. *মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বেহেশতী জেওর (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ১/১৩৮ পৃঃ।*

আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা

*মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ সাকার না নিরাকার?

আল্লাহ সম্পর্কে আকেরটি ভ্রান্ত ধারণা হ'ল, তাঁর কোন আকার-আকৃতি নেই। তিনি নিরাকার। এ বিশ্বাসটা মূলতঃ পৌত্তলিক সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে আবর্তিত হয়েছে। এদেশে ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পার হ'লেও ইসলামের মূল শিক্ষা ও মৌলিক বিশ্বাসের দুর্বলতা থেকে এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই অবলিলাক্রমে আজও আমাদের দেশের ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে (যা মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানো হয়) আল্লাহ্র পরিচয় দিয়ে বলা হচ্ছে 'আল্লাহ নিরাকার...'। অথচ এটা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে আল্লাহ্র পরিচয় তুলে ধরা হ'ল। যেমন-

১. আল্লাহ্র হাতঃ

আল্লাহ বলেন,

قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ،

'আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? *(ছোয়াদ ৭৫)*।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ-

'ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত' *(মায়েদাহ ৬৪)*। এছাড়া আলে ইমরান ২৬ ও ৭৩, ফাত্হ ১০, হাদীদ ২৯, মুমিনূন ৮৮, ইয়াসীন ৮৩, মুলক ১, যুমার ৬৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২. আল্লাহ্র চেহারাঃ

আল্লাহ বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ছাড়া' *(আর-রাহমান ২৬-২৭)*। এছাড়া বাক্বারাহ ১১৫ ও ২৭২, রূম ৩৮ ও ৩৯, দাহ্র ৯, লায়ল ২০ ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে মু'তাযিলা সম্প্রদায় 'আল্লাহ্র হাত' অর্থ করেছে 'কুদরত ও নে'মত, 'আল্লাহ্র চেহারা' অর্থ কেউ করেছে 'আল্লাহ্র সত্তা' কেউ করেছে 'ক্বিবলা' কেউ করেছে 'ছওয়াব ও বদলা' কেউ বলেছে এটি 'অতিরিক্ত'। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) আল্লাহ্র হাত ও চেহারার এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[১০]

৩. আল্লাহ্র পায়ের নলা বা গোছাঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَّاحِدًا-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, (ক্বিয়ামতের দিন) যখন আমাদের পরওয়ারদিগার পায়ের গোছা উন্মোচিত করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সকলেই তাঁকে সিজদা করবে। আর বিরত থাকবে ঐ সকল লোক, যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একটি কাষ্ঠফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে।[১১] অত্র হাদীছটি নিম্নের আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-

'গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না' *(ক্বলাম ৪২)*।

৪. আল্লাহ্র পাঃ

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صلى اللّٰهُ عليه وسلم قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِيْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'জাহান্নামে অনবরত (জিন-ইনসানকে) নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ বলতে থাকবে যতক্ষণ না মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তার মধ্যে নিজের পা রাখবেন। (অন্য হাদীছে আছে حَتَّى يَضَعَ اللّٰهُ رِجْلَهُ) তখন

* এম,এ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪২, 'হাশরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে চেপে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[১২]

৫. আল্লাহ্র কথা বলাঃ

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا، 'আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি' *(নিসা ১৬৪)*।

وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ- 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করবেন' *(বাক্বারাহ ১৭৪)*। এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩ ও ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ আয়াত দ্রষ্টব্য।

৬. আল্লাহ্র শ্রবণঃ

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ 'আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন'। উক্ত মর্মে পবিত্র কুরআনের সর্বত্রই আয়াত রয়েছে।

৭. আল্লাহ্র নিম্ন আকাশে অবতরণঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ নিম্নাকাশে অবতরণ করেন এবং দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কে আছ আমাকে আহ্বানকারী আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আছ আমার নিকটে প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব, কে আছ আমার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব'।[১৩]

আল্লাহ্র নিম্নাকাশে অবতরণ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখাৎ উপরে বর্ণিত হাদীছ সহ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) মোট ৩০ জন ছাহাবীর নাম ও তাঁদের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন।[১৪]

খ্যাতনামা বিদ্বান আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১)-কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ্র অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, 'রে যঈফ! তিনি প্রতি রাতেই অবতরণ করে থাকেন। তখন লোকটি বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! অবতরণের ফলে কি আরশ খালি হয়ে যায় না? জওয়াবে ইবনুল মুবারক (রহঃ) বললেন, তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন (يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ)।[১৫]

আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভঃ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ-

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই তোমরা নিশ্চিত তোমাদের পরওয়ারদিগারকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অন্য বর্ণনায় আছে, জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, তিনি পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁর দীদারে তোমরা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না'।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাতগামীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ করে বলবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করনি? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাওনি এবং তুমি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি? (তোমার এত বড় বড় নে'মতের পর আর কি অবশিষ্ট আছে, যা আমরা চাইব?) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাঁর ও জান্নাতীদের মধ্য হ'তে) হেজাব বা পর্দা তুলে ফেলবেন, তখন তারা আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোন বস্তুই এ যাবত তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ- অর্থাৎ 'যারা উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান নেক-ই' (অর্থাৎ জান্নাত)। তার উপর অতিরিক্ত হ'ল- তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং তার উপর অতিরিক্ত অবদান (অর্থাৎ দীদারে এলাহী)।[১৭]

---

১২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯৫, 'জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ।*
১৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামুল লায়ল' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ১১৭।*
১৫. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭; গৃহীতঃ ইমাম আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯হিঃ) আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ২৯।*
১৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫, 'আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ' অনুচ্ছেদ।*
১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৬, 'আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ'*

উপসংহারঃ

আলোচনার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। যার নামটি এমন অতুলনীয় যে এর বিকল্প কোন শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি খোদাও না। তবে তাঁর অনেকগুলি গুণবাচক নাম আছে। তিনি রব, ইলাহ এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে একক। এবং এই নির্ভেজাল একত্ববাদকেই বলা হয় 'তাওহীদ', যাকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। যথা ১- তাওহীদে রবূবিয়াত (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّة)। অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্য দাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করা। ২- তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاء وَالصِّفَات)। অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্বের উপরে যেমনভাবে বর্ণিত আছে তেমনভাবেই বিশ্বাস করা, কোন রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই। ইসলামে উদ্ভূলী ফের্কাবন্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল কারণ হ'ল 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' সম্পর্কে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি। আর এ থেকেই উৎপত্তি জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া, মুজাসসিমাহ, মুশাব্বিহা, সর্বেশ্বরবাদী ইত্যাদি দলগুলির। ৩- তাওহীদে ইবাদাত বা উলূহিয়াত (تَوْحِيْدُ الْعِبَادَة أَوِالْأُلُوْهِيَّة) অর্থাৎ সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা।[১৮]

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন এবং তিনি আরশে আযীমে সমাসীন। তাঁর ইলম ও জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। তিনি নিরাকার নন বরং তুলনাহীন সাকার। ক্বিয়ামতের দিন এবং জান্নাতে জান্নাতীগণ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবেন। বস্তুতঃ এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় নে'মত। তাকে বা তার কোন কিছুকে অন্যের সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ 'কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়' *(শূরা ১১)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ– 'তোমরা আল্লাহ্র শানে কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো না' *(নাহল ৭৪)*। অতঃপর তার শানে যেটা যেরূপ হ'লে তার মানায় সেটা সেরূপই আছে। শেষ কথা হ'ল- وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ– 'তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই' *(ইখলাছ ৪)*।

১৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, 'আক্বীদা' অধ্যায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির রহস্য সন্ধানে

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আসমান-যমীনে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট করেছেন। এ কথা আসমানী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আসমানী কিতাব আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত। তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব 'আল-কুরআন' শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এই কিতাবে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, কুরআনে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই, তা অভ্রান্ত। এই মহাগ্রন্থ পথ প্রদর্শন করবে আল্লাহ ভীরুদের, যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহে বিশ্বাসী হবে *(বাক্বারাহ ১-৪)*।

মানব সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত আল্লাহ যখন ফেরেশতাগণের কাছে ব্যক্ত করলেন, তখন তারা এ কথা বলে আপত্তি জানালেন যে, মানুষেরা দুনিয়ায় ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। আর তিনি আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখালেন, পরে সেসব জিনিস ফেরেশতাগণের সামনে রেখে বললেন, আমাকে এগুলির নাম বলে দাওতো, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়। তারা বলল, সব মহিমা আপনার, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছ তার বাইরেতো আমাদের কিছুই জানা নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ *(বাক্বারাহ ৩০-৩২)*। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। তিনি কিছু জানবার এবং বুঝবার শক্তি যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশী জানবার এবং বুঝবার ক্ষমতা কারো নেই। তবু মানুষ অদৃশ্যকে দেখবার এবং অজানা রহস্য জানবার জন্য পণ্ডশ্রম করে যাচ্ছে। ফলে তা মানুষকে করে তুলেছে সংশয়প্রবণ, অবিশ্বাসী। আর সংশয়প্রবণ অবিশ্বাসীরা শেষ পর্যন্ত ধর্মদ্রোহী, ধর্মচ্যুত হয়ে যায়। বলা হয় 'বিশ্বাসে মিলে বস্তু, তর্কে বহুদূর'। অবিশ্বাসীরা ধর্মহীন, তারা ভ্রান্ত পথের পথিক। কুরআনে তাদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই। তবু মানুষ অদৃশ্যের রহস্য ভেদ করতে চায়। যা জানার সাধ্য নেই, তা-ই জানার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্রতী হয়। মানুষ তার সাধনা-গবেষণা বৃথা যেতে দিতে চায় না। তাই সে তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিতরণে তৎপর হয়। এসব গবেষণালব্ধ জ্ঞান মানুষকে শেখাতে চায়- যা অদৃশ্য তা অসত্য। বস্তু সত্য যেহেতু তা দৃশ্যমান। সুতরাং বস্তুবাদী হওয়াই মঙ্গলজনক। বস্তু থেকে পদার্থ। পদার্থ ভেঙ্গে অনু-পরমাণু। আর তাতেই নিহিত শক্তি। এ শক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করছে। তাই কী আবশ্যক ভাববাদী বিশ্বাসে? তাতে মানব সমাজের কোন কল্যাণ নেই। এই মনোবৃত্তির পণ্ডিতরাই বলেন, 'Be ware of the man

** সম্পাদক, কালান্তর, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*

whose God is in the skies.' (ঐ সকল মানুষ থেকে সাবধান থাক, যাদের প্রভু আকাশ সমূহে) আরো বলেন, 'Religion is opium of the people'. (ধর্ম হ'ল মানুষের জন্য আফিম স্বরূপ) তাদের ধারণায়- মানবজাতির কোন স্রষ্টা নেই। মানব সৃষ্টির উৎস হ'ল 'Evolution' (বিবর্তন প্রক্রিয়া)। তাতেই নিম্নতর প্রজাতি থেকে উচ্চতর মানব প্রজাতির উৎপত্তি। একদল পণ্ডিতরা এ কথা বলে আর তাদের একদল সমর্থকও জুটে যায়। তারা ভাবে, সৃষ্টির পশ্চাতে যদি কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকে তাহ'লে অদৃশ্য শক্তির আনুগত্য থেকে অব্যাহতি মেলে। বিবর্তনেই যদি মানব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহ'লে ধর্ম-কর্ম, উপাসনা আবার কী? এভাবেই মনুষ্য সমাজে সংশয়বাদী, অবিশ্বাসী নাস্তিকের আমদানী হয়।

বরিশালের অশিক্ষিত কৃষক আরয আলী মাতুব্বর (১৩০৭-১৩৯২ বঙ্গাব্দে) বুদ্ধিজীবীর কাতারে স্থান পেতেন না, যদি না তিনি নাস্তিক হ'তেন। নাস্তিক হবার জন্য তিনি অমানুষিক সাধনা করেছেন। ইচ্ছে থাকলে তিনি সাধনার পথ পরিবর্তন করে এর চেয়ে কিছু কম করলেও দরবেশ হ'তে পারতেন। কিন্তু তাতে তো নাস্তিক হ'তে পারতেন না, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাতারে ঠাঁই পেতেন না, স্বশিক্ষিত দার্শনিকের স্বীকৃতিও জুটত না। কী করে তিনি এ পথে এলেন? কাহিনীটা এবার বলছি।-

যখন তার পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তিনি শিশু। তার মা অতি কষ্টে শিশু সন্তানকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাকে এক মক্তবে ভর্তি করা হ'লেও তার বিদ্যা 'বাল্যশিক্ষা' বইয়ের পাঠ এবং অক্ষর পরিচয়ের অধিক এগুইনি। একটু বড় হয়ে তিনি শ্রমিকের কাজ শুরু করেন। ১৩৩৯ সালে তার মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত মায়ের ফটো তুলে রেখেছেন মর্মে জানতে পেরে উপস্থিত আলেম এবং মুছল্লীরা তার মায়ের জানাযার ছালাত পড়তে অস্বীকৃতি জানান। অগত্যা তার মাকে বিনা জানাযায় দাফন করা হয়। তিনি লিখেছেন, তার মা যথারীতি ছালাত-ছিয়াম পালন করতেন। যে আলেম এবং মুছল্লীরা তার মায়ের জানাযার ছালাতের ব্যবস্থা করেননি, তারা অপরাধী। শরী'আতের বিধানমতে তারা ফরযে কেফায়া তরক করেছেন। আলেম এবং মুছল্লীদের এই অপরাধের কারণে তিনি শুরু করে দিলেন সত্যের সন্ধান, খুঁজতে শুরু করলেন সৃষ্টি রহস্য। সারাদিন মজুরের কাজ করে সাত মাইল পায়ে হেঁটে যেতেন বরিশাল শহরে। পাবলিক লাইব্রেরী, খ্রীষ্টান মিশনারীদের পাঠাগার, বি.এম. কলেজের পাঠাগার ইত্যাদি বহু স্থান থেকে খুঁজে বিভিন্ন বই পড়তেন। শহরে কতিপয় শিক্ষক-অধ্যাপকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ায় বই সংগ্রহে তাদেরও সহযোগিতা পেতেন। সুদীর্ঘ ৩০ বছর তিনি জ্ঞানের সাধনায় রত থেকেছেন পরম নিষ্ঠায় কঠোর শ্রম স্বীকার করে। অতঃপর তিনি ১৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সত্যের সন্ধান, সৃষ্টি রহস্য, অনুমান, ভিখারীর আত্মকাহিনী তন্মধ্যে অন্যতম। তার গ্রন্থাবলী তাকে সমাজে দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, মুক্তচিন্তক হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছে। অথচ তার শিক্ষাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত কোন ডিগ্রী ছিল না। এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আরয আলী দীর্ঘ দিনের সাধনায় যে জ্ঞানার্জন করেছেন, তা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

(১) সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম।

(২) ধর্মের হাতে আছে মাত্র দুইটি অস্ত্র- আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এহেন অস্ত্র সমূহ ব্যক্তি বিশেষের উপর ক্রিয়াশীল কি-না জানিনা, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো।

(৩) খোদা তা'লার জগত শাসন প্রণালী বহুলাংশে একজন সম্রাটের মত কেন এবং তাহার এত আমলা-কর্মচারীর বাহুল্য কেন?

(৪) যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?

(৫) নিরাকার আল্লাহ যদি তাঁহার ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য নূর বা আলোরূপ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুদের ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অবতারে দোষ কি?

(৬) স্বর্গ ও নরকের আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ যাহাই হৌক, বর্তমানে উহার যে কল্পচিত্র দেখানো হয়, তাহার কোনরূপ ভৌগোলিক সত্তা আছে কি?

(৭) 'বিবর্তন' হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম। দৃশ্যমান জগতের জৈবাজৈব যাবতীয় পদার্থই হচ্ছে প্রকৃতির সেই ধর্ম পালনের পূণ্যফল। ...জীব জগতের বিবর্তন এমনই বিস্ময়কর যে, তা বিশ্বাস হ'তেই চায় না সাধারণভাবে। সাধারণতঃ বিশ্বাস করা যায় না যে, জলচর জীবেরা স্থলচর জীবের পূর্বপুরুষ, সরীসৃপরা পশুর পূর্বপুরুষ এবং পশুরা জ্ঞাতি মানুষের। কিন্তু বিশ্বাস না করেও গত্যন্তর নেই। কেননা 'বিবর্তন' প্রমাণিত সত্য।

আরয আলী মাতুব্বরের দীর্ঘকালের অধ্যয়ন, গবেষণা, সাধনা তাকে একজন ডারউইনবাদী নাস্তিকে পরিণত করেছে। তাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়ে, 'সমাজতন্ত্র' তথা সাম্যবাদ হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। এ ছাড়া শুধুমাত্র রকেট-রোবট ব্যবহার ও স্বর্গ-নরকের স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা, তা ভেল্কি বৈ আর কিছু নয়'। আর জগৎ সম্পর্কে তার উপলব্ধি হচ্ছে- সৃষ্টি ও প্রলয় একবার দু'বার নয়, অসংখ্যবার। অর্থাৎ 'সৃষ্টি ও প্রলয়'-এর আরম্ভ বা শেষ কল্পনাতীত। কেননা এ প্রবাহ চক্রবৎ ঘুরছে। মোদ্দাকথা, আরয আলী মাতুব্বর সত্যের সন্ধান অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয় জানতে গিয়ে সৃষ্টি রহস্য সন্ধান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অধ্যয়ন করেছেন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতদের বস্তুবাদী

দর্শন এবং সেটাই তার মনের উপরে দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে। পাশ্চাত্যের নিরীশ্বরবাদী দর্শন, বিজ্ঞান এ যুগের উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। তাদের কাছে ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা তাতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলি দৃশ্যমান নয়। ধর্মগ্রন্থ বস্তুবাদের কথা বলে না। তাই শয়তান-পরিচালিত ভাবধারার প্রতি তারা আসক্ত। তারা কুরআনের বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়া 'যখন তিনি (আল্লাহ) কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি শুধু তার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৮২)*। এই বাক্যে তারা আস্থাশীল নয়। সুতরাং তারা ধর্মবিচ্যুত, পথভ্রষ্ট, নাস্তিক, শয়তানের মুরীদ। আরয আলী মাতুব্বর মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও শেষপর্যন্ত শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে একজন নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকে উন্নীত হয়েছেন। মূলতঃ এই মূর্খ এদেশের বিখ্যাত শয়তান-শিষ্য আহমাদ শরীফেরও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আহমাদ শরীফের উক্তি 'আরয আলী মাতুব্বরের গ্রন্থ পড়ে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি নতুন কথা বলে নয়, তার মুক্ত বুদ্ধি, সৎ সাহস ও উদার চিন্তা প্রত্যক্ষ করে'।

আরয আলী মাতুব্বরের মুক্তবুদ্ধি, সৎসাহস এবং উদার চিন্তা তাকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয় সমূহের প্রতি সংশয়প্রবণ করে তুলেছে। আল্লাহ্‌র কিতাব, ফেরেশতা মণ্ডলী, জান্নাত-জাহান্নাম, ইহকাল-পরকাল, ক্বিয়ামত, হাশর ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। ফলে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ তিনি ছালাত ও ছিয়ামের ধারধারতেন না। সম্ভবতঃ বলছি এজন্য যে, আমি তার প্রাত্যহিক জীবনাচার প্রত্যক্ষ করিনি। তবে ইসলাম সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন, তাতে তার জীবনে ছালাত-ছিয়ামের প্রশ্নই আসে না। তিনি তার চক্ষু এবং মৃতদেহ মেডিকেলে দান করে গেছেন। তার মৃত্যুর পরে তাকে দাফন-কাফন দেওয়া হয়নি। এসব ঘটনা তার গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। তিনি জনহিতকর কাজের মধ্যে বাড়ীতে একটি পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাছাড়া কিছু টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছেন। সেই টাকায় লব্ধ হারাম উপার্জন সূদ থেকে প্রতিবছর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং গরীবকে কিছু দানও করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কিছুই সৎকর্ম নয়। এটাই প্রমাণিত যে, সৃষ্টি রহস্য সন্ধানের চেষ্টা করা বৃথা, পণ্ডশ্রম। আল্লাহ যা মানুষকে জানবার সুযোগ দেননি, মানুষ তা কস্মিনকালেও জানতে সক্ষম হবে না। আর সৃষ্টি রহস্য জানবার কোন প্রয়োজনও নেই। দুষ্টবুদ্ধির মানুষেরাই সৃষ্টি রহস্য সন্ধানের পণ্ডশ্রমে মেধা, মনন এবং সময়ের অপচয় করে থাকে। শয়তানের এই সব চেলাদের থেকে মুমিন-মুসলমানদের শত-সহস্র মাইল দূরত্ব বজায় রেখে চলা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

বাংলা সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব

*কেশব লাল শীল**

জনৈক স্বনামধন্য ভদ্রলোক তার দুই ছেলের নাম রেখেছেন ড্যাভিট আর টুইট। ড্যাভিটদের মা-বাবা উভয়ে উচ্চ শিক্ষিত। রহীম, করীম এবং রাম, শ্যাম এই সব অনাধুনিক নাম একটি অত্যাধুনিক পরিবারে বেমানান। তাই হয়ত আধুনিক ধারায় চলছে নামকরণ প্রতিযোগিতা। যেমন- ড্যাভিট, ক্রেডিট, পাপ, পাপ্পি, ডন, প্রিন্স, ডলার, লকেট, লাভলী, বিউটি, চায়না ইত্যাদি। যার সন্তানের নাম সে রাখবে এতে কারো কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। তবে অনুতাপের বিষয় হচ্ছে নামকরণ প্রতিযোগিতায় বেসামাল হয়ে এমন সব শব্দে ভদ্রলোকেরা নামকরণ করছেন, যা সেই শব্দের স্বভাষীদের কাছে হাস্যকর ব্যাপার। যেমন- ড্যাভিট, ক্রেডিট অর্থ জমা-খরচ, যা কোন নামবাচক বিশেষ্য নয়। পাপ (Pup) বা পাপ্পী (Puppy) অর্থ কুকুর ছানা, পনি (Pony) অর্থ টাট্টু ঘোড়া। কতক পরিবারে শিশুদের আব্বা বা বাবা ডাক না শিখিয়ে শিখানো হয় পাপ্পি। অর্থাৎ সন্তান তার পিতাকে ডাকছে 'কুকুরের বাচ্চা'।

তবে হ্যাঁ ১৯৪৭ সালের পূর্বে যখন এদেশ বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল সেই সময় যদি বাঙ্গালী সন্তানের এমন নামকরণ করা হ'ত, তবে ভাবা যেত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দমননীতির চাপে অথবা তাদের খুশি করার জন্য এমন সব নামকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু না, সে সময়েও বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানরা নিজ নিজ ধর্মীয় ভাবধারায়, মুছত্বফা, মুহাম্মাদ, আলী, ওছমান, আমেনা, ফাতিমা এবং হিন্দুরা গোবিন্দ, গোপাল, রাখাল, কানাই, নিতাই, সীতা, সাবিত্রী এইসব প্রাতঃস্মরণীয় নামে নামকরণ করেছে। এতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া আসেনি।

বহু দশক পর নামগুলি হয়ে গেল পুরানা ধাঁচের। আধুনিক যুগধারায় অভিনব বৈশিষ্ট্যে শুরু হ'ল নামের আধুনিকীকরণ। যেমন- রাজিব, সজিব, পলাশ, গোলাপ, শাপলা, পল্লবী, শিমুল, ডালিম, লেবু, লিচু, দৃষ্টি, বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি। নামগুলির বৈশিষ্ট্যে হিন্দু-মুসলমানের কোন ধর্মীয় বিভেদ নেই এবং বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব ক্ষুণ্ন করেনি। এইসব বাংলা শব্দের নামকরণে তৃপ্ত হ'ল না ভদ্রলোকদের অনেকেরই। ইংলিশ শব্দ প্রয়োগে শুরু হ'ল নামের আধুনিকীকরণ। তবে এতেও তৃপ্ত হ'ল না তারা। রেগান, কাটার, নিউটন, মার্কনি, যীশু, মেরী, কুড়ি, ডায়না, তেরেছা ইত্যাদি বিশ্ববরেণ্যদের নামে নামকরণ শুরু করে দিল। এইসব ব্যক্তিদের অবদান অস্বীকার করার নয়; কিন্তু তাই বলে বাংলা কৃষ্টিতে তাদের নাম নিয়ে টানা হেঁছড়া করার যৌক্তিকতা কোথায়। শুধু নাম নয়, ডাকও আধুনিকীকরণে তারা ব্যস্ত। সানন্দে শিশুদের ডাক শেখানো হচ্ছে, ডেডি, মাম্মী, আঙ্কেল, আন্টি ইত্যাদি।

* বড়গলি, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

বিদেশীদের ডেডি, মাম্মি আর বাঙ্গালী পরিবারের বাবা, মা ডাকের ভাবার্থ এক নয়। কারণ যারা হাতি দেখেছে, হাতির কথা মনে হ'লেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে শুঁড় ও লেজ বিশিষ্ট বৃহদাকার একটি চতুষ্পদ জন্তু। তদরূপ মাম্মী, আন্টি শুনলে বাঙ্গালীর চোখের সামনে ভেসে উঠে অশালীন, বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খল একজন পাশ্চাত্য নারী। আর ডেডী, আঙ্কেল শব্দে মনে হবে বিদেশী কৃষ্টিতে গড়া অত্যাধুনিক অস্থিরতায় বেসামাল একটা পুরুষ চরিত্র।

পক্ষান্তরে মা, খালা, আপা এবং পিসি, মাসি শব্দ উচ্চারণ করলেই বাঙ্গালীর চোখে ভেসে উঠে ঘোমটা পরা সুশীলা মমতাময়ী শ্রদ্ধাভাজনী একজন রমনী। যার স্মরণে সন্তানের মস্তক এমনিতে অবনত হয়। আর বাবা, চাচা, জেঠা শব্দে সামনে ভেসে উঠে গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মহান শ্রদ্ধেয় পুরুষ। যার বৃহৎ ভাণ্ডারের কাছে চিরকাল থাকবে সন্তানদের চাওয়া-পাওয়ার অধিকার।

ডেডি, মাম্মি ডাকা শিশুরা কি বড় হয়ে বাবাকে বাবা, মাকে মা ডাকতে পারবে? তবে এখানে অন্য এক প্রসঙ্গ তুলতে হয়, জীবনে আমি কিন্তু আমার বাবাকে বাবা, মাকে মা ডাকতে পারিনি। মা ডাকতাম ঠাকুর মাকে, বাবা, কাকা ও পিসিদের অনুকরণে। বাবাকে ডাকতাম বেটা আর মাকে ডাকতাম বেটী বলে। বড় হয়েও এ অভ্যাস আর গেল না। বাবাকে বাবা, মাকে মা ডাকতে লজ্জা করত। আসলে আমার ঠাকুরদাদা আদর করে আমাকে এসব ডাক শিখিয়েছিলেন। এখানে আমার গর্ব হ'ল, এ ডাক শিখানোতে ঠাকুরদাদা যত বড় অন্যায়ই করুক না কেন, বাংলা শব্দের বিকৃতি ঘটিয়ে আমাকে ডাক শেখাননি। তাই আমার বিশ্বাস ডেডি, আন্টি ডাকা শিশুরা বড় হয়ে আমার মতই বাবাকে বাবা, মাকে মা ডাকতে লজ্জা পাবে।

আধুনিকীকরণের প্রভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বাংলা নাম। নামের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বাংলার মা, বাবা ডাক। তার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি এমনকি এ দেশের উৎপাদনজাত সামগ্রীও। এখন বাজারে আর টাটকা তরি-তরকারী, শাক-সব্জি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ভেজিটেবল। লাল টকটকে আম-বেগুনগুলি কবে উধাও হয়ে গেছে। এখন পাওয়া যায় টমেটো। দোলনার বাচ্চা মরে গেলেও এক ফোঁটা শিশুখাদ্য পাবার উপায় নেই, এখন পাওয়া যায় বেবীফুড।

এর পরেও আধুনিকীরা পরিবর্তন করেছে বাংলা ক্রিয়ার আপন ভঙ্গি। খাবারের জন্য এখন তাদের খাবার ঘরে যেতে হয় না, তারা গিয়ে বসে ডাইনিং টেবিলে। ওরা নাস্তাও করে না, খাবারও খায় না; ওরা করে লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাষ্ট। স্নান করতে তারা গোসলখানায় যায় না, যায় বাথরুমে।

আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ঝামেলাও তাদের নেই, তাই হর্ষ-বিষাদে তাদের হায় আল্লাহ বলতে হয় না; তারা দীর্ঘশ্বাস মোচনে উচ্চারণ করে 'ও মাই গড'! প্রিয়জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিনিময়ের ধারাও তারা পাল্টে ফেলেছে, সালাম-নমস্কারে তাদের সামাজিকতা ক্ষুণ্ন হয়। তাদের আভিজাত্যের ধারা হ'ল, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট ইত্যাদি। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয় 'গুড বাই' দিয়ে, 'আল্লাহ হাফেয' নয়। সুন্দর কাজের জন্য কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয় না, 'থ্যাংক ইউ'-এর মর্যাদা এখন অনেক বেশী।

বাংলা সংস্কৃতিতে এখন নতুন এ্যাকশন- নো চিন্তা ডু-ফুর্তি। দারিদ্র্য যন্ত্রণায় গরীবের মেয়ে ছিন্ন বস্ত্রা সুফিয়ার মত জারি, সারী, ভাটিয়ালী শরম বাঁচাতে সব ঘরের কোণে লুকাচ্ছে। আভিজাত্যের অহঙ্কারে স্ব-হাস্য প্রবেশ করছে জ্যাকশনের দেশের শিয়াল চেঁচানো 'হাই হো হোয়াই' সুর-মুর্ছনায় পপ সঙ্গীত, ব্যান্ড সঙ্গীত আর আকাশ থেকে নেমে আসা নগ্ন পরীদের নগ্ন নৃত্য, নীল ছবি।

ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা, তবু সম্মানে সে কখনও বিশ্ব মানবকুলের স্ব স্ব মার্তৃভাষার উর্ধ্বে নয়। বাংলা সংস্কৃতি এখন অনাদূরে প্রাণহীন ইয়াতীম। ইংরেজী নববর্ষে আতসবাজী, আনন্দ মুখর পরিবেশে সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'। সোনামণির জন্মদিনে কেক কেটে করতালী 'হ্যাপী বার্থড টু ইউ'। এ সবের মানে-টানেও কিছু বুঝি না। তাই জিজ্ঞেস করি, এ আবার কাদের কালচার? বাঙ্গালী, হিন্দু, না মুসলমানদের? এর উত্তর হ'ল মুর্খ গবেট সেকেলে কোথাকার?

সৌভাগ্য ওদের স্বপক্ষে, তাই সাধারণদের মত মরেও ওরা মৃত দেহ হয় না; হয়ে যায় 'ডেড বডি'। প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় অত্যাধুনিক পরিবারের আগামী দিনের নাগরিকরা মাতৃভাষার জন্য আরও যে কত কি করবে, তা আমাদের মত সেকেলে গবেটদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। হয়তো আরও কত নিত্য-নতুন রং-এর তুলিতে বুড়ো কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে (!) নব যৌবনা রূপবতী করে তুলবে। কেউ হবে আমিরিকা, লন্ডন, জাপান, জার্মান প্রবাসী। কেউ হয়তো ঐ সব দেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে এসে এদেশের কর্তৃত্ব হাতে নিবে। সেদিন হয়তো এ দেশ থেকে চির বিদায় নিবে মা, বাবা, চাচা, ফুফু, খালা, আপা এবং দিদি, মাসি, পিসিরা সবায়। তান্ডব লীলায় মেতে উঠবে ডেডি, মাম্মী, আঙ্কেল, আন্টির দল। হয়তো সেদিন মা, বাবা শব্দের অর্থ খুঁজতে ডিকশনারী খুলবে এ দেশের কৃতি সন্তান-ড্যাভিট, ক্রেডিট, পাপ্পি, বুশ, মেরী, কুড়ি, ডায়না, তেরেছারা। এই কি বাংলার গৌরব? এই ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে বাংলার দামাল ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজধানীর রাজপথ। এই কি সেই রক্তের সম্মান?

দুইশ' বছর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ইউরোপীয়ানদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়েছে আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ। পুনরায় কি ঐ ইউরোপীয়ানদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে স্বাগত জানিয়ে মাল্যদানের নেশায় মেতে উঠেনি আধুনিক সমাজ? একটা সভ্য জাতির সভ্যতার নিদর্শন বহন করে সেই জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি। তবে কি এগুলিই সেই নিদর্শন? দুর্ভাগ্য, শত দুর্ভাগ্য আমাদের!

জিন, মায়াজম ও হ্যানিম্যান

*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া**

মায়াজম ও বর্তমান যুগের জীবাণুতত্ত্ব এক। মায়াজম অর্থ শুধু রোগ জীবাণু নয়। মায়াজম অর্থ বেকটেরিয়া, ভাইরাস, বেসিলাস, ফাংগাস প্রভৃতি সব মাইক্রো অর্গানিজম (Micro organism) এক কথায় প্যাথোজেন। অবশ্যই নন প্যাথোজেনিক মাইক্রো অর্গানিজম রোগ সৃষ্টি করে না, কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারী। সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

প্যাথোজেন বা মায়াজম সম্পূর্ণ বস্তুগত। অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়, পাপ, মনকুন্ডুয়ন কিছুই নয়। এসব ভাববাদী কল্পনা বিলাস Syscrasia, Diathcsis, State প্রভৃতি মায়াজম (Miasm) নয়। মায়াজম (Miasm) থেকেই এসব অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্যাথোজেনের নিঃস্রাব জাত বিষই (প্রবণতা থাকলে বিশেষত) রোগ সৃষ্টি করে।

প্যাথোজেন সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণতঃ ৩ দিন থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে থাকে। সংখ্যাতীতভাবে বংশ বৃদ্ধি করে চলে এবং তখন প্যাথোলজিক্যাল তথা যান্ত্রিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে। জীবন্ত শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া-বিক্রিয়া (রক্তের বিভিন্ন উপাদান লিউকোসাইট প্রভৃতি) তাদের ধ্বংস করে দেয়। সেজন্যে তাদের প্রাথমিক অবস্থার পর আর ধরা যায় না। কিন্তু তারপরে তাদের স্ব স্ব বিষ ও তজ্জাত প্রতিক্রিয়া আজীবন চলে। এমনকি জীনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরাক্রমে চলতে থাকে। সেজন্যেই সোরা, সিপিলিস, সাইকোসিস তিনটি প্যাথোজেনই যেমন স্বোপার্জিত হ'তে পারে। তেমনিই হ'তে পারে জন্মগত বা বংশগত। সব জীবাণু মানুষের ক্ষতি করে না বরং দেহযন্ত্রের উপকার সাধন করে।

আবার ঐ মায়াজম বা প্যাথোজেন জাত বিষক্রিয়ার ফলেও সব সময় আমাদের রোগাক্রান্ত করতে পারে না। শুধুমাত্র উপযুক্ত অবস্থা ও প্রবণতা বর্তমান থাকলেই মায়াজম ও তাদের বিষক্রিয়ার দ্বারা রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে।

এবার আমি পাঠক বন্ধুদের কাছে জিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি। জিন কি? জিন হ'ল, যে পদার্থ দ্বারা বংশধারা পিতা-মাতার কাছ থেকে সেল বা কোষের ক্রোমোজোমে বাহিত বা সম্মিলিত হয়, সম্মিহিত হয় বা পরে বিভিন্ন ধরনের কোষ ও টিস্যু গঠনের কাজে নিযুক্ত হয়, তার নাম জিন।

জিন সম্পর্কে আজকাল অন্যপ্যাথিরা খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। যা তাদের চিকিৎসা করার পরিমণ্ডলে আগে তেমন ধরা হ'ত না।

* ডিআই হোম, এমডি (লন্ডন), যুগান্তর হোমিও ক্লিনিক, ৪০৫/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা।

GeneThe biologic unit of heredty, self producing and beated at a definite possion (Locus, on a particuli chromosome). Cell-এর প্রাণকেন্দ্র হ'ল নিউক্লিয়াস। এর ভেতরে থাকে তরল পদার্থ বা Neuclear Sap এবং অনেকগুলি সুতাবৎ সরু পদার্থ থাকে। যার নাম chromosome: Nancy roper বলেন, Gene হ'ল, a Factor in the chromosome responsible for transmission of hereditares characteristic. জিন ও বংশগত রোগ। এই chromosome -এর সংখ্যা ও প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য প্রতিটি জীব হওয়া নতুন কোষের DNA। কোন রোগের জন্য এই DNA-এর কোন টুকরো দায়ী।

নিম্নে উল্লেখিত বক্তব্য হ'তে আমরা জিন প্রভাব ব্যাধিতে বুঝতে পারবো বর্তমানে... জিন জিন বলে চিৎকার করছে আর যে রোগের সুরাহা করতে পারছেন তাকে জিন ঘটিত বলে দায় সারছে, জিন ... কি করে করা যায় তার গবেষণার জন্য নানান পরিকল্পনা হচ্ছে। হ্যানিম্যান তা আগেই বলে গেছেন, যা এদের আজও বোধগম্য হচ্ছে না বা অহংকারবোধে চিন্তা করছে না কিন্তু করতে হবে ভবিষ্যতে।

RNA-Ribonucleic acid a mucleic acid in all living cells. Constituing the genetic material in the RNA viruses, and playing a rale in the flow of genetic (জন্ম বা সৃষ্টি জেনেটিক origin) intomation.

The microbiologist and geneticists are heavering away at the loops and spirals of RNA and DNA (ডীন) and are already at this opening manth of 1986. Pointing to locations on the Genetic spirals where hereditary diseases, in this case mental direngement, can be transmitted down the generations and a natural isaster, a deep trauma, ultraviolet rays, bomloing may also be influenced on DNA (ডীন)

মহাত্মা হ্যানিম্যান বহু আগেই এই জীন সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করে গেছেন। সেটিই ডাঃ ব্যাডলি তার মায়াজম গ্রন্থে বলেছেন, Since around 1815 hahnemaqnn and his successors have been not only preaching this view but using their remedies to treat these Miasmatic Genetic tendencies. *(Dr. F.J. Bradley)*.

দিন দিন বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, আমাদের সামনে

মহাত্মা হ্যানিম্যানীয় নীতির দিকগুলি ততই স্পষ্ট হচ্ছে এবং তার পথই যে মূল রোগমুক্তির পন্থা তা-ও স্পষ্ট হচ্ছে। জীবিত মানবদেহের জীবনী শক্তিকে (Vital force) কেন্দ্র করেই তার প্রতিপাদ্যের বিষয় বস্তু। জীবনী শক্তিকে (Vital force) stimulate (উদ্দীপিত) না করলে কোন রোগীই আরোগ্য লাভ করতে পারে না। এটিই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সারকথা। ওষুধ Single, potentised remedy, minimum does, similimum (সদৃশ) হ'তে হবে। Large dose kill or paralysed the organ and small dose stimutate the organ, Suseptiobility-এর উপর নির্ভর করেই Potentised dose নির্ভরশীল। এ সবের প্রেক্ষাপটেই individulaization (ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ) করাই হ্যানিম্যানীয় চিকিৎসা পদ্ধতির স্তম্ভ। কোন জীবই এক নয়, Gene factor বৈষম্যে, ফিজিওলজিতে তা প্রমাণিত। uncomon, peculior, stricking and characteristic symptoms গুলির প্রকাশগত দিক এই GENE factor জনিতই হয়।

বলা বাহুল্য, সামগ্রিকভাবে প্রায় ২০০ বছর আগেকার সামাজিক অবস্থার মাপকাঠিতে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, হ্যানিম্যান জীবনে অসংগতির চেয়ে সুসংগঠিত। বিচ্যুতি-বিভ্রান্তি অপেক্ষা যথার্থতা বেশি। অনেক গুণী দার্শনিকদের অনুসরণ করেও স্বকীয়তা অনেক বেশি ছিল। জীবনে যে সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে সত্যকে মানবজাতির অগ্রগতির জন্যে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি আপোষহীন সংগ্রামী ছিলেন। তার বিরুদ্ধবাদীরা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন, এমনকি জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আপোষহীন সংগ্রামী ছিলেন বলেই তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

তাঁর অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে পরিপূর্ণতা দান করাই তো বর্তমান যুগের চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, মনীষীদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করার ওপরই হোমিওপ্যাথি ও রুগ্ন মানবজাতির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভরশীল।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত সর্বাধিক তত্ত্ব ও তথ্য বহুল, সাহিত্যিক দ্যোতনায় সমৃদ্ধ, চার রং-এর আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে ৪টি যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বই-

(১) ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন (২) ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি
(৩) হাদীছের প্রামাণিকতা (৪) আশূরায়ে মহাররম ও আমাদের করণীয়

- পাশ্চাত্য খৃষ্টানী গণতন্ত্রের নামে চালুকৃত বিশ্বব্যাপী বিভেদাত্মক রাজনীতির বিপরীতে কিভাবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন'** বইটি পাঠ করুন! (৪৮ পৃঃ; মূল্যঃ ১৮/-)।
- অসংখ্য পথ ও মতের বেড়াজালে আবেষ্টিত মুসলমানদের জন্য দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি? জানতে **'ইক্বামতে দ্বীন ঃ পথ ও পদ্ধতি'** বইটি পড়ুন! (৪০ পৃঃ মূল্যঃ ১৫/-)।
- যুগে যুগে বিদ'আতীরা কিভাবে হাদীছের গ্রহণযোগ্যতাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **'হাদীছের প্রামাণিকতা'** বইটি হ'তে পারে আপনার অমর সঙ্গী! (৫৬ পৃঃ মূল্যঃ ২১/-)।
- শী'আদের চালুকৃত বিষদুষ্ট আক্বীদা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বিপরীতে আশূরায়ে মুহাররমে মুসলমানদের করণীয় এবং কারবালার সঠিক ইতিহাস জানার জন্য **'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়'** বইটি আজই সংগ্রহ করুন! (১৬ পৃঃ মূল্যঃ ৬/-)।

প্রাপ্তিস্থানঃ

(১) দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী, ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
(২) মাসিক **আত-তাহরীক** অফিস , নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী, ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
(৩) বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২২০ বংশাল রোড (২য় তলা), ঢাকা। ফোনঃ (০২) ৯৫৬৮২৮৯।
(৪) দেশের সকল 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী' সহ বিভিন্ন অভিজাত লাইব্রেরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইরাক পরিস্থিতিঃ অজেয় গৌরব পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

দশ হাযার বছরের ইতিহাসে ইরাক আগ্রাসীদের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে হাযার বার। খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে সাত হাযার শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৬৩৩ কালাবধি ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে রক্তাক্ত হয়েছে মানবরূপী হায়েনাদের দ্বারা। ফলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে স্মৃতি বিজড়িত পাদপীঠ, পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে, লুণ্ঠিত হয়েছে তার রক্ষিত প্রত্নসম্ভার। কিন্তু কেউই স্থায়ী হয়নি- পতনের গ্লানি মেখেছে বার বার, সর্বৈবে নিহত হয়েছে, চির পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, কারো সমাধি রচিত হয়েছে রণক্ষেত্রেই- স্বগৃহে ফেরার সুযোগ হয়নি। কেউ ঘরে ফিরলেও ফিরেছে অপমান-অপদস্থ ও লাঞ্ছনা-ভর্ৎসনার ঝুলি নিয়ে। কারো প্রতি যুগে যুগে অভিসম্পাত করেছে মানব সভ্যতা।

অতঃপর ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিশান উড্ডীন হয় ইরাকের আকাশে। ৬৩৩ থেকে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬২৫ বছর ইরাক কালক্ষেপণ করেছে মুসলিম রেনেসাঁয়। এই মুসলিম সাম্রাজ্য ইরাককে উপহার দেয় মহা ঐতিহ্যের স্মারক অনন্য রত্নভাণ্ডার। ফলে বাগদাদ পরিণত হয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিশ্ব সভ্যতার উৎস ভূমিতে। তাই আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ইরাকের উৎকীর্ণ সভ্যতার কাছে চির ঋণী।

কিন্তু আবারো ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬/১০ ফেব্রুয়ারীতে আক্রান্ত হয় রক্তপিপাসুদের হিংস্র ছোবলে। পতন হয় সভ্যতার লীলাক্ষেত্রের মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁর ভাতিজা হালাকু খাঁর হামলায়। দীর্ঘ চল্লিশ দিন অবরোধ করে রেখে মাত্র তিন দিনে হত্যা করেছিল ১৮ লক্ষ বনু আদম। সেদিন মুসলমানদের রক্তস্রোত যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল বিশ্ব ইতিহাস আর কখানো তা অবলোকন করেনি। দোজলা-ফোরাত-শাতিল পানিরাশির পরিবর্তে পরিণত হয়েছিল রক্তগঙ্গায়। ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী বাগদাদ। চির বিলুপ্ত হয়েছিল সুপ্রাচীন সুমেরীয়, আসিরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, কালদীয় ও আব্বাসীয় সভ্যতা। হালাকু প্রলয়কাণ্ডে পরিণত করেছিল বাগদাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থসমাহার। বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে সংগৃহীত প্রাচীন গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপি সমূহ নিক্ষেপ করেছিল 'টাইগ্রিস' নদীবক্ষে। ফলে সাময়িকভাবে নদীর স্রোতধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। লুণ্ঠন করেছিল সংরক্ষিত ধনভাণ্ডার। কিন্তু সেও বেশী দিন স্থায়ী কাল পায়নি।

পরবর্তীতে স্বার্থলিপ্সু বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঢেউ লেগেছিল কালের আবর্তে। কিন্তু ইরাককে সে লুণ্ঠন করলেও আষ্টে-পৃষ্ঠে গ্রাস করতে পারেনি, প্রাণে বেঁচে গেছে বাগদাদ আর একবার। তবে ফ্রান্সও বৃটিশের পিছু পিছু প্রতারণার ফাঁদ নিয়ে এগিয়েছিল।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আবার আক্রান্ত হয় পাশ্চাত্যের ইঙ্গ-মার্কিন হায়েনাদের দ্বারা ২০০৩ সালের ২০ মার্চ। পতন ঘটে ৯ এপ্রিল ২০০৩। দোজলা-ফোরাতের নিষ্কলুষ বারিধারায় বিধৌত পবিত্র বাগদাদ আজ অপবিত্রদের পদভারে প্রকম্পিত। সেদিন হালাকু খাঁ লুণ্ঠন করেছিল ইরাকের উপরস্থ ধনরাজি, কিন্তু বিশ্ব সন্ত্রাসী মেধাশূন্য উন্মাদ শাসক জর্জ ডব্লিউ বুশ আজ লুণ্ঠন করছে অবশিষ্ট উপরস্থ যাবতীয় ধনভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে লুক্কায়িত রত্নস্তূপ। ইতিমধ্যে সে লুণ্ঠন করেছে প্রাচীন সভ্যতার স্মারককেন্দ্র বৃহদায়তন মিউজিয়ামগুলি। যেন ইরাক ভবিষ্যতে আর কোনদিন স্থাপত্য-শিল্পের উৎস ভূমি বলে গর্ব করতে না পারে। যে ঐতিহ্যগুলি হালাকুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল সেগুলিও সে হাযার হাযার টন বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এতদিন মুক্ত ছিল মসজিদ-স্থাপত্যের বিরল নযীরগুলি, কিন্তু সেগুলিও এখন মূল্যোৎপাটন করা হচ্ছে তিলে তিলে, যেন মুসলিম ঐতিহ্য বহনকারী কোন স্থাপত্য নিদর্শন ইরাকের পাদপীঠে না থাকে- 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন'। মূলতঃ ৬২৫ বছরে গড়া মুসলিম শিল্পকীর্তির চারণভূমি হালাকু ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছিল ১২৫৮ সালে। অতঃপর ৭৪৫ বছর পর ২০০৩ সালে অবশিষ্ট সম্পদরাজি লুণ্ঠন ও ধূলিসাৎ করে বিরান মরুতে পরিণত করে প্রেসিডেন্ট বুশ। তাছাড়া হালাকুর ন্যায় আধুনিক এই রক্তশোষকও যে কত লক্ষ নিরীহ ইরাকীকে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে তার হিসাব আজও হয়নি। এছাড়া মাতা-পিতার সম্মুখে ছিন্নভিন্ন হয়েছে শিশু সন্তানের তরতাজা স্নেহময়ী দেহ। চির পঙ্গুত্ব বরণ করেছে লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধবণিতা। ইরাকের নিরীহ মানুষের এই আর্তচিৎকারে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুসলিম খুনের প্লাবনে অথৈ সাগরের ন্যায় উপচে পড়েছে দোজলা-ফোরাতের তীর। সভ্যতার বাগদাদ প্লাবিত হয়েছে রক্তের বন্যায়।

বাগদাদের অতীত গর্জন আবার নতুন সাজেঃ

মার্কিন হিংস্র পশুদের ইরাক দখলের এক বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বিদগ্ধ মনীষী, পণ্ডিত, অজেয় বীর সেনানী এবং সর্বাগ্র বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকদের পূত-পবিত্র সমাধি ভূমি আজও মুক্ত হয়নি চির অভিশপ্ত, পথভ্রষ্ট পিশুনদের পদচারণা হ'তে। তাই ইরাক আর এই নরপিশাচদের তার পৃষ্ঠে বহন করতে নারাজ। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ইরাকী জনগণের মুখে 'শিরদেগা নেহীদেগা আমামা' এই বিজয়ী স্লোগান। মাতৃভূমিকে রক্ষার নিমিত্তে বুকের তপ্তলহু ঢেলে দিতে সর্বদাই তারা প্রস্তুত। তবুও মার্কিনীদের উৎখাত করবে, বিতাড়িত করবে সভ্যতার লীলা ভূমি থেকে। এই প্রতিশ্রুতি

নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে শী'আ-সুন্নীসহ সর্বস্তরের জনগণ। তাই ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি সাবেক ইতিহাস রচনার দিকে দ্রুত অগ্রগামী। গত ২০শে মার্চ ২০০৪ ইরাকের যুদ্ধ বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে যেমন বিশ্ববাসী ঘৃণার উদ্বেগ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, তেমনি ইরাকীরাও আপন বলে বলিয়ান হয়ে নেমেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে। শুরু হয়েছে গণবিস্ফোরণ-গণবিদ্রোহ, বাগদাদ ফুঁসে ওঠছে নতুনভাবে। হঠাৎ ইরাকের সেই প্রাচীন ভয়ংকরী গর্জনে ইঙ্গ-মার্কিন জোট বাহিনী আজ প্রকম্পিত। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেমন ইরাক ছাড়ার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে তেমনি সন্ত্রাসী যুদ্ধবাজ মহলও ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা চিন্তা করে গভীর আতঙ্কে কালাতিপাত করছে। এখন প্রতিনিয়তই রচিত হচ্ছে নতুন নতুন ইতিহাস। বিশেষ করে গত ৩১ মার্চ বিশ্ব ইতিহাসে নযীর বিহীন ঘটনা ঘটে। ফালুজা শহরে ৮ জন বিদেশী মার্কিন সৈন্য নিহত হ'লে শহরের রাস্তায় রাস্তায় তাদের টানা-হেঁচড়া করা হয়। দু'টি লাশ জনসম্মুখে একটি বিশালাকার সেতুতে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং একটি লাশ রশি দ্বারা পেঁচিয়ে গাড়ির পেছনে বেঁধে শহরের অভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে প্রদর্শন করা হয়। ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে 'অপারেশন রেষ্টোর হোপ'-এ অংশগ্রহণকারী মার্কিন সৈন্যদের লাশ অনুরূপভাবে রাস্তায় টানা-হেঁচড়া করা হ'লে সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য তদানীন্তন ক্লিনটন প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ফলে বাধ্য হয়ে নতিস্বীকার করে ক্লিনটন প্রশাসন সোমালিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। তবুও এ ঘটনা সাম্প্রতিক বীভৎস ঘটনার মত নয়।

ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতিঃ

মাতৃভূমির সম্ভ্রম রক্ষায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ইরাকীরা রাজধানী বাগদাদ সহ, কূফা, বছরা, কারবালা, ফালুজা, নাজাফ, কিরকুক, সামাররাহ, নাসারিয়া, বাকুবা, কূত, আরবান, রামাদী প্রভৃতি বৃহত্তর শহর ও প্রদেশ সমূহে দখলদার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক অদম্য স্পৃহা নিয়ে। রাতে-দিনে সার্বক্ষণিক নিত্য-নতুন কলা-কৌশলে সিংহের মত লড়াই করছে ঘন্টার পর ঘন্টা। গত ১৮ এপ্রিল এক নাগাড়ে ১৪ ঘন্টা সংঘর্ষ হয় মার্কিনীদের সাথে। মার্কিন কেন্দ্রীয় সদর দফতরে গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল পরপর দু'দিন একাধিকবার বিস্ফোরণ ঘটলে আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, ভবনের একাংশ বিদ্ধস্ত হয়, সদর দফতর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মার্কিন ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস করছে, জঙ্গী বিমান, গোয়েন্দা বিমান, হেলিকপ্টার ভূপাতিত করছে। গুপ্ত স্থান থেকে মার্কিন সেনা ও গাড়ী বহরে আক্রমণ করছে, রাস্তার পার্শ্বে শক্তিশালী বোমা পুঁতে রেখে লক্ষ্যচ্যুতহীনভাবে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, গাড়ীবোমা ও রকেট হামলা বিরতীহীন গতিতে চালাচ্ছে। শী'আ নেতা মুকতাদা আল-সদরের অনুগত বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষের বিনিময়ে ৮ এপ্রিল নাজাফ, কূত, কূফা শহর দখলদার মুক্ত হয়। অতঃপর পরের দিন বাগদাদে শী'আদের বৃহত্তর সদরসিটির থানা ও টাউন হল কোয়ালিশন সৈন্যরা ছেড়ে দেয়। সেখানকার মার্কিন পুলিশের কেন্দ্রীয় সদর দফতরসহ আল-কামারা, আর-রাফিদাইন, আত-তাহদীদ প্রভৃতি স্থান সমূহ থেকে তারা সৈন্য প্রত্যাহার করে। এরূপ খণ্ড খণ্ড আক্রমণে মার্কিন সৈন্যের নিহতের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এপ্রিল মাসেই। তাদের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা ২০০শ'র অধিক। গত ৫, ৬ ও ৭ এপ্রিলেই নিহত হয়েছে যথাক্রমে ১০, ১২, ১৪ জন। আহত ও পঙ্গুত্বের সংখ্যা কূত শত তার হিসাব নেই। এই বিশ্রী প্রাণীদের অপবিত্র শোণিত ধারায় ইরাকের পূতভূমি কদর্যতায় পরিণত হচ্ছে দিন দিন। অজ্ঞাত স্থানে পড়ে থাকা লাশের পূতিগন্ধে আকাশ-বাতাস দূষিত হচ্ছে। এ ছাড়া তারা বিদেশী অপহরণের সংখ্যা দাবী করেছে প্রায় ৫০ জন। নিহত ও অপহৃত মার্কিন সৈন্যদের ছবি মাঝে মাঝে তারা টিভির পর্দায় তুলে ধরছে। ইরাক ছাড়ার জন্য দখলদারদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষ সমবেত হয়ে ঘৃণার উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে গত ৩০ এপ্রিল সাদ্দাম হোসেনের 'রিপাবলিকান গার্ডে'ন একটি ব্রিগেডের কমাণ্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী জেনারেল জসিম মুহাম্মাদ ছালেহকে ফালুজা শহরের দায়িত্ব প্রদান করে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সেখান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

ইরাক যখন এরূপ নতুন সাজে সজ্জিত তখন মার্কিনীরা গণবিদ্রোহ প্রতিরোধ করার নিমিত্তে বেছে নিয়েছে মুক্তিকামীদের নির্বিচারে হত্যার পথ। তারা যত্রতত্র জঙ্গী বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। শুধু ১৫ এপ্রিল ৫শ' জঙ্গী বিমানে বাগদাদের আকাশ ছেয়ে যায় গণবিস্ফোরণ প্রতিরোধের জন্য। বিভিন্ন মসজিদ ও বিশাল বিশাল ভবনে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে তারা যেমন হাযার হাযার মানুষ হত্যা করছে তেমনি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মসজিদ ও ক্ষোদিত ভবনগুলিও ধ্বংস করছে। ৭ এপ্রিল একদিনেই ১১০ জনকে হত্যা করেছে। তারা একটি মসজিদে হামলা করে ৪০ জন মুছল্লী এবং বিশালার ৪টি ভবনে হঠাৎ আক্রমণে শিশুসহ ২৬ জন মহিলাকে হত্যা করে। গত ৫ ও ৬ এপ্রিল ১৮০ জনের অধিক এবং ২৭ এপ্রিল এক মসজিদে বোমা হামলায় ৬৪ জন মুক্তিকামী ইরাকীদের হত্যা করে। মূলতঃ মার্কিনীরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এ হত্যার সংখ্যা এক হাযার বললেও প্রকৃত সংখ্যা আরো যে অনেক বেশী হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আহতের সংখ্যা অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রাণের নিরাপত্তার জন্য বেসামরিক লোক দলে দলে ইরাক ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছে। গত ১৪ এপ্রিল ৩টি ফ্লাইটে শত শত রুশ নাগরিক ইরাক ছেড়ে যায়। এদের মধ্যে ৩৬৫ জন ছিলেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ। অতঃপর ১৬ তারিখেও ১১৭ জন রুশ নাগরিক

বাগদাদ বিমান বন্দর ছেড়ে চলে যায়। এছাড়া রাশিয়া, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের ইরাক ছাড়ার নির্দেশ দেয় গত ১৩ এপ্রিল। নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং থাইল্যাণ্ড তাদের নাগরিকদেরকে স্ব স্ব শিবিরে অবস্থানের নির্দেশ দেয়। এতেই ইরাক পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। সৈন্যরাও সুযোগ মত পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে নানা কৌশলে। অর্ধেক বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হ'লেও সৈন্যরা আর হত্যার গর্ভে অবস্থান করতে নারাজ। যারা দৈনন্দিন নিহত হচ্ছে তাদের স্বজনদের আহাজারিতেও স্ব স্ব দেশে উৎকণ্ঠা আরো তীব্রতর হচ্ছে, বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে বিশ্ববাসী।

নিচ্ছিদ্র প্রহরায় মার্কিন লাশের কফিন ঘাঁটির তথ্য ফাঁসঃ

ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত কতজন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে তা সঠিকভাবে বিশ্ববাসীকে জানানো হচ্ছে না। কিন্তু গত ২২ এপ্রিল কঠোর পাহারার মধ্যেও নিহত মার্কিন সৈন্যের কফিনের স্তূপ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইরাকের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নিহত ৩৬১ জনের কফিন মার্কিন পতাকায় মোড়ানো অবস্থায় প্রকাশ পেয়ে যায়। বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষরা ইন্টারনেটের একটি ওয়েবসাইটে এ ছবি অবমুক্ত করে। লাশগুলি প্রথমতঃ ইরাক থেকে কুয়েতের মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে পাঠানো হয় জার্মানীর র‍্যামসটেইনে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে। উল্লেখ্য, যুদ্ধাহত মার্কিন সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য এ বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি অত্যাধুনিক সামরিক হাসপাতাল রয়েছে।

অতঃপর কফিনগুলি যুক্তরাষ্ট্রের ডেলোয়ারি অঙ্গ রাজ্যের ডোভার বিমান ঘাঁটিতে পাঠানো হয় এবং উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরূপ নিহতের সংখ্যা না জানানোর কারণ হ'ল, মার্কিন জনসাধারণ ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে একযোগে জাতীয় পরিসরে যেন রুদ্ধমূর্তি ধারণ করতে না পারে। যেমনটি ঘটেছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের (১৯৫৭-১৯৭৫) সময়। তবে মুহূর্তের মধ্যে এ সমস্ত কফিনের ছবি অবমুক্ত হওয়ায় বৃটেন-আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্ব ইরাকে নিহিত সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ আংশিক হ'লেও জানতে পারল।

ভীত-সন্ত্রস্ত যুদ্ধবাজ মহলঃ

ইরাকে বর্তমানে উপরোক্ত ভয়ংকরী পরিস্থিতি বিরাজ করায় যুদ্ধবাজরা মহা আতঙ্কে রয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার নতিস্বীকার করে বর্তমান সংকট উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের কাছে মধ্যস্থতার নিবেদন করেন এবং প্রেসিডেন্ট বুশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘের দূতের প্রস্তাব অকপটে মেনে নেন। যে সমস্ত দেশ ইরাকে সৈন্য পাঠিয়েছিল তাদের অন্যতম দেশগুলি বর্তমান ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি অবলোকন করে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। যেমন- স্পেন, বুলগেরিয়া ও হণ্ডুরাস অনতিবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়ায় মার্কিন প্রশাসক পল ব্রেমার ভীতবিহ্বল হয়ে ওয়াশিংটনের কাছে আরো সৈন্য পাঠানোর আবেদন করেন। এছাড়া অন্যান্য দেশও সৈন্য প্রত্যাহারের অপেক্ষায় রয়েছে। সৈন্য প্রত্যাহারের এ সমস্ত ঘোষণা শুনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই ঘোষণা ইরাকী স্বাধীনতাকামীদের মহা বিজয়েরই নামান্তর'।

এদিকে গত ১৪ মার্চ স্পেন নির্বাচনে ইরাক যুদ্ধবিরোধী পার্টি বিজয়ী হ'লে এবং যুদ্ধ পক্ষ পার্টি পরাজয় বরণ করলে আগামী ২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মহাপরাজয়ের আশংকায় রয়েছে বুশ প্রশাসন। আগামী বছর বৃটিশ নির্বাচন নিয়েও আতংকে আছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। এছাড়া অন্যান্য জিঘাংসু রাষ্ট্রের অবস্থাও একই রকম। ইরাক যুদ্ধের পিছনে যে কারণ চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা মিথ্যায় পর্যবসিত হ'লে বিশ্ববাসীর কাছে বুশ-ব্লেয়ার, পাওয়েল-রামস্‌ফেল্ড এবং জাতিসংঘ-এর ধ্বংসাত্মক মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হয়। তাই বিশ্ববাসীর প্রাণের দাবী যুদ্ধবাজ মহলের পতন হোক।

ইরাকের এই বর্তমান পরিস্থিতিই সাক্ষ্য বহন করছে তার অজেয় নীতির পুনরুত্থান এখন অবশ্যম্ভাবী এবং প্রতারক ও সন্ত্রাসী যুদ্ধবাজদের নযীরবিহীন পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইনশাআল্লাহ একদিন এই যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য পরিণত হবে খণ্ডরাষ্ট্রে-খণ্ডরাজ্যে। বিশ্ববাসী সেদিন আবলোকন করবে পাপের নির্মম প্রায়শ্চিত্ত, শিক্ষার্জন করবে ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতা। যেমন আজ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে সাম্প্রতিক কালের খণ্ডাকৃতির রাশিয়া। অনুরূপ বিশ্বশ্রেষ্ঠ যালেম শাসক ফেরাউন মিছরের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে পরবর্তী বিশ্বশ্রেষ্ঠ রক্তপিয়াসি হিংস্র পশুদের আগাম শিক্ষার্জনের জন্য; এছাড়া নমরূদ, কারূণ, হামান, আবু জাহল, আবু লাহব প্রমুখ কুখ্যাত হায়েনারাও।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ইরাকীরা মাতৃভূমির স্বকীয়তা রক্ষায় মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে পাশ্চাত্যের স্বার্থলোলুপ জিঘাংসু হায়েনাদের বিরুদ্ধে। তাদের এ অভিযান আরো তীব্রতর হোক, আক্রমণ হোক আরো রক্ষণাত্মক, বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হোক তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য, সফল হোক তাদের বিজয়াভিযান। তাই এ মুহূর্তে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত হ'তে ইরাকী মুসলিম বীর সেনানীদের উদ্দেশ্যে আমরা উপহার দিতে পারি বাংলার স্বাধীনচেতা বিদ্রোহী কবি কাযী নযরুল ইসলাম-এর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!' কবিতার একাংশ-

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!

চিকিৎসা জগৎ

শ্রবণ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে জীন থেরাপী

মানুষের অন্তঃকর্ণের শব্দ নির্ণয়কারী হেয়ার সেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রতিবছর যে লাখ লাখ লোক শ্রবণ ক্ষমতা হারায় তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। জীন থেরাপী ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রবণ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ইয়েহোয়াশ র‍্যাফেল (Yehoash Raphel) এবং তার সহকর্মীরা জীন থেরাপী ব্যবহার করে গিনিপিগের কানে নতুন হেয়ার সেল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। 'এটি একটি বিরাট আবিষ্কার'- বলেছেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রবণ বিশেষজ্ঞ (hearing expert) আলেক সল্ট। তার মতে, ছোটখাট পরিবর্তনের মাধ্যমে একই পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব। কারণ গিনিপিগ এবং মানুষের অন্তঃকর্ণের গঠন প্রায় একই রকম।

হেয়ার সেলের কাজ অনেকটা মাইক্রোফোনের মত শব্দকে নার্ভ সিগনালে রূপান্তরিত করা, যেটা নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন কারণে এই সেলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত বা একদম অকেজো হয়ে যেতে পারে। যেমন- প্রচণ্ড শব্দ, ইনফেকশন কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণ। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে একবার নষ্ট হয়ে গেলে এই সেলগুলি পুনরায় আর জন্মায় না। 'ককলিয়ার ইমপ্লান্ট' নামক অপারেশনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হেয়ার সেল ব্যবহার না করেই শব্দকে সরাসরি নার্ভ সিগনালে রূপান্তরিত করা যায় এবং নার্ভে সেটা প্রেরণ করা যায়। কিন্তু প্রায় তিন ঘন্টা দীর্ঘ ঐ ধরনের এক একটি অপারেশন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া সফল একটি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট অপারেশনের মাধ্যমেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী র‍্যাফেল তার গবেষণায় ১৪টি গিনিপিগ ব্যবহার করেন। প্রতিটি গিনিপিগের অন্তঃকর্ণের ফ্লুইড ক্যাভিটি ঘিরে যে কোষগুলি বিদ্যমান, সেগুলিতে তিনি অ্যাডেনোভাইরাস নামক একটি ভাইরাস-এর মাধ্যমে 'ম্যাথ ওয়ান' (math 1) নামক একটি জীন প্রবেশ করিয়ে দেন। ঐ জীনটি অল্প কিছুদিন সেখানে কার্যকর থাকবে এবং তারপর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

'ম্যাথ ওয়ান' নামক ঐ জীনটির কাজ হচ্ছে, অন্তঃকর্ণের নতুন কোষকে 'অডিটরি হেয়ার সেল'-এ রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা যোগানো। যেসব কোষে 'ম্যাথ ওয়ান' জীনটি 'অন' (on) করা থাকবে, সেসব কোষ 'হেয়ার সেল'-এ রূপান্তরিত হবে। অন্যদিকে যেসব কোষে ম্যাথ ওয়ান 'অফ' (off) থাকবে, সেসব কোষ 'নন-সেন্সরী হেয়ার সেল'-এ রূপান্তরিত হবে। মানুষের শরীরে ব্যবহারের জন্য এই পদ্ধতিটি এখনও পুরোপুরি তৈরী নয়। তবে র‍্যাফেলের মতে 'জীন থেরাপীর জন্য কান খুবই উপযুক্ত একটি অঙ্গ। এটি দেহ থেকে বেশ খানিকটা পৃথক। ফলে জীন বহনকারী ভাইরাসগুলিকে যেখানে যেখানে প্রয়োজন ঠিক সেখানেই প্রবেশ করানো সম্ভব এবং ঐ ভাইরাসগুলি দেহের অন্য কোন স্থানে বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। তাছাড়া 'ম্যাথ ওয়ান' (math 1) নামক জীনটি কোষগুলিতে কোষ বিভাজনের কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না। ফলে দেহে এটি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টি করে না।

যদিও ঐ হেয়ার সেলগুলি বরাবর নিউরন বা স্নায়ুকোষ সৃষ্টি হয়েছে, তথাপি এটি এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে, গিনিপিগগুলি ঐ হেয়ার সেল ব্যবহার করে শুনতে পাচ্ছে। তাছাড়া এটাও দেখতে হবে যে, ঐ হেয়ার সেলগুলি সঠিক দিক বরাবর বিন্যস্ত কি-না। 'কারণ বিন্যাসগত ত্রুটির কারণেও শ্রবণ সংক্রান্ত নানা সমস্যার উদ্ভব হয়' বলেছেন মেরিল্যান্ডে অবস্থিত 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন ডিফনেস (Deafness) এন্ড আদার কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার' নামক সংস্থার একজন গবেষক ম্যাথিউ কেলী। ম্যাথিউ কেলীর নেতৃত্বে একদল গবেষক সম্প্রতি এমন একটি জীন আবিষ্কার করেছেন, যেটি হেয়ার সেলকে সঠিক দিক বরাবর বিন্যস্ত করে।

নিমগাছ চুলকানিসহ যে কোন চর্মরোগে উপকারী

বিবরণঃ নিম একটি মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্র ঝরা বৃক্ষ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে নিমগাছের পাতা ঝরে নতুন পাতা গজায়। নিমগাছের বাকল গাঢ় ধূসর বর্ণের ও অসমৃণ। ফুল সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি। প্রতি ফলে একটি বীজ থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্র নিমগাছ চাষ করা হয়। নিমগাছের ছাল, পাতা, ফুল ও বীজ ভেষজ ওষুধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

কার্যকারিতাঃ

(১) চুলকানিসহ যে কোন চর্মরোগে নিম তেল ব্যবহার করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়।

(২) নিমের ছাল সিদ্ধ করে পানি খেলে ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং নিম ফুল ভাজি করে খেলে রাতকানা উপশম হয়।

(৩) ১ গ্রাম নিম পাতার গুঁড়া সকালে খালি পেটে পানি দিয়ে খেলে ছোট কৃমির উপশম হয়।

(৪) নিম পাতার রস ২০-৩০ ফোঁটা একটু মধুর সাথে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে জণ্ডিস রোগ ভাল হয়।

(৫) নিমের ছাল ৪-৫ গ্রাম ১ কাপ গরম পানিতে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে খেলে পেটের অজীর্ণ ভাল

হয়।

(৬) নিম বীজের তৈল মারগোসা সাবান, কসমেটিকস তৈরী ও পোকা-মাকড় নিবারণে ব্যবহৃত হয়।

(৭) প্রস্রাবের পর যোনি ক্ষতে নিম পাতার কাথ দিয়ে যোনি পথ ধুলে চুলকানিসহ যোনি ক্ষতের উপকার হয়।

(৮) যকৃৎ ও লিভারের ব্যথায় নিম ছাল ১ গ্রাম+কাঁচা হলুদ আধা গ্রাম+আমলকীর গুঁড়ো ১ গ্রাম এক সাথে মিশিয়ে পানি দিয়ে গুলিয়ে সকালে খালি পেটে ১ সপ্তাহ খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

পুদিনা বাতব্যথা ও পেট ফাঁপা সারাবে

বিবরণঃ পুদিনা একটি বর্ষজীবী গাছ। এর গন্ধ তীব্র। পাতা খুব ছোট ছোট। পাতার উভয় কিনারায় খাঁজ কাটা থাকে। পুষ্পদণ্ড খুবই নরম। বহির্বাস লোমযুক্ত এবং পুষ্পস্তবকের মধ্যে থাকে। পুদিনার আরও কয়েকটি শ্রেণী আছে। আমাদের দেশে যে পুদিনার চাষ করা হয় তার কোন ফুল হয় না। পুদিনা সাধারণত মূল বা কাটিং থেকে চাষাবাদ হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ পাতা ও ডাল।

কার্যকারিতাঃ

(১) বাতব্যথায় পুদিনা পাতা ভর্তা করে দিনে ১ বার খেতে হবে। এভাবে অন্তত ১ মাস খেতে হবে।

(২) অনেক সময় শরীরে পানির অভাব ঘটলে প্রস্রাব যেমন পরিমাণে কমে যায়, তেমনি প্রস্রাবের রং লালচে ধরনের হয়ে থাকে। কুড়িটি পুদিনা পাতা চিবিয়ে তারপর ১ গ্লাস পানি পান করলে প্রসাবের পরিমাণ বাড়বে এবং রংও স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

(৩) পুদিনা গাছের শুকনো ডাল ও পাতা ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সে পানি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে খেলে পেট ফাঁপায় সুফল পাওয়া যায়।

(৪) যেকোন ধরনের দাঁতের রোগে পুদিনা গাছের শুকনো ছালকে গুঁড়ো করে দিনে দু'বার দাঁত মাজলে দাঁতের রোগ ভাল হয়ে যায়।

(৫) ১০ গ্রাম পুদিনার টাটকা পাতা কেটে অল্প পানি দিয়ে খেলে বমি বন্ধ হবে।

(৬) মূর্ছা যাবার পর রোগীর নাকের কাছে পুদিনার টাটকা ফলের গন্ধ ধরলে রোগী খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পায়।

(৭) জণ্ডিস বা কামলা রোগে ১০ গ্রাম পুদিনার শুকনো ডাল, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানিতে ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে, অর্ধেক সকালে খালি পেটে এবং বাকি অর্ধেক দুপুরে খেলে রোগের উপশম হয়। তবে নিয়মিত সাতদিন খেতে হবে।

(৮) মাথাব্যথা ও শরীরের ব্যথায় পুদিনার পাতার তেল বিশেষ উপকারী।

মেহেদীঃ চুল ওঠা ও পাকা রোধে কার্যকরী

বিবরণঃ মেহেদী ঘন শাখা ও পাতাবিশিষ্ট গাছ। এটি ৫ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। মেহেদী পাতা ছোট ছোট ও সবুজ বর্ণের। বর্ষাকালে প্রাপ্তবয়স্ক গাছে সাদা বা গোলাপী রং-এর ছোট ছোট অসংখ্য ফুল দেখা যায়। তারপর ছোট ছোট থোকা থোকা ফল হয়। বীজ থেকে বা শাখা কাটিং-এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার সম্ভব। সাধারণত ৬ মাসের কাটিং রোপণের জন্য উপযুক্ত এবং ৪/৫ বছরের গাছ থেকে পাতা আহরণ শুরু করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই মেহেদী গাছ দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশঃ পাতা, ছাল ও ফুল।

কার্যকারিতাঃ

(১) চুল উঠে যাওয়া বা পাকায় ১টি হরিতকি ও ১/২ গ্রাম মেহেদী পাতা একটু থেঁতো করে ২৫০ মিঃ গ্রাম পানিতে সেদ্ধ করে ঠাণ্ডা হ'লে মাথায় মাখলে উপকার পাওয়া যায়।

(২) জণ্ডিস, বসন্ত রোগে, হাত-পায়ের জ্বালায়, নখের রোগে মেহেদী কার্যকরী।

(৩) শ্বেতপ্রদরে ২৫ গ্রাম মেহেদী পাতা সিদ্ধ করে সেই পানি ডুস দিলে সাদাস্রাব ও অভ্যন্তরের চুলকানি প্রশমিত হয়।

(৪) শুক্রমেহ রোগে মেহেদী পাতার রস এক চা চামচ দিনে দু'বার পানি বা দুধের সাথে একটু চিনি মিশিয়ে এক সপ্তাহ খেলে উপকার পাওয়া যায়।

(৫) মুখ ও গলার ক্ষতে নিম পাতা সিদ্ধ পানি মুখে খানিকক্ষণ রাখলে সেরে যায়।

(৬) কানে পুঁজ হ'লে এ পাতার রস ২ ফোঁটা করে কানে দিলে ৪/৫ দিনে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

(৭) চোখ ওঠায় অল্প কয়েকটা পাতা থেঁতো করে গরম পানিতে ফেলে ছেঁকে সেই পানির ফোঁটা চোখে দিলে সেরে যায়।

(৮) মাথায় খুশকি হ'লে মেহেদী পাতার রস লাগালে চলে যাবে এবং হাত রাঙাতে মেহেদী বাটা খুবই কার্যকরী।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

মিষ্টি আলুর পুষ্টিগুণ

মিষ্টি আলু এক প্রকার সবজি বিশেষ। যদিও আমাদের দেশে এটি অবহেলিত ফসল হিসাবে পরিচিত। তাই একে বলা হয় 'গরীবের খাদ্য'। অথচ আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে চাল এবং গমের পরিবর্তে মিষ্টি আলু ব্যবহার করা হচ্ছে। মূল জাতীয় শস্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তি উৎপন্ন করে মিষ্টি আলু। খাদ্যমান বিবেচনায় এর পুষ্টিগুণ গোল আলুর চেয়ে কম নয়; বরং বেশী। প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টি আলুতে শর্করার পরিমাণ ২৮.২ গ্রাম। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের মধ্যে আমিষ ১.২ গ্রাম, চর্বি ০.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৮ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৫৬৫ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি ০.০৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন -সি ২ মিলিগ্রাম এবং খাদ্য শক্তি রয়েছে ১২০ কিলোক্যালরি।

সাদা ও লাল দু'বর্ণের এ আলু সাধারণত সিদ্ধ, ভর্তা, আগুনে পুড়িয়ে এবং মাছ-গোশতের সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে কাঁচাও খাওয়া যায়। মিষ্টি আলু দিয়ে হালুয়া, চিপস, পায়েশ এবং আটার সংমিশ্রণে এর গুঁড়া দিয়ে তৈরী হয় বিস্কুট, রুটি, পাউরুটি, পেস্ট্রি, হরেক রকম পিঠা, কেক প্রভৃতি মুখরোচক খাবার। প্রক্রিয়াজাত করে তৈরী করা যায় শিশুদের বিকল্প খাদ্য। এর আছে আরো গুণ। গ্লুকোজ, চিনি, সিরাপ, স্টার্চ, পেপটিন এবং এ্যালকোহলের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে মিষ্টি আলু। এর কচিপাতা ও ডগা খুবই পুষ্টিকর।

ভুট্টাচাষ বদলে দিয়েছে ছবুর আলীর দুঃখের দিন

গত বছর ৫ একর ১৯ শতাংশ জমিতে ছবুর আলী ৪০ হাযার টাকা ব্যয় করে ভুট্টা চাষ করে বিক্রি করেছিলেন ১ লক্ষ ২৫ হাযার টাকা। গত কয়েক বছর ধরে তিনি ভুট্টা চাষ করছেন। ভাল মুনাফা পেয়েছেন তিনি। ভুট্টা চাষের ঐ আয় দিয়ে ছবুর আলী খড়ের বাড়ী থেকে পাকা বাড়ী, আবাদের জন্য কিনেছেন ২০ শতাংশ জমি, ২ টি পাওয়ার টিলার ও ১টি অগভীর নলকূপ। অগভীর নলকূপ দিয়ে তিনি নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমিতে সেচ দিয়ে আরও বাড়তি আয় করছেন। কিনেছেন দু'টো দুধাল গাভী। চাষী ছবুর আলীর বাড়ী উত্তর জনপদের লালমণিরহাট যেলার হাতীবান্ধা উপযেলার বড়খাতা ইউনিয়নের নিজ গড্ডিমারী গ্রামে।

ভুট্টার চাষ বদলে দিয়েছে ঐ এলাকার কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা। হাতীবান্ধা উপযেলার বড়খাতা ও গড্ডিমারী ইউনিয়ন দু'টির বেশীর ভাগ জমি থাকে অনাবাদী। এক সময় এই জমিগুলিতে একেবারেই ফসল হ'ত না। এই এলাকার কৃষকরা অর্থ সংকটের কারণে চাষাবাদ করতে পারত না। প্রতি বর্ষা মৌসুমের সময় তারা শুধু আমন ধানের চাষ করে। তাও পরিমাণে অত্যন্ত কম। বর্ষার পানিতে আমন চাষ হয় বলে এই চাষীদের খরচ কম। অন্য সময় হাল-চাষ, সেচ, কীটনাশক, রাসায়নিক সার দিতে হয় বলে খরচও বেশী। এই এলাকায় আগে থেকেই ভুট্টা চাষ হ'ত। তা হ'ত কোন পদ্ধতি ছাড়াই। ফলে ফসলের ফলন হ'ত খুবই কম। উক্ত এলাকায় ভুট্টা চাষের সম্ভাবনা যাচাই করতে গত কয়েক বছর ধরে সেখানে পদ্ধতিগতভাবে ভুট্টা চাষ করা হচ্ছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ভুট্টাচাষে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মুজীবুর রহমান খান বিগত ২০০১ সালের হাইব্রিড ভুট্টা বীজের লিংকেজ ও চাষীদের উৎপাদিত ভুট্টা বিক্রির জন্য মেসার্স কাজী ফার্মস লিমিটেডের সাথে ফরওয়ার্ডিং লিংকেজ তৈরী করে দেওয়ায় এই এলাকার ভুট্টাচাষীরা ন্যায্যমূল্যে ভুট্টা বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হয়েছেন। উক্ত দু'ইউনিয়নের ১ হাযার ৫শ' ভুট্টাচাষীকে উক্ত ব্যাংক ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান।

উল্লেখ্য যে, প্রতি একরে ৯০ থেকে ১শ' মণ পর্যন্ত ভুট্টার ফলন হয়। প্রতি একরে চাষীদের ব্যয় হয় মাত্র ৮ হাযার টাকা। আয় হয় ২০ থেকে ২৫ হাযার টাকা পর্যন্ত। চাষীরা ভুট্টা চাষ করে তামাক বা আলুর চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে ইতিমধ্যেই। আমাদের দেশে ৩ লক্ষ ছোট-বড় পোল্ট্রি ফিড শিল্প আছে। পশুখাদ্য হিসাবে প্রতি বছর ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে ভুট্টার উৎপাদন হয় মাত্র আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন। বাকী সাড়ে ৭ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানী করতে হয়। তিনি ভুট্টা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় দিক উল্লেখ করে বলেন, প্রতিবছর সাড়ে ৭ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা বিদেশ থেকে আমদানী করতে প্রায় প্রতি কেজি ৭ থেকে ৮ টাকা হ'লেও ১ হাযার কোটি ডলার দরকার, দেশীয় মুদ্রায় যার মূল্য দাঁড়ায় ৬ হাযার কোটি টাকা। আমাদের দেশের চাষীরা যদি ভুট্টা চাষ করে দেশের চাহিদা মেটাতে পারতো, তাহ'লে প্রতি বছর দেশের ৬ হাযার কোটি টাকা সাশ্রয় হ'ত।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

কবিতা

টেলিভিশন

-মুহাম্মাদ সেলীম আহমাদ
শিমুলেশ্বর, নবগ্রাম, ঝালকাঠী।

ব্যস্ত যারা টিভির নেশায়
শুধুই থাকে ছবির আশায়,
টেলিভিশনে মত্ত হয়ে
মনটি তাদের দেয় বিলিয়ে।
নেশাগ্রস্ত হয়ে সবে
টেলিভিশনের শ্রোতা সাজে,
খবর প্রচার শুরু হ'লে
শ্রোতারা সব কেটে পড়ে।
সংখ্যালঘু শ্রোতাজনে
দেশ-বিদেশের খবর শুনে,
টিভি যেন ফ্যাশন হয়ে
দর্শনার্থীর মন যোগায়।
সেই ফ্যাশনে পড়ে শ্রোতা
আপন প্রভুকে ভুলে যায়।
সৃষ্টিকর্তার বিধান মানো
অশ্লীল ছবি বর্জন করো,
জীবন-মৃত্যুর কথা ভাবো
নেকী-বদীর হিসাব করো।
শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে
শ্রোতাকূলের জ্ঞান বাড়ে,
বিজ্ঞানের এই অবদান
হ'লে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ।

কল্পনা

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা তহশীল ক্যাম্প
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।

লতা হবে মহাকবি
শিল্পী ছড়াকার,
গল্প ছবি উপন্যাসে
রুখবে স্বৈরাচার।
দেশ প্রেমের রাজনীতি সে
করবে বরাবর,
উধাও হবে সন্ত্রাসীরা
সকল মীরজা'ফর।
আরো হবে নোবেল জয়ী
বিশ্ব বৈজ্ঞানিক,
ধ্বংস হবে মারণাস্ত্র
সকল আণবিক।
আবিষ্কার সে করবে এমন
নাশ হবে না জীব,
বিশ্ব হবে এক পরিবার
সবুজ চিরঞ্জীব।

হাম্দ

-তারিক আনিকেত
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

আকাশের নীল আর সাগরের জল
ফসলের মাঠ আর গাছে ফুল ফল
পাখিদের কণ্ঠের সুমধুর গান
দয়াময় আল্লাহ তোমারই দান।

বছরের বারো মাস রাত আর দিন
আদমের জাত আর আগুনের জ্বিন
মানুষেরা পেয়ে যায় বেশি সম্মান
দয়াময় আল্লাহ তোমারই দান।

সূর্যের আলো আর চন্দ্রের হাসি
রাত্রির আকাশে তারা রাশি রাশি
বর্ষার রিমঝিম শুনি পেতে কান
দয়াময় আল্লাহ তোমারই দান।

ঈদে মীলাদুন্নবী

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
রাজপুর, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বাংলাদেশের মুসলমানের তিনটি হ'ল ঈদ,
১২ রবী'উল আউয়াল এলে থাকে নাতো নিন্দ।
ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা খুশির প্রতিচ্ছবি,
কিন্তু বেশি খুশি আনে ঈদে মীলাদুন্নবী।
চারিদিকে ধুম পড়ে যায় নবীর জন্ম দিনে,
প্রতিযোগিতায় নামে সবে মিষ্টি বিতরণে।
ছুটি থাকে ঘোষিত যে সরকারীভাবে,
বাজেট করে লক্ষ টাকা মীলাদ উৎসবে।
সারা বছর যদিওবা ছালাত-ছিয়াম নাই,
এই দিন এলে সবাই মুমিন বনে যায়।
লাগে বড় আফসোস নবীর মৃত্যু দিনে,
জন্মোৎসব পালন করে সবাই গভীর ধ্যানে।
বানোয়াটি দরূদ পড়ে নবীর দেখা পায়,
আশেকে কেউ বিভোর হয় ফানা ফিল্লায়।
আল্লাহ আর নবীজিকে এক বানিয়ে,
মীলাদের মাহফিলে দেয় বসিয়ে।
এদেশের মুসলমানের আজব কারবার,
নেকীর নামে বইয়ে দেয় শিরকের ঝড়।
কুরআন-হাদীছ মানতে তাদের নেই কোন খবর,
নবীর নিষেধ পালন করে মজা পায় জবর,
ঈদের নামে নব তৈরী আরেক নতুন ঈদ,
ইবাদত নয়তো বরং দ্বীনের তরে যিদ,
ভাল বলে চালিয়ে দেয় এ ধরনের আমল,
বিদ'আতে হাসানার নামে করে যায় সকল।
লাভ নেই ঐ আমলে হোকনা যতই ভাল।
আসল হ'ল যদি মান কুরআন-সুন্নাহ্র আলো।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১। ৬৮৮ টাকা (৫০০+১০০+৫০+২০+১০+৫+২+১)।
২। পরবর্তী সংখ্যাটি হবে ১২ (১ম সংখ্যাটি ১ করে কম এবং ২য় সংখ্যাটি ১ করে বেশী হবে)।
৩। ৬.৯১ টাকা হবে (১+৫+১০+২৫+৫০+১০০+৫০০=$\frac{৬৯১}{১০০}$ =৬.৯১)।
৪। ১৬ হবে (পরবর্তী বেজোড় সংখ্যাগুলি যোগ হবে যেমনঃ ০+১=১+৩=৪+৫=৯+৭=১৬)।
৫। ২ টাকা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। গরমকালে সাদা এবং শীতকালে রঙিন কাপড় পরিধান করা আরামদায়ক। কারণ সাদা কাপড়ের তাপ শোষণ ক্ষমতা কম এবং রঙিন কাপড়ের বেশী।

২। আগুনে পানি দিলে প্রচুর তাপ টেনে নেয়। বাষ্প অগ্নিশিখার চারপাশে আস্তরণ সৃষ্টি করে, ফলে বায়ু কাছে যেতে পারে না। তাই আগুন নিভে যায়।

৩। বাতাসে অক্সিজেন থাকে। অক্সিজেন দহনে সহায়তা করে। তাই বাতাস ছাড়া আগুন জ্বলে না।

৪। শীতকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে বায়ু শুষ্ক থাকে এবং কম তাপ শোষণ করে তাই বেশী ঠাণ্ডা লাগে।

৫। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'লে বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বেশী থাকে। ফলে মেঘমুক্ত রাতের চেয়ে মেঘাচ্ছন্ন রাতে আর্দ্র বায়ুর মধ্য দিয়ে বিকীর্ণ তাপ কম সঞ্চারিত হয়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ শীতল থাকে।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দেশ)

১। কোন্ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি অবিবাহিত?
২। ইতিপূর্বে কোন্ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি ছিল মা ও কন্যা?
৩। রজতজয়ন্তীর ভিতর দু'বার স্বাধীন হ'ল কোন্ দেশ?
৪। কোন্ দেশের চতুর্সীমা একটি রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত?
৫। কোন্ দেশে মানুষ বাস করে না?

❒ মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। মেয়েদের স্বর পুরুষের চেয়ে কিছুটা মিহি/পাতলা ও সুরেলা কেন?
২। মানবদেহে লোমকূপের কাজ কি?
৩। মানুষের পাকস্থলীর যে এ্যাসিড শক্ত ও অন্যান্য খাবারকে গলিয়ে দেয় তার নাম কি?
৪। ভিজা কাপড় গায়ে শুকালে সর্দি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেন?
৫। শীতকালে আমরা ঠোঁট ও মুখমণ্ডলে গ্লিসারিন মাখি কেন?

❒ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

❑ ষষ্ঠিতলা, যশোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ কাযী আতাউল হক
উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ আবুল খায়ের
পরিচালকঃ হাফেয আবু তাহের
সহ-পরিচালক ঃ আবুল কালাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছাক্বিব বিন আব্দুল হান্নান।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসিব
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আরীফ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ কুরবান আলী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ জাহিদুল হাসান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ সাব্বীর।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ আয়েশা আখতার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ সুইলা সাফারা বিনতে আব্দুল হান্নান
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ তাজনীন জাহান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ শামীমা আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ শায়লা আখতার।

❑ বিরন্তইল দেওয়ানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ নুহীর আলী মণ্ডল
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান
পরিচালকঃ তোযাম্মেল হক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রুবেল
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ শু'আইবুর রহমান।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রাশীদা পারভীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ খাদীজা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ শাহনাজ পারভীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ পপি খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ সুলতানা খাতুন।

❑ আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর শাখা, গাবতলী, বগুড়াঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুর রহীম (শিক্ষক, অত্র মাদরাসা)
উপদেষ্টা ঃ হাফেয মুখলেছুর রহমান (শিক্ষক, অত্র মাদরাসা)
পরিচালকঃ আব্দুস সালাম (৮ম শ্রেণী)
সহ-পরিচালক ঃ নাঈম (৮ম)
সহ-পরিচালক ঃ ইউনুস (৭ম)।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল্লাহ (৭ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আকীবুল হাসান (৬ষ্ঠ)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল আযীয (৫ম)

৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ইবনু ইয়াসীন (৩য়)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ সুলতান মাহমূদ (৪র্থ)।

প্রশিক্ষণঃ

মোহনপুর, রাজশাহী ৪ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য স্থানীয় পাঁচপাড়া দাখিল মাদরাসায় সকাল ১১-টা ৩০ মিনিট থেকে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান, মোহনপুর উপযেলার সোনামণি পরিচালক আব্দুল আলীম সরকার ও পাঁচপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আশরাফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুর্তযা বিন ইমরান। কুরআন তেলাওয়াত করে রেফাতুল্লাহ এবং জাগরণী পরিবেশন করে রেশমা খাতুন। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র উপযেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র-এর দায়িত্বশীলগণ ও অত্র মাদরাসার সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

গাবতলী, বগুড়া ১০ মার্চ বুধবারঃ অদ্য স্থানীয় নশিপুর মাদরাসায় বাদ যোহর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলা সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আরীফুল ইসলাম ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব আবুল হোসাইন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রহীম। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুলতান মাহমূদ (৪র্থ শ্রেণী), জাগরণী পেশ করে আব্দুল্লাহ (৭ম শ্রেণী)। প্রশিক্ষণে দু'শতাধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে নাশিপুর মাদরাসা শাখা গঠন করা হয়।

পবা, রাজশাহী ২৬ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য স্থানীয় বিরস্তইল দেওয়ানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৭.৩০ মিনিট হ'তে সোনামণি আব্দুর রায্যাকের কুরআন তেলাওয়াত ও আফতাবুদ্দীনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ তোয়াম্মেল হক। বৈঠক শেষে অত্র মসজিদে সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

সোনামণি সমাবেশ

ষষ্ঠিতলা, যশোর, ৫ মার্চ, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯.৩০ মিনিট হ'তে দুপুর ১২-টা পর্যন্ত স্থানীয় ষষ্ঠিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব কাযী আতাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র উপদেষ্টা ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহদী হাসান। সমাবেশ শেষে সোনামণি যশোর মহানগরী শাখা গঠন করা হয়।

নদী বয়ে যায়

-মুহাম্মাদ রফীউল করীম
৯ম শ্রেণী যেলা স্কুল, কুষ্টিয়া।

নদী বয়ে যায়
সুদূর অজানায়,
ঢেউয়ের নৃত্যে
স্রষ্টার ইশারায়।

আঁকা-বাঁকা স্রোতে
দূরের কোন পথে,
বয়ে যায় নিরবধি
সুদৃঢ় শপথে।

গোধূলিমাখা সন্ধ্যায়
দিনের বিদায় বেলায়,
আযানের সুরে
তরঙ্গ ছুটে যায়।

সাঁঝের লালিমায়
হে অকুতোভয়,
এ নিশিথের প্রান্তরে
হবে ফের সূর্যোদয়।
তবু নদী বয়ে যায়,
স্রষ্টার ইচ্ছায়।

সাধনা

ফরীদুল ইসলাম

পিতা গুরু, মাতা গুরু আর যারা গুরুজন
তাদের কথা মানি মোরা সারাটি জীবন।
গুরুজনের করি সেবা, মানি কথা সবই
খুশী হন আল্লাহ পাক, দয়াল নবী।
শিক্ষক ও যে গুরুজন এই কথা জানি,
আদেশ করেন যা, খুশি মনে মানি।
সেবা করি, করি সদা সৎ ব্যবহার
তাদের দো'আ নিয়ে প্রিয় হই সবার।
বড়দের কথা মানি, করি সম্মান,
ছোটদের করি আদর, স্নেহ করি দান।
সত্য-ন্যায়ের পথে চলি সারাক্ষণ
লাভ করব জান্নাত এ মোর পণ।
প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে চলি
ভাল ব্যবহার আর ভাল কথা বলি।
দুঃখী হই তার দুঃখে, সুখী হই সুখে,
অভাবে সাহায্য করি হাসি মুখে।
সত্য কথায় সবে খুশী, সত্য কথা বলি,
কথা দিয়ে কথা রাখি, নবীর পথে চলি।
রোগীর সেবা করি, ঘৃণা করি না,
অপচয়কারীকে প্রভু ভালবাসেন না।
পরনিন্দা বদ কাম সকলে জানি,
পরনিন্দা মহাপাপ শেষ নবীর বাণী।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুফারিশ

সদ্য পেশকৃত মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর শিক্ষাস্তরে রূপান্তরের লক্ষ্যে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুফারিশ করেছে। শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে কেন্দ্রীভূত শিক্ষা প্রশাসনের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতি উপযেলায় একটি করে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমমানের শিক্ষা দান, মাধ্যমিক পর্যায়ে অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সংস্কার, শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল প্রদান, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১ঃ৪০-এর মধ্যে রাখা এবং কোচিং সেন্টার ও নোট বই নিষিদ্ধের সুফারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের তদারকির দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের উপরে অর্পণ করতে সুফারিশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী ১০ বছরে প্রতি উপযেলায় একটি করে আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ২৫টি করে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে। বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণসহ সরকারী কর্ম কমিশনের মত পৃথক একটি নিরপেক্ষ কর্মকমিশন গঠনের তাকীদ দিয়েছে। শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পাঠদান নিশ্চিত করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে সুফারিশ করা হয়েছে।

[পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের বিগত ৫৬ বছরে ২৪টি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ হয়েছে। কোনটাই আলোর মুখ দেখেনি। দেশ চলছে বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে। শিক্ষিত জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিলাসী সরকারগুলির এ ধরনের পদক্ষেপ বন্ধ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা আমাদের পরামর্শ পেশ করেছি। সরকার ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন। দ্রঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '০৪; দৈনিক সংগ্রাম ৮ ফেব্রুয়ারী; দৈনিক ইনকিলাব ১৮ ফেব্রুয়ারী (স.স)]

২০১৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২৮ কোটি

২০১৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২৭৯.৯ মিলিয়ন (২৭ কোটি ৯৯ লাখ)। অর্থাৎ বর্তমানের দ্বিগুণেরও বেশী। গত ১২ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৬%। 'যুক্তরাষ্ট্র সেনসাস ব্যুরো' কর্তৃক বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতির উপর পরিচালিত এক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত সংস্থার মহাপরিচালক ডঃ খন্দকার মনছুর গত ৬ এপ্রিল এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, গত ১২ বছরে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১০৯.৯ মিলিয়ন (১০ কোটি ৯৯ লাখ)। ২০০২ সালে তা বেড়ে ১৩৫.৭ মিলিয়ন (১৩ কোটি ৫৭ লাখ) হয়েছে। বৃদ্ধির এই হার হচ্ছে ২৩.৬%। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০%। ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩% এবং শ্রীলংকায় ১৪%।

ডঃ মনছুর বলেন, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনবহুল দেশ হচ্ছে চীন এবং দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে ভারত। 'সেনসাস ব্যুরো'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০৩৭ সালে ভারত হবে সবচেয়ে বেশী জনবহুল দেশ এবং চীন হবে দ্বিতীয়। অপরদিকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ।

[এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। বাংলাদেশের সমপরিমাণ ভূমি বঙ্গোপসাগরে জেগে উঠছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মাটির নীচে যে উন্নতমানের কয়লা ও অফুরন্ত তৈলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা সঊদী আরবকেও ছাড়িয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তখন বাংলাদেশীদের বর্তমান মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ৩৬২ ডলার থেকে বেড়ে ৪৪০০-এর উপরে গিয়ে দাঁড়াবে। এরপরেও আমরা মুসলমান। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সবকিছু পরিমাণমত সৃষ্টি করেন। আমাদের অভাবের জন্য আমাদের ভুল ব্যবস্থাপনা দায়ী। এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ্র দেওয়া বিধানের দিকে ফিরে যেতে হবে (স.স)]

পানির অভাবে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে

পানির অভাবে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। ৭ বছরে প্রকল্প এলাকার কৃষকরা ৫শ' কোটি টাকার ফসল উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা যেলার ১৩টি থানা এলাকার ৩ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। যার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয় ১৯৭০-এর দশকে। পরবর্তীতে 'উফশী' জাতের ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হ'লে সেচের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সময় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১১২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প পুনর্বাসন কর্মসূচী শুরু হয় এবং সর্বমোট ১৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৮৪ সালের জুন মাসে কার্যক্রম শেষ হয়।

১৯৭৫ সালে ভারতের ফারাক্কা বাঁধের কারণে সম্ভাবনাময় এ প্রকল্প প্রথমবারের মত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চালু এ প্রকল্পে ১৯৯২ সালে পদ্মার পানি প্রবাহ সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসায় এটি বন্ধ হয়ে যায়। নেমে আসে এলাকার কৃষকদের ভাগ্যে চরম বিপর্যয়। কর্তৃপক্ষ ৭ বছর যাবৎ পানি সরবরাহ করতে না পারায় কৃষকরা বঞ্চিত হয় ৫শ' কোটি টাকার ফসল থেকে।

১৯৯৬ সালের শেষ দিকে প্রকল্পের প্রধান সেচ খালের মুখে পদ্মা নদীতে বিশাল বালু চর পড়ায় পানি ঢুকতে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ড্রেজার দিয়ে বালু অপসারণের কাজ করা হ'লেও অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। ত্রুটিপূর্ণ এক অপরিকল্পিত অপসারণ কাজের ফলে পানি সরবরাহের সমস্যা রয়েই গেছে। পানির অভাবে কোন কোন এলাকায় কৃষকরা এবার বীজতলা

পর্যন্ত তৈরী করতে পারেনি। গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে পদ্মা নদীর সর্বনিম্ন পানির স্তর ধরা হয়েছিল ২২ ফুট। অথচ বর্তমানে তা ৫ ফুটে নেমে এসেছে। যার ফলে সেচ কার্যক্রম পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়েছে। কৃষকদের মধ্যে ক্রমেই উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

[প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির বন্ধুত্বের (?) ছোবলে আক্রান্ত বাংলাদেশের রাজনীতিকরা বিষয়টা যত দ্রুত বুঝবেন, ততই মঙ্গল। নিজের দেশ ও জনগণকে অন্যের আগ্রাসনের খোরাক বানায় যারা, তারা দেশপ্রেমিক নয়। তাই গোলামী চুক্তি বাতিল করে সত্যিকারের অর্থে দেশকে স্বাধীন করুন এবং নদী মাতৃক বাংলাদেশের আদি চেহারা ফিরিয়ে আনুন (স.স)]

মাটিরাঙ্গা সীমান্তে বাংলাদেশের ১৫শ' একর ভূখণ্ড ভারতের দখলে

খাগড়াছড়ি যেলার দুর্গম সীমান্ত এলাকা আসালং-এ বাংলাদেশের ১৫শ' একর ভূখণ্ড ভারতের আগ্রাসনে চলে গেছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বিশাল এ ভূখণ্ডের উপর বিএসএফ-এর ক্যাম্প, বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন ও পাকা সড়ক নির্মাণ করেছে। পাকা সড়কের উপর দিয়ে চলছে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যানবাহন। একটি সূত্র জানায়, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি যেলার সীমান্ত এলাকায় ফেনী নদীটি বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত রেখা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছিল। যে সুবাদে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫-৮৬ সালের দিকে আসালংছড়া এলাকায় ফেনী নদী উৎসমুখে কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ ও ক্যানেল তৈরী করে ফেনী নদীর গতি পরিবর্তন করে দিয়ে বাংলাদেশের ১৫শ' একর বিশাল ভূখণ্ডটি জবর দখলের চেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর বিরামহীন হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের কারণে আসালং এলাকা থেকে বাঙ্গালীদের নিরাপদে সরিয়ে আনার প্রেক্ষিতে ভারতের দখল প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং ঐ ভূখণ্ডের উপর ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ভারতীয় নাগরিকরা বসতি স্থাপন শুরু করে। বসবাসরত ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকজনও ভারতের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদেরকে ভারতের নাগরিক হিসাবে দাবী করে। অথচ খাগড়াছড়ি যেলা প্রশাসনের দপ্তরে রক্ষিত রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক।

মূলতঃ ১৯৯৫ সালেই বাংলাদেশ ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খামখেয়ালীপনার কারণে আসালং-এর এ বিশাল ভূখণ্ডটি বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যায়। সে সময় বাংলাদেশ ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এলাকা সরেজমিনে জরিপ না করে ভারতের উপস্থাপিত নথিপত্রে সম্মতি প্রকাশ করে ফেনী নদীর উৎসমুখে কৃত্রিম বাঁধ তৈরীর মাধ্যমে সৃষ্ট ক্যানেলকে দু'দেশের সীমান্ত রেখা স্বীকার করে নেয়ার মাধ্যমে আসালং সীমান্ত এলাকার ১৫শ' একর ভূখণ্ড ভারতের হাতে তুলে দেয়। ভারত দ্রুত বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর সীমান্ত পিলার নির্মাণ করে দখল পাকাপোক্ত করে।

[ঐ সময় বর্তমান বি,এন,পি সরকার ক্ষমতায় ছিলেন। কি করণে তারা সেদিন এই ভূখণ্ড ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং বর্তমান ক্ষমতাকালে গত আড়াই বছরে কেনইবা তারা উক্ত ভূমি পুনরুদ্ধার করেননি, তার কৈফিয়ত তাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন যেলার সীমান্ত এলাকায় বহু ভূমি আগ্রাসী ভারতের দখলে রয়েছে। সেগুলি দ্রুত উদ্ধার করুন (স.স)]

টিউবওয়েল থেকে গ্যাস!

নাটোর সদর উপযেলার কাফুরিয়া ইউনিয়নের বিলটুঙ্গী দহেরপাড় গ্রামের জনৈক শুকুর আলীর বাড়ীর টিউবওয়েল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস বের হচ্ছে। এ খবর জানাজানি হ'লে অসংখ্য মানুষ এ দৃশ্য দেখার জন্য তার বাড়ীতে ভিড় জমায়। প্রাকৃতিক গ্যাস বের হওয়ার এ খবর পেয়ে নাটোর যেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূমি উপমন্ত্রী এডভোকেট রূহুল কুদ্দূস তালুকদার দুলু, নাটোরের ডিসি ও পুলিশ সুপার স্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়ে উক্ত গ্রামে যান এবং টিউবওয়েল দিয়ে গ্যাস বের হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন।

গত ৫ বছরে সাড়ে ৫ লাখ প্রতিষ্ঠান বন্ধ

গত ৫ বছরে দেশে ৫ লাখ ৬৪ হাযার ৬৫৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তীব্র মূলধন সংকট এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধের প্রধান কারণ। সম্প্রতি 'ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সহায়তা ও সেবা' (মাইভাস) প্রকাশিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জাতীয় জরিপ ২০০৩-এর প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৫১ ভাগ মূলধন সংকটের কারণে, ২৪ ভাগ ব্যক্তি পেশা পরিবর্তন এবং ১০ ভাগ বিপণন সমস্যার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আশার কথা হ'ল, দেরিতে হ'লেও সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান সমস্যা নিরসনে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। রেডিও-টিভি আর জনসভাগুলিতে কেবল উন্নয়নের জোয়ার দেখা যায়। অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দিয়ে সরকার ক্রমান্বয়ে দেশকে বিদেশের বাজারে পরিণত করছেন। লাখ লাখ কর্মজীবীকে বেকার করছেন।

উল্লেখ্য যে, দেশে এরকম ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬০ লাখ। আর এর ৭০ শতাংশই গ্রামে অবস্থিত। এ খাতে নিয়োজিত মোট কর্মরত মানুষে সংখ্যা ৩ কোটির বেশী।

[শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ রাষ্ট্রদেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া। কর্মরত তিন কোটি লোককে বেকার বানানো কোন ভাল সরকারের লক্ষণ নয়। এই সাথে প্রতি বছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা কয়েক লাখ শিক্ষিত বেকার ঐ সাথে যোগ হচ্ছে। অতএব বেকারত্ব নয়, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই যোগ্য সরকারের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে মনে করি। 'কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' দায়িত্ব সচেতন হবে কি? (স.স)]

৪০ হাযার বর্গমাইল সমুদ্র এলাকা অরক্ষিত

বাংলাদেশে সার্বিক জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার ভিত যে কতটা দুর্বল এবং সেকেলে, চট্টগ্রামে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক হওয়ার ঘটনায় তারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিশাল সমুদ্র এলাকায় চোরাচালান দমন বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেরূপ নযরদারী ব্যবস্থা থাকার কথা তা আদৌ বাংলাদেশের নেই এবং এ নিয়ে কোন মাথা ব্যথাও সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদদের নেই। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা ও নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থা, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, নৌবাহিনীকে অবকাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করার ক্ষেত্রে তারা ন্যূনতম বরাদ্দও প্রদান করছেন না। জানা গেছে প্রায় ৭শ' কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল ও ৪০ হাযার বর্গমাইল ব্যাপী 'এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন' বা 'ইইজেড' পাহারা দেওয়ার ন্যূনতম কোন ব্যবস্থাই নেই। অভিযোগ পাওয়া গেছে, চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি শক্তিশালী চোরাচালানী সিন্ডিকেটের ব্যাপক প্রভাবের কারণেই সরকারী পর্যায়ে দিনের পর দিন কোষ্টগার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোল বোট ও সরঞ্জাম ক্রয় পিছিয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানিয়েছে, গত দশ বছরে কোষ্টগার্ডকে দেওয়া হয়েছে মাত্র দু'টি পেট্রোল বোট ও পাঁচটি ক্ষুদ্রাকৃতির রিভারাইন বোট। আর এই বিশাল সমুদ্র এলাকায় চোরাচালানসহ যাবতীয় প্রহরা কাজ চালাবার জন্য কোষ্টগার্ডে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪২৫ জনকে। অথচ পর্যাপ্ত কোষ্টগার্ড গড়ে তোলা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হ'লে সমুদ্র চোরাচালান প্রায় ৮০ ভাগ কমে যাবে এবং বছরে সরকার রাজস্ব পাবে হাযার কোটি টাকারও বেশী।

ভূমি দস্যুদের কবলে ৪০ হাযার কোটি টাকার সরকারী জমি

সারাদেশে প্রায় ৪০ হাযার কোটি টাকা মূল্যের সরকারী সম্পত্তি ভূমি দস্যুদের অবৈধ দখলে রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ৬টি বিভাগে মোট খাস কৃষি জমির পরিমাণ ৮ লাখ ৬২ হাযার ৩৫৯ একর। তন্মধ্যে ৮৫ ভাগই অবৈধ দখলে রয়েছে। সরকারী হিসাবে ৬ বিভাগে অকৃষি খাস জমি রয়েছে ৪ লাখ ৭৬ হাযার ৬৩ একর। তন্মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাযার একরেরও বেশী জমি সরকারের বেদখলে চলে গেছে। অন্যদিকে সংসদের ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, খাস, অর্পিত, পরিত্যক্ত সম্পত্তি রয়েছে ১৮ লাখ একর। তন্মধ্যে অবৈধ দখলে রয়েছে ৮ লাখ একরেরও বেশী।

অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ৮৫ ভাগই ১০টি চিহ্নিত গোষ্ঠীর দখলে রয়েছে। জবর দখলকৃত সরকারী সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত, নবাব এস্টেট, ওয়াকফ এস্টেট এবং দেবোত্তর সম্পত্তি। এছাড়া উপকূলীয় চরাঞ্চলের বনভূমি, রেলওয়ের জমি, সড়ক বিভাগের মালিকানাধীন সরকারী জমি। ভূমি অফিসের মাঠ পর্যায়ের কিছু সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভূমিদস্যুরা এসব সরকারী জমি জবরদখল করে নিয়েছে। সরকারী সম্পত্তি জবরদখলকারীদের মধ্যে রয়েছে, প্রভাবশালী রাজনীতিকদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক দল ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ছত্রছায়ায় নেতা-কর্মী, বেসরকারী হাউজিং কোম্পানী, সন্ত্রাসী, বনদস্যু, জলদস্যু, চিংড়িঘের মালিক, গ্রাম্য প্রভাবশালী মহল, ইউপি চেয়ারম্যান, সন্ত্রাসী কুচক্রী মহল প্রভৃতি। উল্লেখ্য, অবৈধ দখলে ও বেদখলে এবং অব্যবহৃত থাকা এসব সম্পত্তি উদ্ধার করে বিক্রি বা লীজ দিলে সরকার কমপক্ষে ৯০ হাযার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে।

[দলীয় রাজনীতি যতদিন থাকবে, ততদিন এইসব ভূমি দস্যুদের দমন করার কেউ হবে না। নির্দলীয় এবং আল্লাহ ভীরু সরকার কায়েম হ'লেই কেবল দুর্নীতিবাজদের দমন করা সম্ভব (স.স)]

ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নেডোঃ মৃত ৬২ জন

গত ১৪ এপ্রিল (বুধবার) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার উপর দিয়ে প্রচণ্ডবেগে বয়ে যাওয়া স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নেডোতে কমপক্ষে ৬২ জন নিহত ও ৪ সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে এবং ৫ হাযার ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫০ কোটি টাকার উপর। খবরে প্রকাশ গত ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় টর্নেডো আঘাত হানে। টর্নেডোর ভয়াবহ ছোবলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপযেলার গাজীরভিটা ইউনিয়ন ও আশপাশ এলাকার ৫টি গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এতে কমপক্ষে ৫ জন উপজাতি মহিলা-শিশুসহ ২২ জন নিহত হয় এবং ২ সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হয়। গ্রামগুলির হাযার হাযার ঘর-বাড়ী ও গাছপালা, কেবলমাত্র ১টি মসজিদ ছাড়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়। এমনকি পুকুরের মাছ ডাঙ্গায় উঠে যায়। ময়মনসিংহ যেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১ লাখ টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করেন।

এদিকে একই সময়ে নেত্রকোনায় ভয়াবহ ও প্রলয়ংকরী টর্নেডো যেলার সদর ও পূর্বধলা উপযেলার ২৩টি গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দেয়। হাযার হাযার বসতবাড়ী মাটির সাথে মিশে যায়। কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়, আহত হয় প্রায় ২ সহস্রাধিক। এসব গ্রামের বাড়ীঘর বলতে কিছুই নেই। গাছপালা, স্কুল, মাদরাসা, ঘরবাড়ী সবকিছুই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। গত ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া টর্নেডো কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সবরকমের সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

'দেশ' পত্রিকার ২রা এপ্রিল সংখ্যা নিষিদ্ধ

ভারত থেকে প্রকাশিত বাংলা ম্যাগাজিন 'দেশ'-এর ২ এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যা বাজেয়াপ্তসহ বাংলাদেশে এর আমদানী, বিক্রয়, বিতরণ, পুনঃমুদ্রণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, 'দেশ' পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় আদম (আঃ)-এর চরিত্রকে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে বিকৃতভাবে বর্ণনা এবং প্রথম মানবী সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করায় এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজ তথা আলেম-ওলামাদের মধ্যে এ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে সরকার এ নির্দেশ প্রদান করেছে।

বিবিসি'র শ্রোতা জরিপঃ শেখ মুজিব শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

গত ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত বিবিসি'র হাযার হাযার শ্রোতা চিঠি, ই-মেইল এবং ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের সম্পর্কে তাদের মনোনয়ন পাঠিয়েছেন। শ্রোতাদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে শীর্ষ ২০ জন বাঙ্গালীর তালিকা। এসব মতামতের ভিত্তিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী নির্বাচিত হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। দ্বিতীয় হন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তৃতীয় কবি কাযী নযরুল ইসলাম। ধারাবাহিক অন্যান্যরা হ'লেন, চতুর্থ শেরে বাংলা একে ফযলুল হক, ৫ম সুভাষ চন্দ্র বসু, ৬ষ্ঠ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ৭ম

জগদীশ চন্দ্র বসু, ৮ম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯ম মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাষানী, ১০ম রাজা রামমোহন রায়, ১১তম মীর নিছার আলী তিতুমীর, ১২তম লালন শাহ, ১৩তম সত্যজিত রায়, ১৪তম অমর্ত্য সেন, ১৫তম '৫২-এর ভাষা শহীদ, ১৬তম ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, ১৭তম স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮তম অতীশ দীপংকর, ১৯তম জিয়াউর রহমান এবং ২০তম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

উল্লেখ্য, বিবিসির উক্ত জরিপ নিয়ে পর্যবেক্ষক মহলে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জরিপটি সম্পূর্ণ একপেশে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন তারা। পর্যবেক্ষক মহলের মতে উক্ত জরিপ মেনে নিলে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে।

[আগে বাঙ্গালীর সংজ্ঞা ঠিক করুন, তাদের ইতিহাস জানুন, তারপরে জরিপ করুন। এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করাও বোকামি, মতামত দেওয়াও আরেক বোকামি। অতএব বিবিসির এটি একটি পণ্ডশ্রম মাত্র। কিংবা একটি উদ্দেশ্য মূলক রাজনৈতিক স্ট্যান্ট বাজি মাত্র (স.স)]

চূড়ান্ত ধৃষ্টতা

রংপুর শহরের একটি প্রাচীন মন্দিরের কাছ থেকে মানুষের মলসহ একখানা পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ উদ্ধার করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল শুক্রবার সকালে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে শহরের পাকপাড়া জামে মসজিদের ইমাম ও খত্বীব বৃষ্টিতে ভেজা মলসহ কুরআন শরীফ খানা উদ্ধার করে নিজ হেফাযতে রাখেন। পরে কোতোয়ালি পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সেটি থানা হেফাযতে নেন। জানা গেছে, শহরের পাক পাড়া মন্দির সংলগ্ন (মন্দিরের দেয়াল থেকে ২/৩ গজ দূরে) গাছের গোড়ায় কে বা কারা একটি কুরআন শরীফ খুলে মাঝখানে মল ত্যাগ করে ফেলে রাখে। রাতে বৃষ্টিতে কুরআন শরীফখানা ভিজে গেলেও মাঝখানে মল থেকে যায়।

এদিকে পবিত্র কুরআন শরীফে মলত্যাগ করে মন্দিরের কাছে ফেলে রাখার ঘটনায় বিভিন্ন স্তরের লোকজনের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা অবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে প্রকাশ্য জনসমুক্ষে বিচারের দাবী জানিয়েছেন।

উক্ত ঘটনার ৫ দিনের মাথায় গত ২৭ এপ্রিল যেলার সদর উপযেলাধীন শ্যামপুর কলেজের শহীদ মিনারের উপরে পুনরায় কুরআন অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও একইভাবে কে বা কারা একটি কুরআন শরীফ খুলে পাতার উপর মলত্যাগ করে রেখে যায়। ঘটনার দিন দুপুরে লোকজন এটি দেখতে পায়। এদিকে কুরআন অবমাননার ঘটনায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন মুসলমান, ১ জন হিন্দু। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য দেয়নি। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী তাদেরকে ৫ দিনের রিমাণ্ডে নেওয়া হয়েছে।

[বারবার একইভাবে এই ন্যাক্কারজনক কাজ যারা করছে, তারা এটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই করছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এর দ্বারা তারা সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিতে চায়। নেতৃত্ব দখলের রাজনীতি মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। যে কারণেই হৌক বা যে ব্যক্তি করে থাকুক না কেন, আল্লাহ্‌র গযব থেকে সে মুক্তি পাবে না। যদি সরকার এদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে সরকারের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত নেমে আসবে। আমরা এ অবস্থায় জনগণকে ধৈর্যহারা না হবার পরামর্শ দেব (স.স)]

বিদেশ

ইরাক অভিযান বুশের জন্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে

ইরাকে সংঘাত-সংঘর্ষ তীব্রতর হওয়ার প্রেক্ষিতে এ অভিযান বুশের জন্য দিন দিন আরো বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে। এছাড়া তা আমেরিকানদের মধ্যে বিভক্তিও সৃষ্টি করছে। এদিকে বুশ যখন নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য তুমুল প্রচারণায় নামতে যাচ্ছেন, তখনই ইরাক একের পর এক দুঃসংবাদ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

পিউ রিচার্স জনমত জরিপে দেখা গেছে, বর্তমানে অধিকাংশ মার্কিনীই বুশের ইরাক পরিচালনা নীতির বিরোধিতা করছে। মাত্র ৪০ শতাংশ লোক বুশের ইরাক নীতি অনুমোদন করেছে। এ সংখ্যা জানুয়ারীতে ছিল ৫৯ শতাংশ। অথচ এক বছর আগে ৭০ শতাংশ লোক বুশের ইরাক নীতির সমর্থক ছিল। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ১ লাখ ৩০ হাযার সৈন্যের পরিবার একের পর এক তাদের প্রিয়জনকে হারানোর কারণে প্রেসিডেন্ট বুশকে কঠোর প্রশ্নবানে আক্রান্ত করছেন, আর ডেমোক্র্যাট সিনেটররা বলতে শুরু করেছেন, 'ইরাক হচ্ছে বুশের নতুন ভিয়েতনাম'।

উল্লেখ্য যে, ইরাকে অভিযান শুরুর এক বছরেরও কিছু বেশী সময় পর বুশকে ইরাকের শী'আ ও সুন্নী সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিরোধ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

[বিশ্ব সন্ত্রাসী বুশ-ব্লেয়ার চক্রের ধ্বংস সকল শান্তিপ্রিয় মানুষ অন্তর দিয়ে কামনা করছে (স.স)]

দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের ইরাক ভ্রমণ নিষিদ্ধ

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতি হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া তার নাগরিকদের ইরাক ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের মুখপাত্র ইউন থাই ইয়ং বলেন, ইরাকে না যাওয়ার জন্য সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ বেশকিছুদিন ধরে সেখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তিনি বলেন, সরকারের এই ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোরিয়ার নাগরিকদের ইরাক ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা। ইরাকে সাত জন খ্রীষ্টান যাজককে অপহরণের পর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের দাবীতে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি সিটিতে বিক্ষোভ

ইরাকে গণঅভ্যুত্থানে মার্কিন বাহিনীর চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকানদের মধ্যে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত ৯ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি সিটিতে বিক্ষোভ-সমাবেশের মাধ্যমে। এসব সমাবেশে অবিলম্বে ইরাক থেকে সৈন্য ফিরিয়ে আনার জন্য জোর দাবী জানানো হয়। যুদ্ধ বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যানমার' ঐ সমাবেশের নেতৃত্ব দেয়। নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলস, ওয়াশিংটন ডিসি, সানফ্রান্সিসকো, শিকাগো, মিশিগান, ফিলাডেলফিয়া, কানেকটিকাট প্রভৃতি স্থানে

অনুষ্ঠিত হয় এসব বিক্ষোভ।

[গণতন্ত্রের দাবীদার নেতারা নিজ দেশের জনমতকে উপেক্ষা করছেন কেন (স.স)]

আমাকে একজন বাবা দাও!

বাবা চেয়ে বিজ্ঞাপন! চমকে উঠার কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে কতটা বিপন্ন হ'লে এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে। ঘটনাটি ঘটেছে চীনের মধ্য প্রদেশ হুনানে। ছয় বছর বয়স্ক বালক ঝিয়াও ঝিন স্থানীয় পত্রিকায় বাবা চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমি একজন বাবা চাই, যে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হবে। আমার মাকে সাহায্য করবে এবং সপ্তাহান্তে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে'। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ছেলেটির একটি ছবি। বিজ্ঞাপনটি কাঁদিয়েছে সে প্রদেশের অনেককেই। উল্লেখ্য যে, চীনে এ ধরনের পরিবার একটি কিংবা দু'টি নয়। বলা যায় লাখ লাখ। সেখানে ক্রমবর্ধমান হারে পরিবারগুলি ভাঙ্গছে। সে দেশের নাগরিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতে, কেবল ২০০২ সালে ১২ লাখ দম্পতি ডিভোর্সের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এ সংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ৩ হাযার ২২৫। পিতা-মাতার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে তাদের সন্তানরা বাবা কিংবা মা হারানো পরিবারের সন্তান হিসাবে সমাজে পরিচিতি পাচ্ছে। তারা মুখোমুখি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার। সেখানকার স্কুল শিক্ষকদের অনেকেরই অভিযোগ, ভাঙ্গা পরিবারের অধিকাংশ সন্তান বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারা হয় খুব অন্তর্মুখী, নিজের প্রতি আস্থাহীন এবং বিশেষ রকম সংবেদনশীল। তারা বলেন, অযত্ন-অবহেলায় বড় হওয়ার কারণে তাদের সঠিক ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠে না।

[ধর্মহীন সমাজ পশুর সমাজ। কম্যুনিষ্ট চীন তারই স্বাক্ষর রেখেছে। এদেশেও যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করেন, তারা সাবধান হৌন। আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন। সমাজ ও সংসারে শান্তি আসবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকদের কারণে মুসলিম সমাজের কোন সন্তানকে যেন 'বাবা' চেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে না হয় (স.স)]

পাকস্থলীতে কাঁচি রেখেই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

সিডনীর সেন্ট জর্জ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মলাশয়ের অংশবিশেষ অপসারণ করা হয় ৬৯ বছর বয়সী মহিলা প্যাট স্কিনারের। তার অস্ত্রোপচারকালে ব্যবহৃত ১৭ সেন্টিমিটার একটি কাঁচি ভুলক্রমে তার পাকস্থলীতেই থেকে যায়। অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে তিনি তার পাকস্থলীতে মারাত্মক ব্যথার কথা বললে ডাক্তার তাকে বলেন, রোগ থেকে সেরে উঠার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই এই ব্যথা। পরে এক্স-রে করলে কাঁচির ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

[অষ্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে যদি এই অবস্থা হয়, তাহ'লে অন্য দেশের অবস্থা কি হবে? মূলতঃ সমস্যা সবখানে একই। সেটি হ'ল দায়িত্ববোধের অভাব, যা মানবিক মূল্যবোধের অভাব থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহভীরু ডাক্তারদের কাছ থেকে যেটা সর্বাধিকভাবে আশা করা যায় (স.স)]

এক কিলোমিটারে ১৩ হাযার সাপ

চীনের বোহাই উপসাগরে অবস্থিত লিয়াও ডং উপদ্বীপ। তার ১২ মাইল দূরে আছে একটি ছোট দ্বীপ। যে দ্বীপে অসংখ্য গর্ত। আর এই দ্বীপের অধিবাসী হ'ল ভয়ঙ্কর ভাইপার সাপ। এই ভয়ঙ্কর দ্বীপটির আয়তন এক বর্গকিলোমিটারেরও কম। দ্বীপটির নাম জিয়াও লংশান, যার অর্থ 'ক্ষুদে ড্রাগনের পাহাড়'। সেখানে সারাক্ষণ কিলবিল করছে কালো সাপ। দ্বীপের গাছপালা, লতাপাতায় ঝুলে আছে সাপ, মাটির উপর দিয়ে হিসহিস শব্দে চলে যাচ্ছে সাপ। বর্তমান ঐ দ্বীপে বসবাস করে প্রায় ১৩ হাযার সাপ। আর প্রতি বছর জন্ম নেয় প্রায় ১ হাযার সাপ। এই দ্বীপের পাশে হাইসাও দ্বীপে বসন্ত আর গ্রীষ্মকালে অনেক যাযাবর পাখি বাসা বাঁধতে আসে। সাপদের কাছে এসব খুবই প্রিয়। এক একটি সাপ পুরো একটি পাখিকে আস্ত গিলে খায়। অপর পক্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে সাপ খুবই প্রিয়। কারণ, তাদের ওষুধ তৈরীর জন্য সাপের চামড়া, বিষ, পিত্তথলি এবং কখনও কখনও মাংস প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, আঠারো রকম প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরী হয় সাপের বিষ থেকে। ১৯৩০ সালের আগে ঐ দ্বীপে সাপের সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনে সাপের ব্যবহার বেড়ে যায়। সাপের বিষের দাম সোনার চেয়েও বেশী। এই লোভে দলে দলে লোক সাপ ধরতে শুরু করে। ১৯৩৭ সালে জাপানীরা এই দ্বীপ থেকে ৭ হাযারের মত ভাইপার সাপ সংগ্রহ করে।

বর্তমানে চীন সরকার এ দ্বীপের সাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিয়ম করা হয়েছে, একবারে একটি সাপ থেকে দুই ফোটার বেশী বিশ সংগ্রহ করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, প্রতিবছর এই দ্বীপ থেকে হাযার হাযার কেজি সাপের গোশত রপ্তানী করা হয়।

[আল্লাহ কোন কিছুকে বিনা কারণে ও বিনা কল্যাণে সৃষ্টি করেন না, এ 'সর্প দ্বীপ'টি তার অন্যতম প্রমাণ। এজন্য আমরা আল্লাহ্র নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাই (স.স)]

ঠিকানা পরিবর্তন

~~পুরাতন ঠিকানা~~
~~হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী~~
~~হাজী বুরহান উদ্দীন মার্কেট~~
~~২য় তলা কাষ্টঘর, মহাজনপট্টি, সিলেট।~~

নতুন ঠিকানা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী
হাজী কুদরতুল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট।
মোবাইলঃ ০১৭২-৬৬৮৩৪৫

জাহান

আলজেরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বুতেফ্লিকা বিপুল ভোটে পুনঃনির্বাচিত

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আব্দুল আযীয বুতেফ্লিকা বিপুল ভোটে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য জয়লাভ করেছেন। গত ৯ এপ্রিল (শুক্রবার) সরকারীভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। জনাব বুতেফ্লিকা ৮৩.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলী বিন ফ্লিস শতকরা ৮ ভাগেরও কম ভোট পেয়েছেন। অপর ৪ প্রতিদ্বন্দ্বী অতি অল্প ভোট পেয়েছেন। সে দেশের নির্বাচন আইন অনুযায়ী বিজয়ী প্রার্থীকে ৫০ শতাংশের বেশী ভোট পেতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বিচ্ছিন্নভাবে দাঙ্গা ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে গত ৮ এপ্রিল ৮ ঘন্টা ধরে আলজেরিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর পর্যন্ত আলজেরিয়ার মোট এক কোটি ৮০ লাখ ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩৩.৩৫ শতাংশ ভোটার তাদের ভোট প্রদান করে, যা গতবারের নির্বাচনের তুলনায় বেশ কম।

সাদ্দাম হোসেন কাতারে বন্দী

ইরাকী বিপ্লবী নেতা সাদ্দাম হোসেনকে গোপনে কাতারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাদ্দামের অনুগত মুজাহিদরা মার্কিন কবল থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে, এই আশংকায় মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে ইরাক থেকে কাতারে নিয়ে গেছে। গত ৭ এপ্রিল এক বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়, গত ডিসেম্বর মাসে আটক সাদ্দাম হোসেনকে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপসাগরের একটি মার্কিন বিমানবাহী জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এক সময় চরম গোপনীয়তার মধ্যে কাতারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইসরাঈলী হামলায় হামাসের শীর্ষ নেতা আহমাদ ইয়াসীন ও রানতিসি নিহত

ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ গ্রুপ 'হামাস'-এর অবিসংবাদিত নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসীন গত ২২ মার্চ ভোরে ফজরের ছালাত শেষে গাজা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাঈলী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শাহাদত বরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়-হি রাযে'উন)*। ইসরাঈলী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তার দুই ছেলেও আহত হন। হামলায় শেখ ইয়াসিনের দেহরক্ষীসহ অপর ৮ জন ফিলিস্তীনী শাহাদত বরণ করেন। এছাড়া আরো ১৭ জন ফিলিস্তীনী আহত হন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩ দিনের শোক ঘোষণা করা হয়। ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। হামাসের সামরিক শাখা ইজেদীন আল-ব্রিগেড এবং ইসলামী জিহাদ ও আল-আক্বছা মার্টায়ার্স ব্রিগেড শেখ আহমাদ ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের ইসপাত কঠিন শপথ গ্রহণ করে। বিশ্ব নের্তৃবৃন্দ শেখ আহমাদ ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে।

উল্লেখ্য যে, হুইল চেয়ারে উপবিষ্ট হামাস নেতা শেখ ইয়াসীনের উপর ইসরাঈলী হেলিকপ্টার গানশীপ থেকে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। হামলায় শেখ ইয়াসীনের ব্যবহৃত হুইল চেয়ার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তাঁর রক্তাক্ত শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শেখ ইয়াসীনের উপর হামলায় যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী ৪টি ইসরাঈলী এ্যাপাচি হেলিকপ্টার অংশ নেয়। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ ব্যক্তিগতভাবে শেখ ইয়াসীনের হত্যাকাণ্ডে পরিচালিত অভিযান তত্ত্বাবধান করেন।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হামাস নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসীন হত্যার মাত্র চার সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে হামাসের নতুন নেতা আব্দুল আযীয রানতিসিকে একইভাবে হত্যা করা হয়। শেখ ইয়াসীনকে হত্যার পর ইসরাঈলের দর্পিত প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ অনুরূপ নেতৃস্থানীয় আরো ফিলিস্তিনী নেতাকে খুন করার ঘোষণা দেয়। এরই অংশ হিসাবে গত ১৭ এপ্রিল ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় হামাসের অকুতোভয় তেযী নেতা আব্দুল আযীয রানতিসিকে। ইসরাঈলী হেলিকপ্টার থেকে রানতিসির গাড়ী লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হ'লে দেহরক্ষীসহ তিনি নিহত হন।

জাতিসংঘ, আরব জাহান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র বৃটেন, ইতালী ও অষ্ট্রেলিয়া রানতিসি হত্যার নিন্দা করলেও যুক্তরাষ্ট্র তার আগের অভ্যাস অনুযায়ী নির্লজ্জভাবে ইসরাঈলের পক্ষাবলম্বন করে।

সঊদী আরবে গাড়ী বোমা হামলায় নিহত ১০

সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত সঊদী নিরাপত্তা সার্ভিসের সদর দফতরের বাইরে গত ২১ এপ্রিল বুধবার এক গাড়িবোমা বিস্ফোরিত হ'লে ১ জন পুলিশ অফিসারসহ কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬০-এর বেশী। বোমার আঘাতে নিরাপত্তা সদর দফতরের অন্তর্ভুক্ত একটি ৭ তলা ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিস্ফোরণের পর ঐ এলাকা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে বহু লাশ পড়ে থাকতেও দেখা যায়। সদর দফতরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে গাড়িবোমাটি বিস্ফোরিত হয়। সঊদী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বিস্ফোরণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়। স্থানীয় সময় বেলা ২ টায় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। সঊদী আরব সরকার বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিস্ফোরক আটক করেছে বলে তথ্য প্রকাশ করার একদিন পর গাড়িবোমা বিস্ফোরণের এই ঘটনা ঘটলো।

উল্লেখ্য যে, বোমা বিস্ফোরণের মাত্র এক সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঊদী আরবে অপরিহার্য নয় এমন সব মার্কিন কর্মকর্তা এবং সাধারণ মার্কিন নাগরিকদেরকে ঐ এলাকা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী কৃতিত্ব

মানব হিমোগ্লোবিনের আদি প্রোটিন আবিষ্কার

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীববিজ্ঞান (মাইক্রোবায়োলজি) বিভাগের অধ্যাপক বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ড. মাকছুদুল আলম বিশ্ববিজ্ঞান জগতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি মানব হিমোগ্লোবিনের পূর্বসুরী প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন, যা রক্তের বিকল্প তৈরীতে সমর্থ হবে বলে গত ২০ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এছাড়া এই আবিষ্কৃত প্রোটিন থেকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে কিভাবে জীবনের উদ্ভব হয়েছে তাও অনুধাবন করতে পারবেন। তার এই আবিষ্কারকে বিশ্বের সকল উন্নত দেশের বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায় যুগান্তকারী হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশী বিজ্ঞানী মাকছুদুল আলম যা আবিষ্কার করেছেন তাতে আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে রক্তের বিকল্প তৈরী করা যাবে। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ নিয়ে অমীমাংসিত অনেক প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ ড. আলমের কাছ থেকে তার আবিষ্কারের পেটেন্ট ক্রয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার কথাও তারা জানিয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তার আবিষ্কারের দিক বিশ্লেষণ করার প্রেক্ষিতে তাকে পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়নও দেয়া হ'তে পারে।

এদিকে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'স্টার বুলেটিন'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় তার আবিষ্কার নিয়ে ড. মাকছুদুল আলম বলেন, পৃথিবীর আদি যুগের অক্সিজেন সমৃদ্ধ যে প্রোটিন আমরা আবিষ্কার করেছি তাতে আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর পরিবেশ কেমন ছিল তা জানা যাবে। তখন পৃথিবীতে অক্সিজেন ছিল না। আবিষ্কৃত প্রোটিন আমাদের এটা জানতে সাহায্য করবে যে, কিভাবে প্রাণের সঞ্চার হলো ও প্রাণের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হলো। তিনি আরো বলেন, 'এই প্রোটিন হচ্ছে মানব হিমোগ্লোবিনের পূর্বসুরী এবং এ থেকে অচিরেই রক্তের বিকল্প তৈরী করা সম্ভব হবে'।

উল্লেখ্য, ড. মাকছুদুল আলম শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দলীলুদ্দীন আহমাদ ও মুতা লিরিয়ান আহমাদের পুত্র। তিনি ঢাকা ল্যাবরেটরী হাইস্কুল থেকে এসএসসি ও ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি রাশিয়ার মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৮২ সালে মাইক্রোবায়োলজি ও ১৯৮৭ সালে জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যান ইনস্টিটিউট থেকে বায়োকেমিষ্ট্রিতে পি,এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তার এই গবেষণায় ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন ৫ লাখ ডলার অনুদান প্রদান করে।

স্পিরিট গায়ে লাগলে ঠাণ্ডা লাগে কেন?

স্পিরিট শরীরের ত্বক থেকে তাপকে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে সাহায্য করে। এর ফলে ঠাণ্ডা বোধ হয়। ত্বকের সংস্পর্শে আসার পরেই এটি ঘটতে থাকে। স্পিরিট উদ্বায়ী পদার্থ। তাই এ কাজটি দ্রুত ঘটতে চায়।

কাঁচা কলা পাকে না কেন?

সাধারণত কাঁচা ফলের ত্বকে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণ কণিকা থাকার কারণে কাঁচা ফল সবুজ দেখায়। ফলের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। সাথে সাথে ফলের মধ্যে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিলের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু যেসব ফল পাকে না যেমন ডাব, আপেল, কলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা হয় না। পাকা কলায় ইথিলিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু যে কলা পাকে না, সেক্ষেত্রে ইথিলিনের পরিমাণ বাড়ে না। কাঁচা কলার ত্বক শুকিয়ে যায় আর খুব বেশী হ'লে কিছুটা হলুদাভ হয়ে উঠে। তবে কখনো পাকা কলার মত হয় না।

পোশাক ধোলাইয়ে ওজন গ্যাস

কোন সাবান নয়, ডিটারজেন্টও নয় এমনকি এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই গরম পানিরও। অথচ যেকোন নোংরা বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার, ময়লা প্যান্ট-শার্ট, সালোয়ার-কামিজ কিংবা শীতের পোশাক কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি গবেষণা সংস্থা উদ্ভাবন করেছে এক নতুন ওয়াশিং মেশিন, যাতে কাপড় ধুতে ব্যবহার করা হয় ওজোন গ্যাস। আর তারই সাহায্যে সম্ভব হয়েছে এমন অসম্ভব কাজ। এই ওয়াশিং মেশিনের বাড়তি সুবিধা অনেক। যেমন গ্যাসভিত্তিক এই ওয়াশিং মেশিন প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি সাশ্রয় করে। এতে ধোয়া পোশাকের তন্তুগুলি টেকসই হবে অনেক দিন। এছাড়া এই মেশিনে ধোয়া পোশাক পরিধান করা অনেক বেশী স্বাস্থ্যসম্মত। কারণ এই মেশিনে পোশাক ধোলাই করলে পোশাকের অনেক জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

মদ পানে বাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী

বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছেন যে, মদ পান করলে বাতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বেশী। দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছিল যে, অ্যালকোহলের সাথে বাতে আক্রান্ত হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। তবে একথা এতদিন ধরে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ৫০ হাযার লোকের উপর এ বিষয়ে পরীক্ষা চালানোর পর বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, মদ্যপায়ীদের বাতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঐ গবেষণা পরিচালনা করেন। চিকিৎসকগণ দেখতে পান যে, স্পিরিট পানের সাথে বাতের আক্রান্ত হওয়ার সম্পর্ক আছে। যেসব লোক কম মদ পান করে, তাদের বাতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কম।

দেখা গেছে, অ্যালকোহল পানে শরীরে ইউরিক এসিডের সৃষ্টি হয়। যখন এটি অস্থিসন্ধিতে জমা হয়, তখন বাত সৃষ্টি করে। এ সময় অস্থিসন্ধিতে খুবই ব্যথা-বেদনা হ'তে থাকে। গবেষকগণ ১২ বছর যাবত ৪৭ হাযার পুরুষ মেডিকেল স্টাফের উপর এ বিষয়ে পরীক্ষা চালান। এ সময়ে ৭৩০ জনের বাত হয়। যেসব লোক মদ পান করে না তাদের তুলনায় যারা প্রতিদিন দুই বা তার চেয়ে বেশী বিয়ার পান করে তাদের বাতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আড়াইগুণ বেশী। একই পর্যায়ের স্পিরিট পানে বাতের ঝুঁকি দেড়গুণ বেশী থাকে। উল্লেখ্য যে, গত ৩০ বছরে উন্নত বিশ্বে বাতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

কুষ্টিয়া ১৪ এপ্রিলঃ অদ্য ১লা বৈশাখ বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় স্থানীয় রিফিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে তার নিজস্ব মিলনায়তনে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে **'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসঃ কিছু পরামর্শ'** শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের খ্যাতিমান আইনজীবী ও প্রবীণ রাজনীতিক, রিফিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জনাব **এডভোকেট সা'দ আহমাদ**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দা'ওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক ডীন **ডঃ এ,কে,এম, নূরুল আলম**। বিশেষ অতিথি ছিলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ লোকমান হোসায়েন**। আলোচক ছিলেন, জনাব ফরহাদ হোসায়েন, সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া, হাফেয আব্দুল করীম, প্রভাষক ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, আফসারুদ্দীন মেমোরিয়াল মহিলা (ফাযিল) মাদরাসা কুষ্টিয়া। সেমিনারে বিশেষ দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন কুষ্টিয়া শহরের গণ্যমান্য শিক্ষানুরাগী আইনজীবী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দ। হল ভর্তি উক্ত সেমিনার পরিচালনা করেন ইসলামিক সেন্টার-এর সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট রেজাউল আলম।

প্রবন্ধকার স্বীয় প্রবন্ধে দেশের পতনোন্মুখ শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদ হ'ল তিনটি। ১- জাতীয় লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ২- মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা নামে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা ৩- ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। অতঃপর এগুলির সমাধানে তিনি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন।

প্রথমটির সমাধানে তিনি বলেন, তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে শিক্ষার আখেরাতমুখী জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এর ফলে আমাদের সন্তানগণ ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী শিক্ষার বিপরীতে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন ও আখেরাত মুখী শিক্ষায় শিক্ষিত আল্লাহভীরু সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়টির সমাধানে তিনি বলেন, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার সর্বস্তরে প্রাথমিক হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কমপক্ষে ২০০ নম্বরের ধর্মীয় বিষয় সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক থাকবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমন্বিত সিলেবাস রেখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখা বিভক্ত হবে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গিয়ে বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য উচ্চ শিক্ষার সকল সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে পৃথক পৃথক ফ্যাকাল্টিতে পরিণত করতে হবে। সেখানে উভয় বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় পৃথক বিভাগ সমূহ খুলে তাতে অনার্স, মাষ্টার্স ও পি-এইচডি করার সুযোগ রাখতে হবে। যাতে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা সম্ভব হয়। এভাবে সমন্বিত ও একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে পৃথকভাবে মাদরাসা বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নাম রাখার কোন প্রয়োজন হবে না।

তৃতীয়টির আলোচনায় তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়টি হ'ল, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। একদিকে দলীয় রাজনীতির হিংস্র ছোবল, অন্যদিকে শৃংখলার নামে সরকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের সৃষ্ট নানাবিধ আইনী জটিলতার শৃংখল। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতাহীন এবং শ্রেণী ভারসাম্যহীন বই সমূহের সিলেবাসের বোঝা ও নোট ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম। সবকিছু মিলিয়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্র এখন দুর্নীতির শীর্ষে উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানের ভৌতকাঠামোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও শিক্ষার মান ক্রমেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। উক্ত বিষয়গুলি সহ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সমূহ দূরীকরণে তিনি পরামর্শ আকারে মোট ১১ টি প্রস্তাব পেশ করেন *(দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '০৪; দৈনিক সংগ্রাম ৮ই ফেব্রুয়ারী; দৈনিক ইনকিলাব ১৮ই ফেব্রুয়ারী)*।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে পূর্ব নির্ধারিত আলোচক বৃন্দ একে একে তাঁদের আলোচনা পেশ করেন। ১ম আলোচক অধ্যাপক আবদুল করীম বলেন, স্বার্থক হয়েছে আজকের এ প্রবন্ধ, যা নিজ ক্ষেত্রে অনন্য। মাননীয় প্রবন্ধকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তান আমল থেকে বিগত ৫৭ বছরে ২৪টি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে প্রফেসর এম,এ, বারীর নেতৃত্বে একবার এবং সর্বশেষ মাত্র কয়দিন পূর্বে প্রফেসর মনীরুয্যামান মিঞার নেতৃত্বে আরেকবার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করা হ'ল। এগুলি যে কেন বারবার করা হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারি না।

২য় আলোচক অধ্যাপক ফরহাদ হোসায়েন বলেন, প্রবন্ধকার এদেশের জর্জরিত সমাজের একটি ফটোগ্রাফ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। প্রবন্ধটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে, যা তিনি অনেক ব্যথা নিয়ে লিখেছেন। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে রাজনৈতিক দলের ছোবল থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে হবে। নির্বাচনী গ্রুপিংয়ের বিপরীতে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন বিষয়ক

প্রস্তাবটি খুবই যুগোপযোগী হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে অশিক্ষিত, কমশিক্ষিত ও অল্পবয়সী লোকদের না রাখার প্রস্তাবটিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রবন্ধকারের প্রতিটি প্রস্তাবের সাথে আমি একমত। মনে হচ্ছে লেখাটি আরেকবার পঠিত হৌক। লেখাটি সর্বত্র বিতরণ ও প্রচার করা হৌক। আল্লাহ তাঁকে সব্যসাচীর মত দু'হাতি লেখকে পরিণত করুন!

৩য় আলোচক ডঃ লোকমান হোসায়েন বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা 'সৎ নাগরিক' তৈরী করে। পক্ষান্তরে ইসলামী শিক্ষা 'সৎ মানুষ' তৈরী করে। মাননীয় লেখক তাঁর প্রবন্ধে শিক্ষার প্রকৃত টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৪র্থ ও প্রধান আলোচক প্রফেসর ডঃ এ,কে,এম, নূরুল আলম বলেন, একটি কেন ১০টি সেমিনার করলেও প্রবন্ধের উপরে আলোচনা শেষ করা যাবে না। মাননীয় প্রবন্ধকার এত সারগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন যে, এর একটি পয়েন্টের উপরে আলোচনা করতেই একটি সেমিনার শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, অহীর জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই হ'ল ইসলামী শিক্ষা। তার জন্য মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষার পৃথক লেভেল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং শিক্ষাকে কলুষ মুক্ত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদিও সরকারী ও বিরোধী দল কারু কাছেই এ বিষয়ে কোন এজেণ্ডা নেই। সম্মানিত প্রবন্ধকারের পেশকৃত ১১টি প্রস্তাবের সব ক'টির সাথে আমি একমত।

অতঃপর সভাপতির ভাষণে এডভোকেট সা'দ আহমাদ (৭৫) বলেন, গবেষণা মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় মাননীয় লেখকের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ সমূহের আমি একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। তিনি বিভিন্ন সমস্যার গভীরে ডুব দেন ও মূল ধরে নাড়া দেন। অতঃপর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ধরনের সংস্কার ধর্মী ও নিরপেক্ষ লেখনী এযুগে বিরল। তিনি বলেন, সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার বিভাজন ইসলাম কি অনুমোদন করে? আমি মনে করি, ইসলামী শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। সেক্যুলার শিক্ষা কখনোই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়।

তিনি বলেন, বিগত ১৩ বছর ধরে আমি ভেড়ামারায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি। এটা চালাতে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সমূহ আমি অর্জন করেছি, তা বলার নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। তাই মাননীয় প্রবন্ধকারের প্রতিটি বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

তিনি বলেন, আজকের সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের চিন্তাধারাকে নাড়া দেওয়া। সেটুকু আমরা পেরেছি। তাই আল্লাহ্র নিকটে অশেষ শুকরিয়া জানাই। সাথে সাথে এটাও বলছি যে, যে সকল জ্ঞানী-গুণীদের আমরা আশা করেছিলাম, আমাদের চাহিদা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশী হয়েছে। এজন্য সবাইকে জানাই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।

সকলের আলোচনা শেষে জবাবী ভাষণে মাননীয় প্রবন্ধকার বিদগ্ধ আলোচক বৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র কায়েম করা শর্ত নয়। যদিও রাষ্ট্র তার গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হ'তে পারে। আল্লাহ সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন 'ইক্বরা'। অতঃপর ১৪ বছর পর উক্ত শিক্ষার আলোকে নবুঅতের শেষ ভাগে এসে মদীনায় রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। আজও শিক্ষা ব্যবস্থা তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে সংশোধিত হ'লেই তবে তার আলোকে আলোকিত মানুষের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধিত হবে। নইলে কেবল শ্লোগান-মিছিল আর সরকার বদল করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন সংস্কার আসবে না। তিনি সম্মানিত আলোচক বৃন্দ, সুধী শ্রোতাবৃন্দ এবং আয়োজক রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসার মধ্যেই জাতির মুক্তি নিহিত

-যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

বেড়াশূলা, ঝিনাইদহ ১৪ই এপ্রিলঃ অদ্য ১লা বৈশাখ বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধর্মীয় জীবনে হৌক আর বৈষয়িক জীবনে হৌক, নিজেদের রচিত ত্রুটিপূর্ণ বিধানসমূহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। এ পথেই ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম চিরকাল দাওয়াত দিয়ে গেছেন। বিদ'আতী আন্দোলন সমূহের বিপরীতে ইতিহাসে যা আহলেহাদীছ আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সুসংগঠিতভাবে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হ'তে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র ওয়ায-নছীহত ও লেখনীর মাধ্যমে তা কখনোই সম্ভব নয়।

যেলা সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়া (কুষ্টিয়া), মাওলানা আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) প্রমুখ। সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

উল্লেখ্য যে, পরদিন সকালে ফেরার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ হলিধানীতে অসুস্থ মাওলানা দাউদ হোসায়েন (৬৫)-এর বাড়ীতে যান ও তাঁর আরোগ্য কামনা করে দো'আ করেন।

সাতক্ষীরা ১৫ই এপ্রিলঃ অদ্য ২রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের কর্মপরিষদ ও উপদেষ্টা সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বক্তব্য রাখেন এবং কর্মীদেরকে পূর্ণ ইখলাছ ও উদ্যমের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। অতঃপর এখানে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানার দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি বাদ এশা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশ মূলক বক্তব্য রাখেন। পরদিন সকাল ৮-টায় মাদরাসা কমিটির বৈঠক করেন। অতঃপর মারকাযের শিক্ষকদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হ'ল সঠিক ইসলামী শিক্ষায় ছাত্রদের গড়ে তোলা। তিনি বলেন, সুন্দর শিক্ষক ব্যতীত সুন্দর ছাত্র গড়া সম্ভব নয়। অতএব আপনাদেরকে সর্বাগ্রে উত্তম দৃষ্টান্ত হতে হবে। ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। শিক্ষক হিসাবে তাদের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে, তাদের দ্বীন ও ঈমানকে, তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎকে আপনাদের নিকটে আমানত হিসাবে সমর্পণ করেছি। আশা করি আপনারা সেই আমানতের খেয়ানত করবেন না এবং আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।

পারস্পরিক হিংসা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হৌন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

যশোর ১৬ই এপ্রিলঃ অদ্য ৩রা বৈশাখ শুক্রবার শহরের বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুছল্লীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণকারী জাতি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেরা পারস্পরিক হিংসায় জর্জরিত। যা ঘুণে ধরা বাঁশের মত তাদের ভিতরটা ফোকলা করে দিয়েছে। অথচ কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অজ্ঞতা ও অহংকার ব্যতীত এর পিছনে তেমন কোন কারণ নেই। তিনি বলেন, ফের্কাবন্দী ভেঙ্গে সকলকে হাদীছপন্থী হবার আহ্বান নিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের যুগে যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় সেই আমরাই এখন আন্দোলনী চরিত্র হারিয়ে দলীয় চরিত্র ধারণ করেছি। ফলে আন্দোলনের চাইতে দলীয়তাই এখন মুখ্য বিষয় হয়েছে। দাওয়াত দানকারী হওয়ার চাইতে পদাধিকারী হওয়াটাই বড় লক্ষ্য হয়েছে।

'যুবসংঘ' ও 'সোনামণির' যেলা অফিস উদ্বোধনঃ বাদ জুম'আ তিনি বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণির' যশোর যেলা অফিস উদ্বোধন করেন। অতঃপর সমবেত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, তরুণ ও যুবকরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। নোংরা রাজনীতির হিংস্র ছোবলে জাতির যুবশক্তি আজ পথভ্রষ্ট। তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধানের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' এবং 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও সর্বোপরি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতা-কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম করে যেতে হবে। ইঞ্জিন না চললে যেমন বগী চলে না, নেতারা উদ্যমী না হ'লে তেমনি কর্মীরা এগোবে না। তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাছিলের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলকে স্ব স্ব গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন ও তা পালন করার আহ্বান জানান।

যশোর যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মাহদী হাসানের পরিচালনায় এবং যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় যশোর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ ও বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীলগণ ও 'সোনামণি'গণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব আযীযুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব বদরুল আনাম প্রমুখ।

অতঃপর সেখান থেকে বিকাল ৪-টার কোচ ধরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

সত্যিকারের কর্মীদের জন্য কোন পরিবেশই বাধা নয়

- মুহতারাম আমীরে জামা'আত

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১৮ এপ্রিলঃ অদ্য ৫ই বৈশাখ রবিবার বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলা সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত 'কর্মী ও দায়িত্বশীল সমাবেশে' মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন এই বাণিজ্যিক রাজধানীতে আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র এক কপি থেকে বেড়ে আত-তাহরীকের গ্রাহক সংখ্যা এখন ১১১-তে দাঁড়িয়েছে এবং বহু ভাই আহলেহাদীছ হয়েছেন। তিনি বলেন, সত্যিকারের কর্মীদের জন্য কোন পরিবেশই বাধা নয়। বরং বাধা পেলেই আন্দোলনে গতি সৃষ্টি হয়। অতএব একজন মানুষও যদি আপনাদের চেষ্টায় শিরক ও বিদ'আত ছেড়ে নির্ভেজাল

তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী হয়, তবে সেটাই একেক জন কর্মীর জন্য পরকালীন মুক্তির অসীলা হবে। যেলা সভাপতি জনাব ছদরুল আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন।

সম্মানিত বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধানকারীদের চেয়ে আরক্বামের গৃহে বসে দাওয়াত দানকারী রাসূলের মর্যাদা ও তাঁর দাওয়াতের কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে বেশী ছিল। যদিও আরবের প্রতিষ্ঠিত নেতারা রাসূলকে ফিৎনাকারী ও 'জামা'আত বিভক্তকারী' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ গীবত-তোহমত ও কুৎসা রটনা করেছিল। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাঁকে জন্মস্থান মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু সেদিন দারুল আরক্বামের গুটি কয়েক দাওয়াত কবুলকারীর মাধ্যমে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে আজও আহলেহাদীছের ছহীহ দাওয়াত, যা আমরা গৃহকোণ থেকে শুরু করেছি, যোগ্য ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী সৃষ্টি হ'লে এবং আল্লাহ্র নিকটে আমাদের দাওয়াত কবুল হ'লে ইনশাআল্লাহ তা দেশে ও বিদেশে বিপ্লব সৃষ্টি করবে। মানুষের পিপাসিত হৃদয় দ্বীনে হক্ব-এর ছহীহ দাওয়াত পেলে নিশ্চয়ই সেদিকে ছুটে আসবে। যেমন দাওয়াত পেয়ে সুদূর সিলেট থেকে, সাতক্ষীরার 'সুন্দরবন থেকে, ভোলার বোরহানুদ্দীন থেকে, নোয়াখালীর চাটখিল থেকে ও ফরিদপুরের আটরশি থেকে আজ ছুটে আসছে রাজশাহীর নওদাপাড়ায়। তিনি কর্মীদেরকে সাধ্যমত দ্বীনের দাওয়াতে সময় ব্যয় করার আহ্বান জানান।

অতঃপর প্রধান অতিথি কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং তাঁদেরকে সাংগঠনিক নিয়মে সুশৃংখলভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে তিনি অফিসের খাতাপত্র তদারকি করেন।

নিজ গৃহ ও পরিবারকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করুন

-মহিলা সমাবেশে আমীরে জামা'আত

বংশাল, ঢাকা ১৯শে এপ্রিল '০৪ঃ অদ্য ৬ই বৈশাখ সোমবার বাদ আছর ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর মহিলা বিভাগীয় পরিচালিকা যেলা সভানেত্রী নাজনীন আইয়ূব-এর আহ্বানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলা সংগঠনের উদ্যোগে যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে আয়োজিত মহিলা কর্মী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাইরের জঞ্জাল ছাফ করার আগে ঘরের জঞ্জাল ছাফ করা আবশ্যক। তিনি অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আক্বীদা ও আমলগত পার্থক্যসমূহ উদাহরণ সহ ধরে ধরে বুঝিয়ে দেন এবং নিজেদের মূল্যবান সময় ও শ্রমকে একনিষ্ঠভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্বার্থে ব্যয় করার আহ্বান জানান এবং চটকদার আন্দোলন সমূহের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি মা-বোনদের অনেকগুলি লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক মহিলার জমায়েত ঘটে।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

বংশাল, ঢাকা ১৯শে এপ্রিল'০৪ঃ অদ্য সোমবার বাদ মাগরিব যেলা কার্যালয় সংলগ্ন মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সংগঠনের উদ্যোগে একটি কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মহানগরীর মীরপুর ও মাদারটেক সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উপস্থিত হন।

উক্ত সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, নিজেদের রচিত বিধান সমূহের আনুগত্য করতে গিয়ে আমরা ক্রমেই অসংখ্য সমস্যার বেড়াজালে আটকে যাচ্ছি। অতএব আসুন আমরা ফিরে যাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রদত্ত অভ্রান্ত বিধান সমূহের দিকে, যেখানে রয়েছে আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। তিনি আহলেহাদীছ জাম'আতকে তাদের শিরক ও বিদ'আত বিরোধী সোনালী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকারের পরিচালনায় ও যেলা সভাপতি জনাব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান ভূমিকা পালন করেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলম। 'যুবসংঘের' কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ। সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ।

আমীরে জামা'আতের টাঙ্গাইল সফর

টাঙ্গাইল, ২১ এপ্রিল, বুধবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-এর প্রভাষক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন-এর পিতা মাওলানা শায়খুল ইসলামের (৮২) জানাযা উপলক্ষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** অদ্য সকাল ৮-টায় টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে সকাল ১১-টায় তিনি যেলার ঘাটাইল থানাধীন বড় লোকেরপাড়া পৌঁছেন। উল্লেখ্য যে, ১৪ই এপ্রিল বুধবার থেকে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, যশোর, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া

১০-টায় মারকাযে পৌঁছে রাত ১১-টায় ডঃ মুছলেহুদ্দীনের ফোন পেয়ে পরদিন সকালেই তিনি টাঙ্গাইল রওয়ানা হন।

মাওলানা আনীসুর রহমানের বাড়ীতেঃ মরহুম মাওলানা আনীসুর রহমানের (৭১) বাড়ীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকেরপাড়া পৌঁছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সাথী, খ্যাতনামা আলেম মরহুম মাওলানার কবর যিয়ারত করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত লোকেরপাড়া মুহাম্মাদিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা এবং লোকেরপাড়া ও,এস,ফাযিল মাদরাসা পরিদর্শন করেন। এ সময়ে মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা বখতিয়ার খানের (৫০) সাথে তিনি মত বিনিময় করেন এবং মাদরাসার লাইব্রেরী ও সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর খোঁজ-খবর নেন। তিনি বলেন, একটি ফাযিল মাদরাসার জন্য একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কেননা লাইব্রেরীতেই খুঁজে পাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের প্রকৃত খোরাক। তিনি লাইব্রেরীতে তাফসীর, হাদীছ ও হাদীছভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থসমূহ রাখার পরামর্শ দেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত ডক্টরেট থিসিস গ্রন্থসহ সকল প্রামাণ্য পুস্তক ও গবেষণা মাসিক **'আত-তাহরীক'** নিয়মিত রাখার জন্য অধ্যক্ষ ছাহেবকে পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে মাওলানা আনীসুর রহমানের বাড়ীতে যান। অতঃপর তাঁকে নিয়েই ভাদুরীর চরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

মাওলানা আনীসুর রহমানের মৃত্যুঃ

মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকার সাবেক শিক্ষক ও বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সাবেক খত্বীব মাওলানা আনীসুর রহমান গত ২৫ অক্টোবর ২০০৩ রোজ শনিবার ভোর ৪-টায় বড় লোকেরপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ীতে ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৭ কন্যা সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। লোকেরপাড়া মাদরাসা ময়দানে একই দিন বিকাল ৫-টায় মরহুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার হেফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয ওবায়দুল্লাহ্র ইমামতিতে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় লোকেরপাড়া গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ মাওলানা আনীসুর রহমান ইংরেজী ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারীতে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। তিনি ভাদুড়ীরচর ইসলামিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা, গোপালপুর, টাঙ্গাইল; আরামনগর আলিয়া মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুরে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর পাকিস্তানের করাচীতে মাওলানা আব্দুস সাত্তার ছাহেবের মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে ১৯৫৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি ভাদুরীরচর মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর জামালপুর শহরের ইকবালপুরে শিক্ষকতা করেন। লোকেরপাড়া মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সেটি পুনরায় চালু করেন এবং ১৯৬৯ সালে সরকারী ভাবে দাখিল মঞ্জুর করে নেন। অতঃপর ১৯৮৫ সালে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় ঢাকার বংশালের আলহাজ্জ জামীল ইবনু আক্বীল-এর অর্থসাহায্যে দ্বিতল হাফেযিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-র প্রথম যুগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দীর্ঘদিন যাবৎ পেশ ইমাম ছিলেন। পরে তিনি বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব ছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন শুক্রবার তিনি নিজ গ্রামের মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন। শেষ জীবনে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত লোকেরপাড়া মাদারাসা মুহাম্মাদিয়া ও হাফেযিয়াতে পাঠ দান করতেন। রাজশাহীর চারঘাট থানাধীন ভায়া লক্ষ্মীপুর আহলেহাদীছ মাদরাসার পরিচালনা কমিটির তিনি আজীবন সদস্য ছিলেন।

মিষ্টভাষী বাগ্মী হিসাবে তাঁর সর্বত্র খ্যাতি ছিল। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল আলাপচারিতা, সুন্নাতী লেবাস ও বন্ধুবৎসল ব্যবহার সবাইকে আকৃষ্ট করত। লেখনীর ময়দানেও তিনি স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন বঙ্গানুবাদ তাফসীর সূরায়ে ফাতিহা (পৃঃ সংখ্যা ৫২২), সহীহ নামায শিক্ষা (পৃঃ ৪৮), আম্বিয়া জীবনী (পৃঃ ৪২)।

মাওলানার বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত লোকেরপাড়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল সহ সফর সঙ্গীদের নিয়ে মাওলানা শায়খুল ইসলামের জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বেলা পৌনে দু'টায় গোপালপুর থানাধীন ভাদুরীরচর গ্রামে পৌঁছেন। এ সময়ে জানাযার জন্য অপেক্ষমান বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ মাওলানা শায়খুল ইসলামের শিক্ষা জীবনের শুরু স্বীয় পিতা মাওলানা জসীমুদ্দীন কর্তৃক ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভাদুরিড়ীরচর ইসলামিয়া ও মাদরাসায়। তিনি আরামনগর আলিয়া মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর থেকে দাখিল ও আলিম পাশ করেন। সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল পাশ করেন। তিনি নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করেন।

কর্মজীবনে মাওলানা শায়খুল ইসলাম পাইসকা জুনিয়র মাদরাসা, গোপালপুর সূতী.ভি.এম. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, হাদিরা সিনিয়র মাদরাসা, গোপালপুর ডিগ্রী কলেজ, গোপালপুর দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি গোপালপুর আলিয়া মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভাদুরীরচর ইসলামিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ছিলেন।

মাওলানা শায়খুল ইসলামের মৃত্যুঃ স্থানীয় ৪২ টি

আহলেহাদীছ জামা'আতের আমীর, একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা শায়খুল ইসলাম (৮২) গত ২০ এপ্রিল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৮-২০ মিনিটে তাঁর নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা, অসংখ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তার পুত্র-কন্যারা সবাই কামেল পাশ।

জানাযাঃ বেলা সোয়া দু'টায় ভাদুরীরচর ইসলামিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা ময়দানে জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন-এর ইমামতিতে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। টাঙ্গাইল ও জামালপুর যেলার ৮টি থানার ৪২টি জামা'আতের বহু মুছল্লী সহ দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মুছল্লী তাঁর জানাযায় শরীক হন। জানাযা-পূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ভাদুরীরচর আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকায হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। সেই সাথে খ্যাতি লাভ করেছে আপনাদের সাবেক নেতা মরহূম মাওলানা জসীমুদ্দীনের নাম। আপনারা আপনাদের পুরানো ঐতিহ্য অব্যাহত রাখবেন এবং এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বেগবান করে তুলবেন, এটাই আমরা আশা করি।

এ সময়ে স্থানীয় জনাব ইদরীস আলীর প্রস্তাবে মরহূম মাওলানা শায়খুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ মুছলেহুদ্দীনকে উক্ত ৪২টি জামা'আতের নতুন 'আমীর' নিযুক্ত করা হয়। ডঃ মুছলেহুদ্দীন সমবেত মুছল্লীগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আবেগময় সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আপনারা আমার উপরে যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তা বহন করার ক্ষমতা যেন আল্লাহ আমাকে দান করেন, আপনারা সেই দো'আ করবেন এবং আমার মরহূম পিতার কোন দোষত্রুটি আপনাদের কষ্টের কারণ হ'লে তাঁকে আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে দিবেন।

অতঃপর ভাদুরীরচর গোরস্থানে বেলা পৌনে ৩ টায় মাওলানাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াজেদ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ঢাকার প্রভাষক ডঃ মুহিব্বুল্লাহ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ সালাফী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রথম কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা ও শূরা সদস্য জনাব সাইফুল ইসলাম খান মিলন, সখিপুর কামালিয়াচালা সিনিয়র মাদরাসা, টাঙ্গাইল-এর প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল করীম সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সুধী সমাবেশঃ

বাদ আছর ভাদুরীরচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মাওলানা শায়খুল ইসলাম আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি আর আসবেন না। কিন্তু তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাঁর গৌরবময় দাওয়াতী যিন্দেগী ও তানযীমী যিন্দেগী। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতে একদিন এতদঞ্চল থেকে শিরক ও বিদ'আত ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল। মাওলানা জসীমুদ্দীন ছিলেন তার সিপাহসালার। মাওলানা শায়খুল ইসলাম ছিলেন তাঁর যোগ্য পুত্র ও অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য হ'ল তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শের অনুসরণ করা। মুহতারাম আমীরে জামা'আত যান্ত্রিক যুগের আগে সুদূর পাটনা থেকে ও করাচী থেকে এসে দ্বীনে হক-এর উর্দূভাষী দাঈগণ গ্রামে গ্রামে কিভাবে দাওয়াত দিয়েছেন, সেই কষ্টকর দাওয়াতী ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সেদিন এদেশের মানুষ একটি মাত্র কারণে তাঁদের দাওয়াত কবুল করেছিল। সেটি হ'ল তাঁরা সকল কথা দলীল ভিত্তিক বলতেন এবং তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁদের আক্বীদা ও আমলে মিল ছিল।

বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস তুলে ধরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, রাসূলের সুন্নাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানের কারণেই সেদিন ইংরেজদের ফাঁসির দড়ি সাতক্ষীরার গাযী মর্জুম হোসাইনের উপর কার্যকর হয়নি। বারবার দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় বৃটিশ প্রশাসন ভড়কে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, আজও বাংলাদেশের মানুষ যদি শিরক ও বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত তাওহীদপন্থী ও রাসূলের সুন্নাতের যথাযথ পাবন্দ হয় এবং খালেছভাবে তাঁর ইবাদতে রত হয়, তবে আল্লাহ পাকের রহমত অবশ্যই নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সমবেত জনগণকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকামূলে জমায়েত হয়ে সমাজ সংস্কারের এই অনন্য দাওয়াতী কাফেলাকে আরো গতিশীল করার আহ্বান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ সময় তার সফর সঙ্গীদের পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি গ্রাম্য কিছু দ্বন্দ্বের মীমাংসার ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেন।

অতঃপর মাগরিবের প্রাক্কালে রওয়ানা হয়ে রাত ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী দারুল ইমারতে ফিরে আসেন। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন প্রমুখ। এ ছাড়া টাঙ্গাইল যেলার ধনবাড়ী থানাধীন চিরতারা গ্রামের জনাব মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান (৫২) রাজশাহী থেকে যাওয়ার সময় আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হন এবং অচেনা পথে রাহবার হিসাবে সহযোগিতা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি মরহূম মাওলানা আনীসুর রহমানের বেহাই।

পাঠকের মতামত

কিশোর মনে ইসলামী শখ

ছাত্র জীবনের প্রায় প্রতিটি শ্রেণীতেই রচনা পাঠ থাকে। সেটা হ'তে পারে বিজ্ঞান ভিত্তিক, ইতিহাস ভিত্তিক, কৃষি ভিত্তিক, চরিত্র ভিত্তিক, সমালোচনামূলক ইত্যাদি। আর সে প্রেক্ষিতেই সকল ছাত্র-ছাত্রীর রচনা শেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। দশ-পনের বছর পূর্বেও গতানুগতিক কিছু রচনা পরীক্ষায় আসত, আজকাল যার একটু পরিবর্তন ঘটেছে। সে সুবাদেই 'প্রিয় শখ' কি এর উপর কম বেশি সকলেই রচনা লিখেছেন। কিন্তু কোন কোন কিশোরের সত্যিই দু'একটা শখ না থেকে পারে না। আবার অনেকের প্রকৃতপক্ষে কোন শখ না থাকলেও শেখার খাতিরে একটা কিছু লিখতে হয়। 'আমার প্রিয় শখ' শিরোনামে রচনা লিখতে অনেকেই বাগান করা, ডাক টিকেট সংগ্রহ করা, মাছ ধরা, গান করা, বই পড়া ইত্যাদি অনেক ধরনের শখের কথা উল্লেখ করেন।

আসলে সকল কিশোর-কিশোরীর মত আমিও গতানুগতিকভাবে একটা শখের নেশায় ছিলাম, আর তাহ'ল ডাক টিকেট সংগ্রহ করা। এতে আমার বাড়তি সুবিধা ছিল যে, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ডাক বিভাগে চাকুরী করতেন। ডাক পিয়ন ছাহেবের সাথে পরিচয় তো থাকবেই। তাই তাদেরকে অনুরোধ করতাম প্রাপকের বিদেশী চিঠিটা হাতে দিয়েই যেন উনি টিকেটটা আমার জন্য সংগ্রহ করেন। আর এভাবেই অনেক টিকেট সংগ্রহ করেছিলাম।

ডাক টিকেট সংগ্রহ করতে করতে, আর সময়ের গতির পরিবর্তনে আমার শখেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় আব্বা আমাকে ছালাতের তাকীদ দিতেন এবং আমিও তার কথামত ছালাত আদায় করতাম। ছোট ছেলেকে ছালাতে দেখলে বা মসজিদে দেখলে মুছল্লীরা তার দিকে তাকান মায়াভরা নয়নে। এটা এক প্রকার দো'আ। কেউ কেউ হয়ত দো'আ করেন ছেলেটির জন্য। আর কেউ কেউ হয়ত নিজের সন্তান-সন্ততির কথাও ভেবে নেন। এভাবে অনেক মুছল্লী যখন আমার মাথায় হাত বুলান, তখন নিজের কাছেও ভাল লাগত। ছালাতের জন্য আগ্রহের একটা উৎসও এভাবেই পেয়েছিলাম। এভাবে সময়ের ফাঁকে আমার এক সমবয়সী খালাত ভাই আমাকে বললেল, তুমি একটা কাজ করতে পার। এখন থেকে যতগুলি মসজিদে ছালাত আদায় করবে সবগুলির নাম একটা খাতায় লিখে রাখতে পার। একদিন দেখবে অনেকগুলি মসজিদে তুমি ছালাত আদায় করেছ, যা তোমাকে আনন্দ দেবে। তিনি এটা বলেছিলেন মাধ্যমিক স্কুলে যখন পড়ছিলাম তখন। যেমন কথা তেমন কাজ। যেহেতু আমি ছালাত আদায় করি, সেহেতু বিভিন্ন মসজিদে ছালাত আদায় করার শখও আমাকে পেয়ে বসল। আর সে যাত্রা এখনও থামেনি। ছাত্র জীবনে যেখানে মসজিদ পেয়েছি ওয়াক্ত বুঝে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে বাসায় এসে বৈকালিক বেড়ানোর ফাঁকে কোথাও হয়তো একটি মসজিদ দেখে আছরের ছালাত আদায় করেছি। আবার ফেরার পথে মাগরিবের ছালাত। এমনিতেই আমার শখের তালিকায় একের পর এক মসজিদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কখনও কোথাও যাবার সময় যদি একটা মসজিদ চোখে পড়তো, মিলিয়ে নিতাম এ মসজিদে ছালাত আদায় করেছি কি-না। যদি না হয় তবে মাথায় একটা পরিকল্পনা এঁটে নিতাম সেখানে ছালাত পড়ার। এটা অনস্বীকার্য যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক রহমত আমার উপর ছিল এবং তাঁরই মহান দয়ায় এ ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। ছাত্রজীবন শেষ করে চাকুরী জীবনে এসেও আমার সৌভাগ্য হয়েছে ভারত, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সঊদী আরবের বেশ কিছু নতুন নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করার। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১০০৭টি মসজিদে আমি ছালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

বর্তমান কিশোর সমাজে এ প্রবণতাকে কাজে লাগাতে পারলে মনে করি সুন্দর একটা শখের সূত্রপাত হবে, যা সচরাচর সবার মাঝে দেখা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক কাজে হোক, আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে হৌক, বিকেলের হাঁটা-চলার সময় হৌক, এমনিভাবে বেশ কিছু মসজিদে ছালাত আদায় করা যায়। এতে মসজিদের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হ'তে পারে। কোন্ মসজিদ কিভাবে নির্মিত হ'ল তা জানা যায়। কোন্ মসজিদে কি ব্যবস্থা আছে তাও যাচাই করা যায়। সর্বোপরি যে মসজিদে প্রবেশ করে সে সর্মময় শান্তিতে বসবাস করে।

দেখা যাক, ব্যতিক্রমধর্মী শখ নিয়ে আমরা এগোতে পারি কি-না? তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যেন এমন শখের পেছনে কোন প্রকার রিয়া বা অহংকার কাজ না করে। নতুবা তার পরিণতি হ'তে পারে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদেরকে রিয়া থেকে বেঁচে থেকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

❑ *মুহাম্মাদ ছাকী হোসাইন*
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
টি,এস,পি, কমপ্লেক্স লিঃ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশী মুসলমানগণের নববর্ষের উপচার

আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বলে দাবি করি। কিন্তু কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে আমরা প্রকৃত মুসলমান কি-না তা নিজেরা কখনো ভেবে দেখিনা। শুধু নামে মুসলমান দাবী করি, কার্যক্ষেত্রে নয়। কেবল বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের দূরাবস্থার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছি। শরী'আত অনুমোদিত নয় এমন কাজে আমরা সদা ব্যস্ত। হারাম বা নিষিদ্ধ কাজে আমরা দলবদ্ধভাবে লিপ্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ উপদেশের মোটেই

তোয়াক্কা করছি না। শহীদের নামে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে ও তাতে ফুল দিয়ে সে যুগের জাহেলী আরবদের ন্যায় আমরা আকণ্ঠ শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। সারাদেশেই যেন শিরকের মহোৎসব চলছে। নববর্ষ, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস সহ অসংখ্য দিবসে আমরা দলবদ্ধভাবে এই ধরনের হাযারো শিরক করে চলেছি।

ইসলামের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধ হচ্ছে বদরের যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর যুদ্ধের মহৎপ্রাণ শহীদগণের স্মৃতি রক্ষার্থে কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেননি; এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও কোন ধর্মযুদ্ধে শহীদদের জন্য কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়নি বা তাঁদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামে পূজা উদযাপিত হয়নি। মদীনায় বাক্বীউল গারক্বাদ, মক্কায় জান্নাতুল মাওয়া, ওহোদের গোরস্থানগুলিতে কত শত শহীদ ছাহাবী শুয়ে আছেন, হাজী ছাহেবগণ প্রতিবছর সেগুলি যিয়ারত করে আসেছেন। তারা কি কোথাও স্মৃতিসৌধ বা কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছেন বা কাউকে তা করতে দেখেছেন? অথচ আমরা শরী'আত প্রদর্শিত পথ ভুলে ভিন্ন পথ তথা শিরক ও কুফুরের পথ অবলম্বন করে চলেছি।

আফসোস! মুসলিম দেশ হয়েও আজ বাংলাদেশের আনাচে, কানাচে স্মৃতিসৌধ, কবর পূজা, মুক্তি যোদ্ধাদের মূর্তি হরদম নির্মিত হচ্ছে। যা ভাস্কর্য শিল্প নামে প্রচারিত হচ্ছে, এ সবই কুফরী ও হারাম।

সরকারী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী ও রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে বলছি, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণে ও কবর পাকা করার কাজে অপচয় না করে উক্ত টাকা দেশের কল্যাণে ব্যয় করুন! সুশিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষায়তন, নির্ভেজাল তাওহীদ শিক্ষার মাদরাসা, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, শিল্প কারখানা গড়ে তুলুন, যা সবার জন্য এবং দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত বিদেশী টেকনিশিয়ান নিয়োগ করুন, যাতে বিদেশে চাকুরী লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বেকারত্ব দূর হবে, সন্ত্রাস, রাহাজানী ইত্যাদি লোপ পাবে। ঘরে ঘরে ছবি, শো-কেসে মূর্তি রেখে আল্লাহ্র করুণা কামনা করা বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। মহান আল্লাহ আমাদের সকল কিছুর হিসাব নিবেন। আসুন! আমরা আল্লাহকে ভয় করি, তাঁর কাছে তওবা করি এবং তাঁর করুণা লাভের প্রত্যাশায় সকল ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে, দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি।

❑ *মুহাম্মাদ মাযহারুল হান্নান*
সহকারী শিক্ষক (অবঃ)
গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী।

আত-তাহরীকই শ্রেষ্ঠ

মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি, সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। বিদগ্ধ লেখক ও সাহিত্যিকগণের ছহীহ দলীল ভিত্তিক লেখায় **'আত-তাহরীক'** দেশ ও বিদেশের সুধী পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমার মত ক্ষুদ্র ও কম জানা একজন পাঠককে বিগত ৫০ বছর অবধি অনেক পত্র-পত্রিকা পাঠের সুযোগ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। কিন্তু **'আত-তাহরীক'**-এর মত নিরপেক্ষ ও বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক লেখা সমৃদ্ধ পত্রিকা পাঠের সুযোগ আমার জীবনে এটাই প্রথম। এ পত্রিকা পাঠ করে আমি মনের খোরাক পাই, জিজ্ঞাসার জবাব পাই এবং এর অনুপম সাহিত্য রসে আমি মুগ্ধ হই। **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক, লেখক-পাঠক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ সকল শুভানুধ্যায়ীকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন!

❑ *মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ*
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
গোবর্দ্ধণ, মহিষখোঁচা, লালমণিরহাট।

বিবিসির শ্রোতা জরিপঃ মুক্তচিন্তার কতকথা

১৬ই এপ্রিল ২০০৪ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় বিবিসির শ্রোতাজরিপের চূড়ান্ত রিপোর্ট দেখা গেল। কিন্তু এ রিপোর্ট সচেতন পাঠক সমাজকে উপস্থাপন করে জানাল না যে, কতজন শ্রোতা এতে অংশ নেয়। ফলে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া-ই স্বাভাবিক। জরিপের ফলাফল যা-ই হোক, এতে দেখা গেল ৫ জনের নাম চাওয়া হ'ল, নির্বাচিত হ'লেন বিশ জন- এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। ১ম যিনি হ'লেন সুধী পাঠক এটাও জানতে পারল না তিনি কত জনের রায়ে ১ম হ'লেন। যিনি ২০তম হ'লেন, তার পক্ষেই বা কয়জন রায় দিলেন জানতে পারলাম না তার কিছুই।

যেহেতু ভিতরের দিক থেকে কিছুটা ফাঁক পরিলক্ষিত হয়, সেহেতু উপর থেকে কিছু স্বাধীন কথা বলাও যুক্তি সঙ্গত। বাঙালী মানে বাংলায় যিনি কথা বলেন। শ্রেষ্ঠ বাঙালী তিনিই হবেন যিনি বুকের রক্তে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করেছেন, জীবন দিয়েছেন। আর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা এনে দিয়েছেন। তাদের চারজন হ'লেন ১৫তম, তাও যৌথভাবে। এতে খুব সহজেই এটাকে কাল্পনিক ও একপেশে মনে হচ্ছে। ভাষার জন্য সম্মুখ ভাগে থেকে যারা সংগ্রাম করেছেন এমন অনেক রত্ন, মনিমাণিক্য বাদ পড়েছেন, যাদের নাম বলে তাদের খাটো করতে চাই না। বাকী ক্রমানুসারটা অনেক দিক থেকে বেমানান ও এক পেশে মনে হচ্ছে, বিবিসির কর্তৃপক্ষের উচিৎ সম্প্রীতি, সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন, অবিসংবাদিত এবং উন্মুক্তভাবে শ্রোতা জরিপ পরিচালিত করা। জনগণ অবিতর্কিত শ্রোতা জরিপ প্রত্যক্ষ করতে চায়।

❑ *মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*
সভাপতি, ভিক্টোরিয়া কলেজ দর্শন পরিবার
কুমিল্লা।

ডায়াবেটিস রোগের ঔষধ মেহগিনি বীবি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জনৈক ভুক্তভোগী

১৯৯৬ সালে আমার ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়ে। প্রায় ৯ বৎসর আমি প্রথমে বারডেম ও পরে মিরপুর ১০ এ রীতিমত পরীক্ষা করে ওষুধ সেবন করে আসছিলাম। ডাক্তার আমাকে বেশির পক্ষে Comprid ট্যাবলেট খেতে দিয়েছেন। গত এক বৎসর হ'ল আমার বাম চোখে একটি ছানি পড়ে; কিন্তু ডায়াবেটিস ২৪/২৫ থাকায় আমি চোখে অপারেশন করাতে পারছিলাম না। কারণ যে কোন অপারেশন করতে হ'লে ডায়াবেটিস ৭/৮-এর মধ্যে আসতে হবে। এক আত্মীয়ের পরামর্শে আমি দৈনিক ৪/৫টি মেহগিনি বীচি রাতে ছেঁচে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে সকালে খালি পেটে ১০/১২ দিন খাওয়ার পরে আমার ডায়াবেটিস ৬.৯-এ চলে আসে। এর পরে গত ২৪.০৩.০৪ইং আমার বাম চোখ অপারেশন হয় এবং বর্তমানে আমি ভাল। কথিত মেহগিনি বীচি আমি ঢাকার একটা বাজার থেকে সংগ্রহ করি। যার প্রতি কেজির মূল্য মাত্র ৪০ টাকা। আশা করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবে।

অতএব, আমি সারাদেশের ডায়াবেটিস রোগীদের (যাদের বেশী যেমন ২৫/২৬ ডায়াবেটিস আছে) বলছি, তারা যেন এই মেহগিনি বীচি (৫/৬টি) রাতে ছেঁচে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খান এবং ঘন্টাখানেক হাঁটাচলার চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ ডায়াবেটিস অল্প দিনের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

** চৌধুরী মুহাম্মাদ শাহ আলম*
এভি, ২/২২, ব্লক-সি
মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ নর্তকীদের উপার্জন হালাল না হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদ
গ্রামঃ বারোতলা, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ মেয়েদের জন্য নৃত্য প্রদর্শন করা অবশ্যই একটি জঘন্য কাজ। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা নর্তকীদের বিক্রি করবে না, তাদের ক্রয় করবে না এবং তাদেরকে নৃত্য শিক্ষা দিবে না। তাদের উপার্জন হারাম' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/২৭৮০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। একই হুকুম পুরুষ নৃত্য শিল্পীদের জন্য। কেননা এটি শালীনতাবিবর্জিত কর্ম। 'আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ ইমাম ছাহেবের কথানুযায়ী আমাদের গ্রামের এক মৃত প্রসূত সন্তানকে নাড়ী না কেটে দাফন করা হয়েছে। এটা কি ঠিক হয়েছে?

-আব্দুল লতীফ
আমনুরা রেলষ্টেশন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত সন্তানের নাড়ী কাটার প্রয়োজন নেই। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র কসম! একটি মৃত প্রসূত সন্তানও তার মাকে আপন নাভী-লতা দ্বারা জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যদি তার মা এতে (ছবর করে এবং) ছওয়াবের আশা রাখে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/৪৬ পৃঃ 'মৃতের জন্য রোদন' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৫৪ 'জানাযা' অধ্যায়; দ্রষ্টব্যঃ জুন ২০০২, প্রশ্নোত্তর ১৯/২৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ আমি জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলাম। এখন তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছি। এক্ষণে পূর্বের অন্যায় কাজের জন্য আমার করণীয় কি? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
লালবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ এ ধরনের পাপকার্য সংঘটিত হয়ে গেলে তাতে অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে কখনো এরূপ কার্য করব না মর্মে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান

কোন পাপ করার পর (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তম রূপে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতঃ আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করেনঃ

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের উপর যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে পাপ ক্ষমা করবে? তারা জেনে-শুনে নিজেদের কৃতকর্মের উপরে হঠকারিতা প্রদর্শন করে না'। 'তাদেরই জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না সুন্দর' *(আলে ইমরান ১৩৫-৩৬; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৪৬)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ আমার এক বন্ধু আমার নিকট কিছু টাকা কর্য চাইলে আমি তাকে কর্য দিলাম। সে ঐ দিনেই আমার বাসায় একটি লাউ হাদিয়া স্বরূপ পাঠায়। আমি বুঝলাম টাকা ধার দেওয়ায় সে খুশী হয়ে লাউটি পাঠিয়েছে। আগে তো সে কখনো এভাবে পাঠায়নি। এক্ষণে এ লাউ গ্রহণ করা কি ঠিক হয়েছে?

-আলাউদ্দীন
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নকারীর বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত লাউ গ্রহণ করা ঠিক হয়নি। বরং তা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এলে আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, তুমি এমন একটি জায়গায় বসবাস করছ, যেখানে সূদ প্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে, আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে, তবে তুমি তা গ্রহণ করবে না। কেননা এটাও সূদের নামান্তর' *(বুখারী ১/৫৩৮ পৃঃ 'মানাক্বিবে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই এরূপ হাদিয়া-র লেনদেন চালু থাকে, তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(ইবনু মাজাহ, সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম, মিশকাত হা/২৮৩১ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ এক পাত্রীকে দুই পাত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। উভয় পাত্র মেয়ের অভিভাবকের পসন্দ। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন্ পাত্র বেশী হকদার?

-শফীউল আলম
গ্রামঃ কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে যে পাত্রের মধ্যে দ্বীন বেশী রয়েছে সে-ই বেশী হকদার। উভয় পাত্র যদি সমান হয়, তাহ'লে প্রথমে যে পাত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেই-ই হকদার হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন ব্যক্তি যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করে। যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৪ 'বিবাহ' অধ্যায়; বাংলা মিশকাত হা/৩০০৯)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ আছরের পরে কোন ছালাত নেই। কথাটি কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এনামুল হক
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ আছরের পরে সাধারণভাবে কোন ছালাত নেই। তবে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযা, ক্বাযা ছালাত ইত্যাদি কারণ বিশিষ্ট ছালাত আদায় করা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ মক্তবে জনৈক মৌলভী ছাহেব নিম্নোক্ত দো'আটি মুখস্থ করান।-

'আল্লা-হুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিমা-য়িহ ছালজে ওয়াল বারাদে, ওয়া নাক্বক্বি ক্বালবী কামা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসে, ওয়া বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা বা-'আদ্তা বায়নাল মাশরেক্বে ওয়াল মাগরেব'। প্রশ্ন হ'ল- দো'আটি কি 'বা'ইদ বাইনী'কে পরিবর্তন করে তৈরী করা হয়েছে? নাকি ছহীহ হাদীছে এরূপ এসেছে। সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

-আজমল
ইসমাঈলপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত দো'আটি রাসূল (ছাঃ) পঠিত অন্যান্য দো'আ সমূহের ন্যায় একটি সাধারণ দো'আ। যা যেকোন অবস্থায় পড়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৩৪৬)*। তবে এটি দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা ছানার সময় পড়ার দো'আ নয়।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত মুমিন ও কাফিরদের আত্মা একই জায়গায় থাকবে, না ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকবে? সেই জায়গার নাম কি?

-আলেয়া খাতুন
তাহেরপুর পৌরসভা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত সময়কে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। এই 'আলমে বারযাখে' আত্মাসমূহের অবস্থান তাদের স্ব স্ব আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৮৭ পৃঃ)*। মুমিনদের আত্মাসমূহ 'ইল্লিঈন' নামক স্থানে রাখা হবে। আর

কাফিরদের আত্মাসমূহ 'সিজ্জীন' নামক স্থানে থাকবে *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৩০ 'জানাযেয়' অধ্যায়; তাফসীরে কুরতুবী ১৯/২৫৭ পৃঃ, সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ৭ ও ১৮ আয়াতের তাফসীর; দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল-মে ২০০২, প্রশ্নোত্তর ২১/২৩১; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, 'কবরের কথা' জুন ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ ছালাতের সময় সুৎরাকে সরাসরি সামনাসামনি করে নাকি দাঁড়ানো যাবে না। এ মর্মে কি কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাসীন আলী
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এ মর্মে একটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন লাঠি, খুঁটি কিংবা গাছের দিকে সোজা মুখ করে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি সামান্য ডানে কিংবা বামে সরে গিয়ে দাঁড়াতেন'। আলবানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে একজন যঈফ ও একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৮৩ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সুৎরার দিকে সোজা মুখ করে দাঁড়ানো জায়েয, যা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭২ ও ৭৮০ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ 'বিসমিল্লা-হ' বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করার কথা আমরা জানি। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেমকে দেখি খাওয়ার সময় একাধিক বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলেন। এর কারণ কি?

-মুহাম্মাদ ইকবাল
ঝাউতলা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রতি লোক্বমায় 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলা একটি উত্তম অভ্যাস। যেমন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক লোক্বমা খাদ্য খেয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করে *(আল-হামদুলিল্লা-হ বলে)* অথবা মাত্র এক ঢোক পানি পান করে 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০ 'খাদ্য' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০,৪৩৬ ও ১৩৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ আমরা বাড়ীতে কুরবানী করলে ইমাম ছাহেব বলেন, ঈদের মাঠে কুরবানী করতে হবে, বাড়ীতে কুরবানী করা চলবে না। ইমাম ছাহেবের বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জামালুদ্দীন
কেশবপুর, যশোর,
ও
আব্দুশ শাকূর
নেংটাপীর হাট, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে ও ঈদের মাঠে উভয় স্থানে নিজে কুরবানী করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪; বুখারী, মিশকাত হা/১৪৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৩৭০, ১৩৭৩)*। অতএব উভয় স্থানে কুরবানী করা জায়েয আছে *(দ্রঃ অক্টোবর ২০০১, প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ স্বামীর যৌনক্ষমতা না থাকায় বিবাহের এক সপ্তাহ পর স্ত্রী কাউকে না জানিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে অন্য ছেলের সাথে পুনরায় বিবাহ করেছে। ইতিমধ্যে তাদের একটি সন্তানও হয়েছে। পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং স্ত্রীও 'খোলা' করেনি। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ হয়েছে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নয়াপাড়া, পার্বতীপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ মতে তাদের দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়নি। কেননা প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি। অতএব পরবর্তী স্বামীর সাথে সে যতদিন থাকবে, ততদিন তারা ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হবে এবং তাদের যে সন্তান হয়েছে সেটিও অবৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষণে সমাধান এই যে, পূর্বের স্বামীর শারীরিক অক্ষমতাকে কারণ দেখিয়ে মেয়েটি 'খোলা' করবে। অতঃপর বর্তমান স্বামীর সাথে অলীর অনুমতি সাপেক্ষে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কারণ অলী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, তাদের এই কবীরা গোনাহের জন্য তারা নিজেরা আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তাওবা করবে।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ মদীনার পূর্ব নাম 'ইয়াছরিব'-এর অর্থ কি? মদীনার অন্য কোন নাম আছে কি? নামগুলি ইতিহাস দ্বারা না সরাসরি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বিলক্বিস আরা
গ্রাম ও পোঃ মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মদীনাকে (يَثْرِبُ) 'ইয়াছরিব' বলা হ'ত। এর শাব্দিক অর্থ 'কাঁটাযুক্ত গাছের জঙ্গল' বা 'বিরাণ ভূমি' *(ফীরোযুল লোগাত, উর্দু (দিল্লীঃ ১৯৮৭) পৃঃ ১৪৬৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত নাম পরিবর্তন করে (المدينة) 'মদীনা' রাখেন, যার অর্থ শহর বা মহানগরী। যা 'মাদীনাতুর রাসূল'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৭২)*। মদীনার আরও দু'টি নাম রয়েছে 'ত্বাবাহ' (طَابَة) ও 'ত্বায়বাহ' (طَيْبَة)। অর্থ 'পবিত্র'।

উল্লেখিত চারটি নামই সরাসরি হাদীছে এসেছে। সেই সাথে ইতিহাসেও এসেছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি এমন এক জনপদে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হ'লাম, যা অন্য জনগপগুলিকে গ্রাস করবে। লোকে বলে 'ইয়াছরিব', অথচ সেটি হ'ল 'মদীনা'। মদীনা মানুষকে বিশুদ্ধ করে, যেমনিভাবে কর্মকার খাদ ঝেড়ে ফেলে লোহাকে বিশুদ্ধ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৩৭ 'মদীনার হরম' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/২৬১৭, ৫/৩৭০ পৃঃ)*। জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা মদীনার নাম রেখেছেন 'ত্বাবাহ' (طَابَة) বা 'পবিত্র' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩৮)*। 'ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে বলবে, আমি ৪০ দিন দুনিয়াতে অবস্থান করব ও সকল জনপদ ধ্বংস করব কেবল মক্কা ও ত্বায়বাহ ব্যতীত। কারণ এ দু'টি স্থানকে আমার জন্য হারাম করা হয়েছে। এ দু'টি শহর ফেরেশতাদের প্রহরায় থাকবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরের উপরে লাঠির আঘাত করে তিনবার বলেন, এটি ত্বায়বাহ, এটি ত্বায়বাহ, এটি ত্বায়বাহ অর্থাৎ মদীনা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২ 'ক্বিয়ামতের পূর্বেকার আলামত সমূহ ও দাজ্জালের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ আমার পূর্ণ নিয়ত ছিল হজ্জ করার। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে হজ্জ করা সম্ভব হচ্ছিল না, হঠাৎ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বন্ধুর কথা অনুযায়ী ৯ যিলহজ্জ তারিখে ফজরের পরে তার সাথে হজ্জ করার জন্য আরাফায় চলে যাই মদীনার মীক্বাত হ'তে। কিন্তু আমি ওমরাও করিনি, মিনাতে ও অবস্থান করিনি। ৯ তারিখ হ'তে বাকী সব কাজ করেছি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ হয়েছে কি?

-আসাদুল্লাহ সরদার
গ্রামঃ একলারামপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নকারীর হজ্জ সম্পাদন হয়ে গেছে। কেননা আরাফার দিনই মূলতঃ হজ্জ। ৯ তারিখে আরাফার ময়দানে হজ্জের নিয়তে অবস্থান করলে হজ্জ হয়ে যাবে। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়া'মুর আদ-দায়লী বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আরাফা-ই হচ্ছে হজ্জ। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি আরাফায় পৌঁছেছে, সে হজ্জ পেয়েছে।' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭১৪ 'বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং হজ্জ ফউত হওয়া' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ হা/২৫৯৫; দ্রঃ স.স. প্রণীত 'হজ্জ ও ওমরাহ' পৃঃ ৩৮-৩৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি নিজ ভাইদের উপর রাগ করে অন্যদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। অথচ তার ভাইয়েরা খুব গরীব। ছহীহ দলীল ভিত্তিতে দান-খয়রাত বা সাহায্য-সহযোগিতার হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
দক্ষিণ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।

উত্তরঃ ভাইদের মাঝে পারস্পরিক মতানৈক্য বা মনমালিন্য হ'লে সমাধান করা উচিৎ। মতানৈক্য থাকলেও নিজ ভাই সহ নিকটাত্মীয়কে দান ও সাহায্য-সহযোগিতা করতে শরী'আতের নির্দেশ রয়েছে *(বাক্বারাহ ৮৩ ও ১৭৭)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আবু ত্বালহাকে মূল্যবান খেজুর বাগানটিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫ 'যাকাত' অধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। নিকটতম আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবার কথা হাদীছে এসেছে। একটি হ'ল, আত্মীয়তার হক আদায়ের নেকী, অন্যটি হ'ল ছাদাক্বা করার নেকী *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ ঐ)*। আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর খালাতো ভাই মিসত্বাহ ব্যভিচারের অপবাদ দিলে আবুবকর (রাঃ) তাকে পূর্ব থেকে দিয়ে আসা নিয়মিত আর্থিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নিষেধ করেন এবং নিকটাত্মীয় হিসাবে তার ভাতা চালু রাখার জন্য বলেন *(বুখারী, ২/৫৯৫ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, 'ইফকের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ফেব্রুয়ারী ০৪, ১০/১৭০)*।

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিজ ভ্রাতাগণ। সুতরাং সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার হকদার প্রথমতঃ তারাই। অতএব তার উচিৎ অন্যদের পূর্বে নিজ গরীব ভাইদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। ভাইদেরও কর্তব্য হবে মহব্বতের পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না, বিদ্বেষ করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো না, পরস্পরের ছিদ্রান্তেষণ করো না। তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ 'সম্পদ ও জীবন রক্ষার তাকীদে সাময়িক কাদিয়ানী পরিচয়দানের অপরাধে মহল্লাবাসী তার পিতাকে মসজিদ থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং 'কাফির' বলে অভিহিত করে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, পুত্রের কারণে পিতাকে অপমান- অপদস্থ করা ঠিক হয়েছে কি?

-আব্দুর রশীদ
চরকানাপাড়া, চরআষাড়িয়াদহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ বাধ্যগত অবস্থায় বিপাকে পড়ে স্বীকৃতি দানকারী কোন মুসলমান ব্যক্তি মুরতাদ হবে না। তবে এই অন্যায় স্বীকৃতি দানের জন্য তাকে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে এবং ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অবশ্য এতে পিতার কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুরতাদকে হত্যা করতে বলেছেন। মুরতাদের পিতা-মাতা বা পরিবার-পরিজনকে কোন প্রকার দায়ী করেননি। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫৩৩ 'কিছাছ' অধ্যায়, 'মুরতাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা' অনুচ্ছেদ)*।

বিবরণ অনুযায়ী মুছল্লীরা দু'টি ভুল করেছেন (১) একজন মুসলমানকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে ইসলামী শিষ্টাচার বিরোধী কাজ করেছেন (২) একজন মুসলমানকে কাফির বলে প্রকারান্তরে নিজেরাই কাফির গণ্য হয়েছেন। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কেউ কাউকে কাফির বললে দু'জনের একজন কাফির হবে (অর্থাৎ যাকে কাফির বলা হচ্ছে, সে কাফির না হ'লে বক্তা নিজেই কাফির হ'বে)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ কাউকে কাফির বলে আর সে যদি কাফির না হয়, তাহ'লে কথাটি তার উপরই বর্তাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বিবাহ কে পড়িয়েছিলেন? তাঁদের মোহরানা ছিল কি? থাকলে কি ছিল? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
ইকবালপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-এর বিবাহ পড়ানো হয়েছিল কি-না বা তাঁদের মোহর ছিল কি-না এ প্রসঙ্গে কোন ছহীহ বিবরণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ছাবী (صاوى) নামক তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, একদা আদম (আঃ) ঘুমালে তাঁর বাম পাজর হ'তে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তিনি ঘুম থেকে জেগে দেখেন পাশে একজন মহিলা। তিনি তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে হাত বাড়ালে ফেরেশতাগণ বললেন, হে আদম! আপনি প্রথমে মোহর আদায় করুন। তিনি বললেন, কি মোহর প্রদান করতে হবে? ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি তিনবার অথবা ১৭ বার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন *(তাফসীরে জালালায়েন ৬৯ পৃঃ ৩ নং টীকা)*। বক্তব্যটি দলীল বিহীনভাবে উল্লেখিত হয়েছে বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ জনৈক মাওলানা বক্তব্যে বললেন, আমাদের নবী (ছাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। বক্তব্যটি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয হাবীবুর রহমান
পাঁচরুখী, নরসিংদী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি জান্নাতের দরজা খুলব *(মুসলিম 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, মিশকাত হা/৫৭৪২; বাংলা মিশকাত হা/৫৪৯৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তখন পাহারাদার বলবে, আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৩; বাংলা মিশকাত ১০/১৯৭ পৃঃ হা/৫৪৯৭)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষে কাকে কবর থেকে উঠানো হবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উঠানো হবে মর্মে দলীল পাওয়া যায়। কিন্তু সবশেষে কাকে উঠানো হবে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না। বরং বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে এটাই বুঝা যায় যে, সকল মানুষ একত্রেই উঠবে *(দ্রঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩২, ৫৫৩৪ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা সমূহ' অধ্যায়, 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সরদার (হব), আমি প্রথম ব্যক্তি, যাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে, আমি প্রথমে আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করব এবং প্রথম আমার সুফারিশ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪১)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ রুকূ থেকে উঠার দো'আ এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সরবে না নীরবে পড়তে হবে?

-রফীকুল ইসলাম
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ দুই সিজদার মাঝের দো'আগুলি নীরবে পড়তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্র সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২২ পৃঃ)*। রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দো'আগুলি চুপে চুপে পড়াই উত্তম। কেননা রুকূ থেকে উঠার পর সরবে দো'আ পড়ার প্রমাণ কেবল একজন ছাহাবী থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) কিংবা অন্য কোন ছাহাবী কোন দিন সরবে পড়েছেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ আমাদের এলাকায় কোন হিন্দু মারা গেলে, 'ফী না-রে জাহান্নামা খালেদীনা ফীহা' এবং মুসলমান মারা গেলে, 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' বলা হয়। হিন্দুদের জন্য উক্ত দো'আ পড়া যায় কি?

-মাস'উদা
চর বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিন্দুদের মৃত্যুতে উপরোক্ত বদ দো'আ করার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে অনেক সময় দেওয়ার মত কিছু থাকে না। তখন কিভাবে ভিক্ষুককে বিদায় করতে হবে?

-শাহীন
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে কিছু না কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়। আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জা পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিছু হ'লেও দাও *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৭৯ 'যাকাত' অধ্যায় 'কৃপণতা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে একথা জানা আবশ্যক যে, সুস্থদেহী কোন মানুষের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত পেশাদার ভিক্ষুকদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। যে ব্যক্তি হকদার নয়, তাকে ভিক্ষা দেওয়া থেকে হুঁশিয়ার হ'তে হবে। তবে তাকে ধমকানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ আমের মওসুমে রাম ও লক্ষণ গাছ পাহারা দেয়, ঐ সময় আম চুরি করলে সারা গায়ে ঘা হয়। এই ভয়ে রাজশাহী অঞ্চলে গাছের আম চুরি হয় না। স্ত্রী মিলনের পর খালি পায়ে হাঁটলে মাটি অভিশাপ করে, স্বামী-স্ত্রীর যেকোন একজনের গোসলের পর অপরের গায়ে স্পর্শ করলে তিনি নাপাক হয়ে যাবেন কিংবা অপবিত্র অবস্থায় দরজায় খালি হাতে স্পর্শ করলে তা নাপাক হয়ে যাবে, ইত্যাদি আক্বীদা কি ঠিক?

-নযরুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এগুলি সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বীদা। রাম ও লক্ষণ মৃত্যু বরণ করেছে। মৃত্যুর পরে কেউ কারু আম গাছ পাহারা দেয় না। তাছাড়া এ মওসুমে আম চুরি করলে গায়ে ঘা হৌক বা না হৌক, সে চুরির অপরাধে জাহান্নামী হয়, এই আক্বীদা পোষণ করা উচিত। মাটি কাউকে অভিশাপ করতে পারে, এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। কেননা মাটির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে। অনুরূপভাবে নাপাক লোকের গায়ে হাত লাগলে কেউ নাপাক হয়ে যাবে কিংবা দরজা নাপাক হয়ে যাবে এগুলি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত আক্বীদা। নাপাক অবস্থায় আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেঁটেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'অপবিত্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-আসমা
আঁখিলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামা'আত বদ্ধ ভাবে ছালাত আদায় করতে পারে না। কারণ মহিলাদের কাতার পুরুষদের পিছনে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭-১১০৮)*। পুরুষের ইমামতিতে স্ত্রী একাকী হ'লেও পিছনে দাঁড়াবেন।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ ছালাতের মধ্যে 'সাকতা' করার হাদীছগুলি কি ছহীহ? সাকতা করার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন?

-খলীলুর রহমান
শুভরাজপুর, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মোট তিনটি স্থানে সাকতার কথা জানা যায়। (১) তাকবীরে তাহরীমার পর (২) সূরায়ে ফাতিহা শেষ করার পর (৩) রুকুর পূর্বে সকল ক্বিরাআত শেষ করার পর। এর মধ্যে ১ম ও ৩য় ছূরতগুলি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২; আবুদাউদ, মিশকাত হা/৮১৮ এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে সূরায়ে ফাতিহা শেষ করার পর সাকতা করা সম্পর্কে আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি বর্ণিত রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/১০১)*। তবে শায়খ আলবানী এটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(ঐ, মিশকাত হা/৮১৮; ইরওয়া হা/৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কোন জিনিস দেওয়া বা তার সাথে কথা বলা যায় কি?

-রেহেনা খাতুন
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে ভালবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কিছু দেওয়া যাবে না এবং কথাও বলা যাবে না। কারণ সে মাহরাম মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বাধ্যগত প্রয়োজনে অন্যদের মতো তার সাথেও কথা বলতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে দেখা হারাম, একথা কি ঠিক?

-আব্দুল খালেক
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথা সঠিক নয়; বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা ছহীহ হাদীছ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মৃত্যুর পরে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি পূর্বে চিন্তা করলে নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে গোসল দিত না *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪)*। 'স্বামী ও স্ত্রীর যে কেউ মারা গেলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল' মর্মে দেশে যে কথা চালু আছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা মাত্র। অথচ স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাদের মৃত্যুর পরে ঠিকই বজায় থাকে, সন্তানদের সাথে পরিচয়ের সম্পর্কও বহাল থাকে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ শস্য বা টাকার বিনিময়ে জমি লীজ

দেওয়া যাবে কি?

-আযীযুর রহমান
গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শস্যের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া যাবে না। তবে টাকার বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া যায়। হানযালা বিন ক্বায়েস রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার চাচা আমাকে অবগত করিয়েছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নালার সম্মুখভাগের ফসল অথবা জমির মালিক জমির একটি বিশেষ স্থানের ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিতেন। নবী করীম (ছাঃ) এরূপ জমি লীজ দেওয়া থেকে নিষেধ করেন। অতঃপর আমি রাফে' বিন খাদীজকে জিজ্ঞেস করলাম, দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া কেমন হবেঃ তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'ভাগে জমি করা' অনুচ্ছেদ; আত-তাহরীক অক্টোবর ১৯৯৭, প্রশ্নোত্তর ৪/৭ (সংশোধনীঃ উক্ত প্রশ্নোত্তরে 'নিষেধ করেননি' লেখা হয়েছে'। আসলে হবে 'নিষেধ করেন' -সম্পাদক)।*

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ আমরা মসজিদে সাধারণতঃ ইটের ও কাঠের তৈরী দুই ধরনের মিম্বর দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কিসের তৈরী ছিল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহসিন
কাজিরপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাঠের মিম্বরের উপরে উঠে খুৎবা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মহিলাকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে আমার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল, আমি তার উপর বসব' *(বুখারী ১/৬৪ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ মেয়েদের ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে কি? জনৈক মাওলানা বলেন, ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার না করলে তাদের পাপ হবে, একথা কি ঠিক?

-যীনাত রেহেনা
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃপানি না থাকলে নারী-পুরুষ সকলকেই ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। আর পানি থাকলে সকলকেই পানি ব্যবহার করতে হবে। ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করতে হবে কিংবা মেয়েদেরকেই শুধু ঢেলা ব্যবহার করতে হবে একথা ঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুলুখ নেবে, সে যেন বেজোড় নেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪১)* এখানে পানির কোন কথা নেই এবং নারী-পুরুষে পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২)*। শুধুমাত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৯)*। উল্লেখ্য যে, 'কুলুখ' বলতে কেবলমাত্র 'ঢেলা' শর্ত নয়। বরং যে বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়, সবই কুলুখের অন্তর্ভুক্ত। যেমন টিস্যু পেপার ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, (أَلَمْ تَرَ) 'হে নবী! আপনি কি দেখেননি'? কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের বহুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। ছূফীদের বইয়ে লিখা রয়েছে, এতে বুঝা যায় যে, মহানবী (ছাঃ) তখনও ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে তিনিও ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বলা যায়, নবী (ছাঃ) পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন'। প্রশ্ন হ'ল, আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণীর সঠিক অর্থ কি হবে।

-মাষ্টার আব্দুল ক্বাদের
গ্রাম ও পোঃ আলকীর হাট
স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ছূফীদের এ সমস্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী এবং শিরক মিশ্রিত। কেননা চূড়ান্ত সত্য ও সর্বজনবিদিত বিষয়কে আরবী সাহিত্যে (أَلَمْ تَرَ) 'আলাম তারা' তুমি কি দেখোনি?' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে (أَلَمْ تَرَ) 'আপনি কি দেখেননি' থেকে উদ্দেশ্য হ'ল (أَلَمْ تُخْبَرْ) 'আপনাকে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি'? (أَلَمْ تَعْلَمْ) 'আপনি কি জানেন না?' (أَلَمْ تَسْمَعْ) 'আপনি কি শোনেন নি'? *(তাফসীর কুরতুবী, সূরা ফীল-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)।*

নবী করীম (ছাঃ) তখনও ছিলেন এখনও আছেন, এটাও ছূফীদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(জুমার ৩০)*। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত আক্বীদা পোষণ করা হারাম।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ ব্যবহার্য স্বর্ণালংকার নিছাব পরিমাণ না হ'লে তার যাকাত দিতে হবে কি? যদি নিছাব পরিমাণ হয়, তাহ'লে কিভাবে যাকাত দিতে হবে?

-লাভলী ইয়াসমীন
সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ব্যবহার্য গহনার স্বর্ণ নিছাব পরিমাণ না হ'লে তাতে যাকাত লাগবে না। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি সোনার গহনা পরিধান করতাম। একদিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, ব্যবহৃত গহনা কি সঞ্চিত ধন? তিনি বললেন, তা যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং তাতে যদি যাকাত দেওয়া হয় তাহ'লে তা সঞ্চিত ধন নয়' *(আবুদাউদ, বুলুগুল মারাম হা/৬০৮ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, ব্যবহৃত গহনা নিসাব পরিমাণ হ'লে তাতে

প্রত্যেক বছরই যাকাত দেয়া ফরয। এ জন্য গহণার পরিমাণ নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট টাকা বা সমপরিমাণ কিছু দিতে হবে*(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৭৭, ফেব্রুয়ারী ২০০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ ইট ক্রেতা ভাটাওয়ালাকে আগাম টাকা দিয়ে রাখে এবং তার সাথে কথা হয় যে, যখন ইটের মূল্য কম হবে তখন সে ইট ক্রয় করবে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর রহমান
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। একে শরী'আতের পরিভাষায় 'বায়'এ সালাম' বলা হয়। এর জন্য শর্ত হ'ল তিনটিঃ (১) নির্দিষ্ট মেয়াদ (২) নির্দিষ্ট পরিমাপ (৩) নির্দিষ্ট পরিমাণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে, নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'বায়'এ সালাম ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ 'শিহাব' শব্দের অর্থ কি? এই নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ 'শিহাব' শব্দের অর্থঃ আলোকপিণ্ড, উজ্জ্বল নক্ষত্র, অগ্নিগোলক, দক্ষ ব্যক্তি *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শিহাব' নাম সহ আরও কয়েকটি নাম পরিবর্তন করেছিলেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৭৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, 'শিহাব' অর্থ অগ্নিগোলক, যা দিয়ে শয়তানকে মারা হয় এবং যা কাফিরদের শাস্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে নিষেধ করেছিলেন। তবে যদি এটিকে 'দ্বীন'-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তবে এতে কোন দোষ নেই' *(মিরক্বাত ৯/১১৭ পৃঃ)*। অবশ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র, দক্ষ ব্যক্তি প্রভৃতি অর্থে 'শিহাব' নাম রাখায় কোন আপত্তি নেই। স্বর্ণ যুগে অনেক হাদীছ বর্ণনাকারীর নামও 'শিহাব' ছিল। যেমনঃ ইবনু শিহাব যুহরী, শিহাব ইবনু খেরাশ, শিহাব ইবনু শুরনুফাতা, শিহাব বিন আব্বাদ ইত্যাদি *(মীযানুল ই'তেদাল ২/২৮১-২৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ ছালাতে সিজদার সময় কপালে ওড়না বা কোন কাপড় পড়লে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূবা ইয়াসমীন
সিও কলোনী, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সিজদার সময় মুখ খোলা রাখতে হবে, এটাই নিয়ম। বিশেষ কোন প্রয়োজনে বা অবস্থায় কপালের নিচে ওড়না পড়লে তাতে ছালাতের কোন ক্ষতি হওয়ার কারণ নেই। তবে কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সময়ে কপালের নিচে কাপড় দেয় তাহ'লে সেটা মকরূহ হবে। ছহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক কাপড়ে ছালাত আদায় করেছেন এবং কাপড়ের কিছু অংশ দ্বারা যমীনের ঠাণ্ডা-গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন *(আহমাদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৪ পৃঃ, 'মুছল্লীর কাপড়ের উপর সিজদা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ মসজিদের ছাদে ব্যক্তিগত কোন সাংসারিক কাজ করে ফায়েদা নেওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
মেডিসিন সাপ্লাই, খুলনা।

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, যা স্রেফ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ আল্লাহ্‌র জন্য'... *(জিন ১৮)*। এতদ্ব্যতীত মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ আত-তাহরীক মে ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৩১/২৮৬)*। অতএব মসজিদের ছাদকে কারু ব্যক্তিগত ও সাংসারিক কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সাময়িক ও বাধ্যগত অবস্থার কথা আলাদা।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়তে হয় জানি। তবে যদি কোন ব্যক্তির দো'আ কুনূত জানা না থাকে অথবা মুখস্থ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে দো'আ কুনূতের বদলে অন্য কোন সূরা পড়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মাষ্টার)
শৌলমারী কাজীপাড়া
ডাকালিগঞ্জ, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির যদি দো'আ কুনূত মুখস্থ না থাকে, তাহ'লে দো'আ কুনূত ছাড়াই তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা বিতরের জন্য দো'আ কুনূত পড়া শর্ত নয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২; মির'আত ২/২২৩ পৃঃ)*। আর দো'আ কুনূত না জানা থাকলে তার স্থলে অন্য কোন সূরা পড়া যাবে না। কেননা বিতরের কুনূতের জন্য সূরায়ে ইখলাছ বা অনুরূপ কোন ক্বিরাআত পড়ার বিধান নেই। বরং কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৭৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ কেউ যদি ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং কোন জিনিস হস্তগত করে, তাহ'লে তার হাত কাটা হবে না (হেদায়া (ইফাবা), ২/৪০৮ পৃঃ) এবং যদি আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেউ কেটে নেয়, তাহ'লে হস্ত কর্তন করা হবে না (ঐ পৃঃ ৪০৯)। ইসলামে এ ধরনের সুযোগ আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
সাং ও পোঃ রায়দৌলতপুর
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ 'হেদায়া' গ্রন্থকারের উপরোক্ত বক্তব্য দলীল বিহীন এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুরি করার অর্থ হ'ল- গোপনভাবে অন্যের মাল নিয়ে নেওয়া, চাই সে মাল সংরক্ষিত হোক বা না হোক। আল্লাহ মাল সংরক্ষিত থাকা বা না থাকাকে শর্ত করেননি *(মুহাল্লা ১২/৩১১ পৃঃ, মাসআলা নং ২২৬৮ 'চুরি' অধ্যায়)*। অতএব কেউ যদি সিঁধ কেটে হাত ঢুকিয়ে ভিতর থেকে গোপনভাবে কোন মাল বের করে নেয় তাহ'লে সে চোর হিসাবে পরিগণিত হবে এবং তার হস্ত কর্তন করাই শরী'আত সম্মত হবে *(মুগনী, শারহুল কাবীর ১০/২৫২ পৃঃ)*। অনুরূপভাবে যদি আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেউ কেটে নেয় তাহ'লে তার হস্ত কর্তন করাও শরী'আত সম্মত হবে। কেননা সেও গোপনভাবে তা চুরি করেছে। উল্লেখ্য যে, চুরিকৃত মালের সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল সিকি দীনার অথবা তিন দিরহাম অথবা এদের সমপরিমাণ মাল *(বুখারী, মুসলিম হা/৩৫৯০ 'হুদূদ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৯১; বুলূগুল মারাম হা/১২২৬-১২২৭-এর ব্যাখ্যা; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৬৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
আরবী প্রভাষক
নপাইয়া সিনিয়র মাদরাসা
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে 'আম' এবং 'খাছ' উভয় দলীলের ভিত্তিতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক।

আম দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ হা/৮২২; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮১ পৃঃ)*।

খাছ দলীলঃ তাবেঈ বিদ্বান ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম, তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন, আমি এ জন্য পড়লাম যাতে তোমরা জান যে, এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৫৬৫)*। নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ঐ সাথে একটি সূরা মিলালেন এবং সরবে পড়লেন *(নাসাঈ হা/১৯৮৯ 'জানাযা' অধ্যায় 'দো'আ' অনুচ্ছেদ; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৫৪)*।

রশীদ আহমাদ গাংগুহী হানাফী (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণের নিকট ছালাতুল জানাযাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত এবং উত্তম। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ছালাতুল জানাযার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত। কেননা সূরা ফাতিহা সকল দো'আর মধ্যে সর্বোত্তম দো'আ *(ফাতাওয়া রশীদিয়া পৃঃ ৪২০, 'সূরা ফাতিহা পড়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ জুম'আর খুৎবা দু'টি কোন্ ভাষায় দিতে হবে? কেউ বলেন প্রথমটি বাংলায় ও দ্বিতীয়টি আরবীতে দিতে হবে। কথাটি কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন। তাছাড়া কুরআন-হাদীছের দলীল সমূহ আরবীতেই দিতে হবে নাকি বাংলা অর্থ বুঝালে চলবে?

-মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
আরবী প্রভাষক
নপাইয়া সিনিয়র মাদরাসা
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ প্রত্যেক খত্বীবের উচিত মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন' *(ইবরাহীম ৪)*। ১ম খুৎবায় হামদ-ছানা ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। ২য় খুৎবায় হামদ-ছানা ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(আহমাদ, ত্বাবারাণী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪ পৃঃ; মির'আত ২/৩০৮ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৭)*। উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীছের দলীল সমূহ আরবীতে দিতে সক্ষম হ'লে আরবী পড়ে বাংলায় অর্থ বলবে। আরবী বলতে সক্ষম না হ'লে বাংলা অর্থ বুঝালেও চলবে। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটও কোন প্রকার ওযর ছাড়াই আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করা জায়েয আছে *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, পৃঃ ২২৪)*। অতএব আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুৎবা দেওয়া চলবে না মর্মে এদেশে প্রচলিত প্রথাটি শরী'আত সম্মত নয়। অনুরূপভাবে ১ম খুৎবা বাংলায় ও ২য় খুৎবা আরবীতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।